আর এল স্টিভেনসন

ট্রেজার আইল্যান্ড

রূপান্তর ঃ রুখরুজ্জামান চৌধুরী

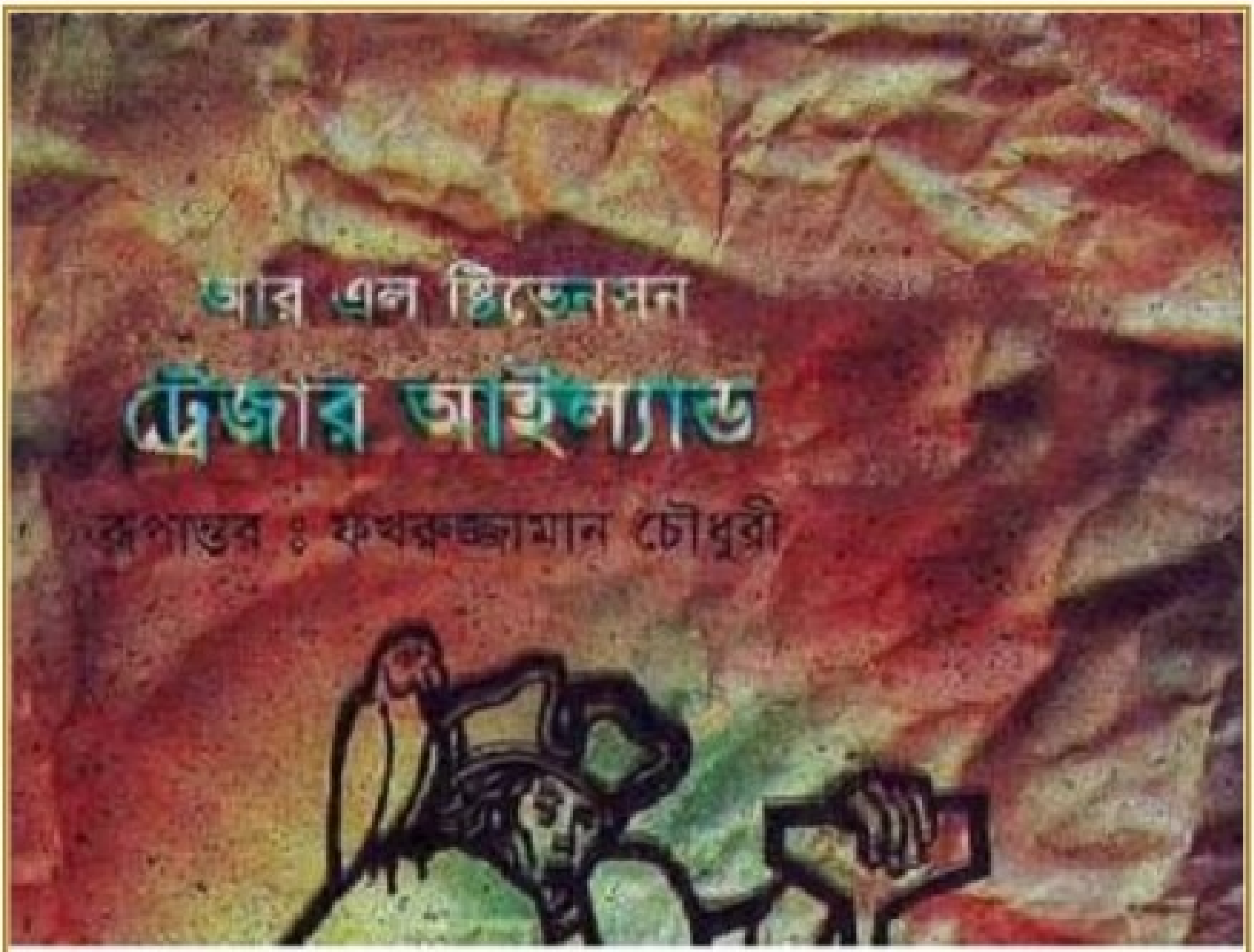

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

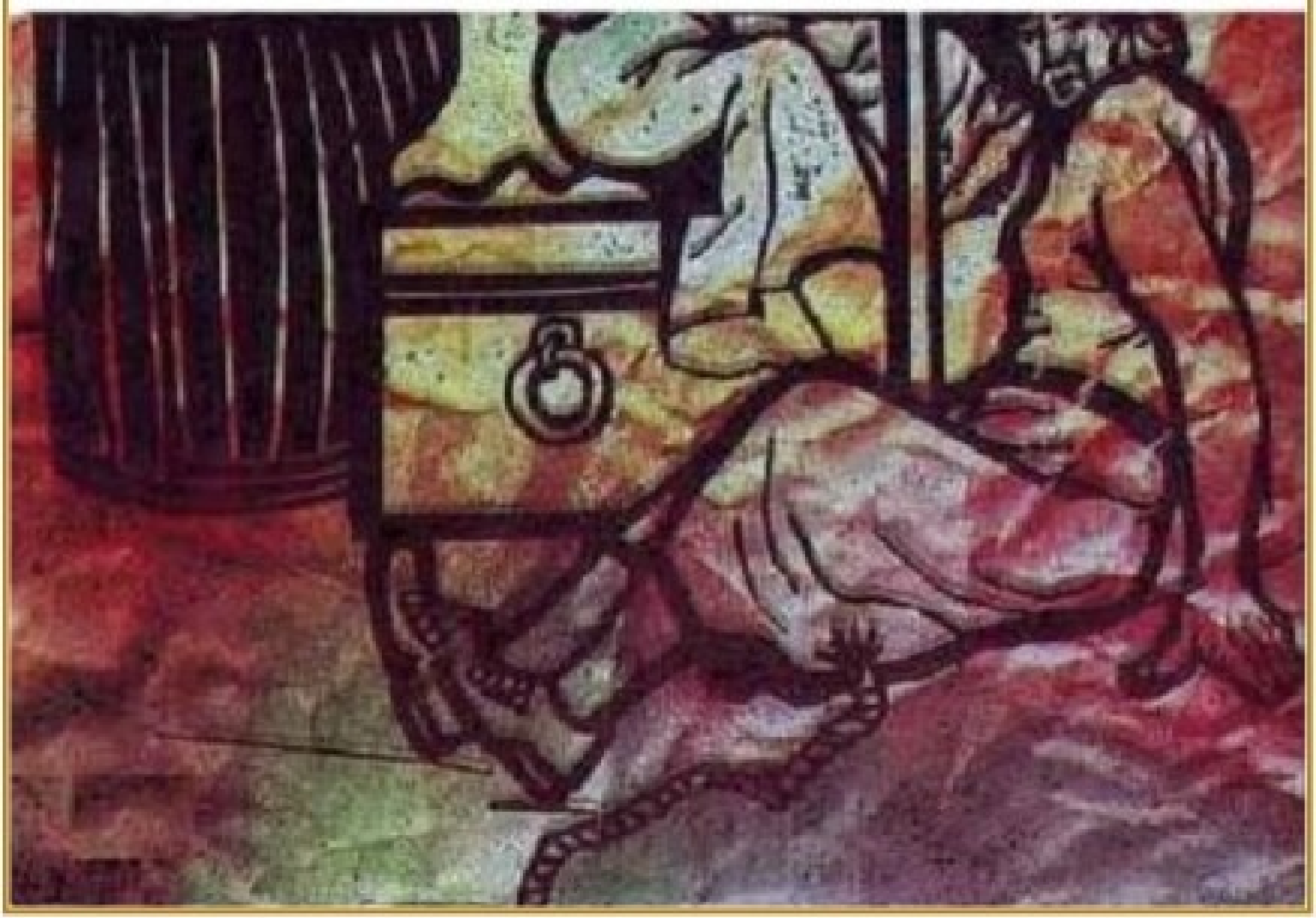

www.BanglaBook.org

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

১৮৫০ সালে ১২ নভেম্বর স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় বরার্ট লুই স্টিভেনসনের জন্ম। বাবার নাম টমাস স্টিভেনসন, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। লাইট হাউস তৈরি করতেন। মায়ের নাম মার্গারেট ইসাবেলা। একজন যাজকের কন্যা।

ছোটোবেলায় বাড়ির জানালার ধারে বসে স্টিভেনসন রাস্তা দেখতেন। সন্ধ্যা হলেই মই কাঁধে রাস্তার আলো জ্বালাতে আসতো লিয়ারি। লিয়ারি ছিলো তাঁর বন্ধু, তাঁর কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতেন। সন্ধ্যার পর তাঁর নার্স কামি তাঁকে রূপকথার জলদস্যুদের গল্প শোনাতেন।

রবার্ট লুই স্টিভেনসন ছোটোবেলা থেকেই ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন। বাবা টমাস স্টিভেনসনের আশা ছেলের অসুখ সেরে যাবে এবং সে তাঁর মতোই ইঞ্জিনিয়ার হবে। ছেলেকে এডিনবরাতেই স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলো। পড়াশোনায় মন নেই। কবিতা লেখে, গল্প লেখে।

ইংরেজির স্যার বলেন, বর কখনো লেখক হতে পারবে না।

বাবা দেখেন ছেলের ইচ্ছে লেখক হবে।

ছেলে যদি তাঁর মতো ইঞ্জিনিয়ার হতে না চায়তো ব্যারিস্টার হোক।

লুই স্টিভেনসন ব্যারিস্টারি পড়তে রাজি হন এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এডিনবরা বারে তিনি যোগ দেন। কিন্তু পেশায় তিনি কখনোই আত্মনিয়োগ করেন নি। তাঁর মূল লক্ষ্য লেখক হওয়া।

ফুসফুসের ব্যাধিটি এতদিনে আরো বেড়ে গেছে।

ঠাণ্ডার দেশ স্কটল্যান্ড থেকে লুইকে পাঠানো হল উষ্ণ দেশ ফ্রান্সের রিভিয়েরা অঞ্চলে। রোগ আয়ত্বে রাখার জন্যে লুই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সাময়িক ভাবে বাস করতেন। পরবর্তী কুড়ি বছরে তিনি রোগ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টায় ত্রিশ হাজার কিলোমিটার ভ্রমন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে কয়েকটি খ্যাতনামা পত্রিকায় লুইয়ের কিছু প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। রুগ্ন সন্তানের প্রতি বাবার মমত্ববোধ জেগে উঠলো। তিনি লুইকে এক হাজার পাউন্ড দিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লুইয়ের শরীর দুর্বল কিন্তু মন সজীব। যুগটা হলো ডারউইন, ভলটেয়ার, ওয়াল্ট হুইটম্যানের। এই সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তির বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা লুইকেও স্পর্শ করেছিলো। তাঁর মধ্যে চাঞ্চল্য এলো।

একটি গাধার পিঠে প্রয়োজনীয় কিছু ব্যক্তিগত মালপত্র চাপিয়ে লুই ফ্রান্সের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। সূর্যালোকিত দিনের আলোয় তিনি পাহাড়ে, উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতেন, তারপর সন্ধ্যা হলে পথের ধারে কোনো সরাইখানায় আশ্রয় নিতেন। অবশ্যি তাঁর কলম কিন্তু লিখে চলেছে। ভ্রমণের এইসব স্মৃতিকথা 'অ্যান ইনল্যাণ্ড ভয়েজ' এবং 'ট্র্যাভেলস উইথ এ ডাংকি' বইতে লিপিবদ্ধ হলো। বই দু'টি অচিরে জনপ্রিয় হয়েছিলো।

লুইকে উৎসাহ দিলেন কেমব্রিজের অধ্যাপক সিডনি কলভিন। আজীবন তাঁরা ছিলেন বন্ধু। এই বন্ধুর উৎসাহ না পেলে লুই বড় লেখক রূপে হয়তো খ্যাতিলাভ করতে পারতেন না। পরে সিডনি কলভিন লুই-এর বই ও চিঠিপত্র প্রকাশের জন্যে সম্পাদনা করতেন।

ফ্রান্সে বেড়াবার সময় ফন্টেনেব্লো-এর এক সরাইখানায় লুইয়ের সঙ্গে একজন মার্কিন মহিলা মিসেস ফ্যানি অসবর্নের পরিচয় হয়। সঙ্গে ছিলো তাঁর ছেলে ও কন্যা। এই মহিলাকে লুই পরে বিয়ে করেছিলেন। ফ্যানি অসবর্ন পরে আমেরিকায় ফিরে যান।

১৮৭৮ সালে লুই অ্যামেরিকায় চলেন যান। কালিফোর্নিয়ার উষ্ণ আবহাওয়া তাঁর পক্ষে ভালো। সেখানেই তিনি বাস করতে থাকেন মিসেস অসবর্নের সঙ্গে।

রাতে ডিনারের পর সকলে মিলিত হতেন। আর তখন লুই তাঁর নতুন লেখা পড়ে শোনাতেন। কানা পিউ, বালক জিন হকিন্স আর লং জন সিলভারের কাহিনী তাদের মুগ্ধ করতো।

তবে পরিবারের সঙ্গে লুই বেশি দিন বাস করতে পারলেন না। কারণ কালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব লুই তাঁর পরিবার নিয়ে ইউরোপের সমুদ্রতীর অভিমুখে চললেন। সেই সময় সবারই ধারণাই ছিলো যে, সমুদ্র তীরে বাস করলে যক্ষা রোগীর আয়ু বাড়ে।

প্রথমে ইউরোপের সমুদ্র তীর, তারপর ইংল্যান্ডের সমুদ্র তীর। মাঝে মাঝে যেতেন স্কটল্যান্ডে ও লণ্ডনে।

এই গত ছ-সাত বছরের মধ্যে লুইয়ের অনেকগুলো বই বেরিয়েছে। তার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় বই 'ট্রেজার আইল্যান্ড' সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। ছেলেমেয়েদের জন্যে এমন দারুণ বই আর লেখা হয়নি। যেমন রুদ্ধশ্বাস কাহিনী তেমনি চমৎকার ভাষা। কত বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু আজও সেই বই সারা পৃথিবীতে সমান জনপ্রিয়। এ-বইয়ের সঙ্গে যশ ও অর্থ দুই-ই আসতে লাগলো।

'ট্রেজার আইল্যাণ্ডের' পর তাঁর আর একটি জনপ্রিয় বই—'কিডন্যাপড'। তিনি অনেক ভালো ভালো বই লিখেছেন। যেমন 'দি স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ডক্টর জেকিল অ্যান্ড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিঃ হাইড', 'দি ব্ল্যাক অ্যারো', 'এ চাইল্ডস গার্ডেন অফ ভার্সেস' এবং আরো অনেক বই।

এদিকে লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসনের ক্ষমতা যত বাড়ছে মানুষ রবার্ট লুই স্টিভেনসনের ক্ষমতা তত কমছে। তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। রাত্রে সামান্য জ্বর, সঙ্গে কাশি বেড়েই চলেছে।

ইউরোপের আবহাওয়া আর সহ্য হচ্ছে না। কিছুদিন হয় বাবা মারা গেছেন। বিধবা মা, স্ত্রী ফ্যানি ও ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লুই আমেরিকা যাত্রা করলেন এবং তারপর তিনি আর ইউরোপে ফেরেননি। ইউরোপ থেকে এই তাঁর শেষ যাত্রা।

ওরা প্রথমে নামলেন নিউইয়র্কে। রিপোর্টার, প্রকাশক ও সম্পাদকের দল তাঁকে ঘিরে ধরলেন। না চাইতেই অর্থ। স্বদেশ অপেক্ষা অমেরিকাতেই তাঁর বইগুলির বেশি কাটতি। 'ট্রেজার আইল্যান্ড' এবং 'ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড' মার্কিনদের দারুন পছন্দ।

অমেরিকায় এসে স্বাস্থ্যের অবনতি হলো তাঁর। ডক্টর ট্রুডোর স্যানিটোরিয়ামে ভর্তি হলেন। স্বামীকে ডাক্তারের জিম্মায় রেখে ফ্যানি সানফ্রান্সিস্কোয় গিয়ে একটা স্টিমার চার্টার করলেন। উদ্দেশ্য দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ভ্রমণ, সমুদ্রের হাওয়ায় ফুসফুস চাঙ্গা হতে পারে।

সকলে মিলে একদিন স্টিমারে চাপলেন। স্টিমার ভেসে চললো হাওয়াই দ্বীপের দিকে। মারকেসাস, তারপর তাহিতি, হনলুলু, তারপর প্রবাল দ্বীপ গিলবার্ট। ১৮৮৯ সালের ক্রিসমাসের দিন সামোয়া দ্বীপে।

সামোয়া লেখকের খুব পছন্দ হলো। এখানেই তিনি বাসা বাঁধবেন। এখান থেকে আর কোথাও যাবেন না। বছর খানেকের মধ্যে একটা বাড়ি বানালেন। পছন্দমতো সাজিয়ে তার নাম দিলেন 'টুসিটালা'।

এখানেই থেকে গেলেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো শেষ পর্যন্ত। মাঝে একবার সিডনি ঘুরে এলেন। ইংল্যান্ড থেকে বন্ধুরাও কেউ কেউ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে টুসিটালায় আসেন।

লুই বেশ সুখে ও শান্তিতেই ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হলো আকস্মিকভাবে। পুরোনো রোগে নয়, মাথায় রক্তক্ষরণের ফলে। ১৮৯৪ সালের ৩ ডিসেম্বর, তাঁর বয়স তখন মাত্র চুয়াল্লিশ।

১৮৮১ সালে লুই স্কটল্যান্ডের একটা ইতিহাস লেখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তা বাদ রেখে আরম্ভ করলেন দারুণ এক কাহিনী, নাম 'দি সি কুক'। গল্পটি বলা হলো একটি ছোটো ছেলে জিম হকিন্সের মুখ দিয়ে।

সতেরো দিন ধরে তিনি একটানা লিখে চলেন। লেখা যখন চলছে তখন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু লন্ডন থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বন্ধুর নাম ডক্টর অ্যালেকজান্ডার জ্যাপ। তাঁকে দিলেন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পনেরোটা পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছিলো। জ্যাপ সেগুলো নিয়ে লন্ডনে ফিরলেন এবং ইয়ং ফোক্‌সের সম্পাদক হেন্ডারসনকে দিলেন। সাহিত্য জগতে রবার্ট লুই স্টিভেনসন নামটা তখন অপরিচিত নয়। তাই হেন্ডারসন পাণ্ডুলিপিটা নিলেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ, এ-লেখা ছোটো পাঠকরা পছন্দ করবে কি না।

হেন্ডারসন লেখাটার 'দি সি কুক' নামটা বদলে দিলেন। বইয়ের শুরুতে ট্রেজার আইল্যান্ডের কথা আছে। তাই তিনি নতুন নাম দিলেন 'ট্রেজার আইল্যান্ড'। লেখাটা কিছুটা অবহেলায় পত্রিকার শেষের দিকে ছাপতে আরম্ভ করলেন। পত্রিকায় প্রকাশের সময় লেখাটি তেমন সাড়া জাগালো না। লেখকের নাম দেয়া হয়েছিলো ক্যাপটেন জর্জ নর্থ, স্টিভেনসনের নাম ছিলো না।

'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' পত্রিকায় প্রকাশের সময় সাড়া না জাগালেও তিন বছর পরে যখন বই আকারে প্রকাশিত হলো তখন বই বিক্রি হতে লাগলো হুড় হুড় করে। সেই বই আজো সবাই পড়ছে সমান আগ্রহ নিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ো খালাসি

ট্রেজার আইল্যান্ড অভিযানের এ কাহিনী আমি লিখতে শুরু করি আমাদের এলাকার জমিদার ট্রেলনি, ডঃ লিভ্‌জি এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে। কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখে যাবো, কোনো রকম বাদ ছাদ না দিয়ে। তবে ট্রেজার আইল্যান্ডের অবস্থানটা কোথায় তা আমি বলবো না। ওখানে এখনো প্রচুর ধনরত্ন মজুদ আছে। আমি তো মাত্র একবার গেছি ওখানে। তবে আর কখনো যাবো না, হলফ করে বলছি। কাহিনীর শুরু ১৭৬০ সালে।

এ কাহিনীর যখন শুরু তখন 'এডমিরাল বেনবো' নামে একটা সরাইখানা চালাতেন আমার বাবা। সেই হোটেলে একদিন এক বুড়ো খালাসি অতি কষ্টে পা টেনে টেনে এসে হাজির হলো আশ্রয়ের জন্যে। তার গায়ের রং তামাটে, এক গালে বিশ্রী একটা কাটা দাগ।

এখনো সেই ছবি আমার মনে গাঁথা। যেন কালকের ব্যাপার। লম্বা স্বাস্থ্যবান বুড়ো, মাথায় ছোটো বেণী, নীল রংয়ের ময়লা কোট কাঁধের ওপর ঝুলে রয়েছে। কাটা দাগওয়ালা শক্ত দু'টো খসখসে হাত, হাতের নলগুলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কালো। তার পেছনে আসছিলো একটা খালাসি। সিন্দুক ঠেলে নিয়ে আসছিলো আরেক ছোকরা। মনে পড়ছে, বুড়ো শিস দিতে দিতে সাগরের দিকে চেয়ে কাঁপা গলায় গান গেয়ে উঠলো ঃ

'পনেরো জনে লেগে গেছে মরা মানুষের সিন্দুকের খোঁজে
ও-হো-হো, এক বোতল মদ—'

এ গান পরেও তাকে অনেকবার গাইতে শুনেছি। হাতের ছোটো একটা লাঠি দিয়ে দরজায় ঠকঠক শব্দ করতেই আমার বাবা বেরিয়ে এলেন। বুড়ো কর্কশ কণ্ঠে এক গ্লাস মদ চাইলো। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ সামনেই রয়েছে সাগর। সুন্দর এ হোটেলটি তোমার। খুব বেশি লোকজন আসে কি এখানে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা বললেন ঃ না, খুব বেশি লোক আর আসে কই। খুব কম লোকই আসে।

বুড়ো তখন বললো ঃ বেশ, তা'হলে ঠিক জায়গায়ই এসেছি থাকার জন্যে। যে লোকটা সিন্দুক নিয়ে তার পেছনে আসছিলো তাকে ডেকে বুড়ো বললো ঃ এদিকে এসো। আমার সিন্দুকটা ধরাধরি করে ওপরে তুলে দাও। কিছুদিন আমি এখানেই থাকবো।

বুড়োর কথা থামতে চায় না। আবার সে বলতে লাগলো ঃ সাদাসিধে লোক আমি, তবু আমাকে তোমরা ক্যাপ্টেন বলে ডাকতে পারো। খাওয়ার ব্যাপারে আমার বাছবিচার নেই। একটু মদ, কিছু শুয়োরের মাংস আর ডিম। ব্যস, এতেই আমার চলে যাবে।

এই বলে মেজাজি চালে কয়েকটি সোনার মুদ্রা মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললো ঃ এগুলো ফুরিয়ে গেলে আমাকে বলবে, আবার দেবো।

সিন্দুক নিয়ে যে লোকটা এসেছে তার কাছে শুনলাম আগের দিন ভোরের ডাক গাড়িতে বুড়ো এসে প্রথমে 'রয়েল জর্জ' সরাইখানায় ওঠে। কিন্তু ওটা ভালো না লাগায় সমুদ্রের ধারে কোনো হোটেল খোঁজ করেছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের হোটেলটাই ভালো আর নিরিবিলি বলে এখানেই এসে উঠেছে। এর বেশি আর আগন্তুক সম্বন্ধে বেশি জানা গেলো না।

লোকটার স্বভাব একা একা থাকা। সারাদিন সে ঘুরে বেড়াতো আর মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়োয় উঠে পেতলের একটা দূরবীন হাতে নিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেয়। সারাটা সন্ধ্যা সে কাটায় আগুনের ধারে বসে মদ খেয়ে। প্রতিদিন সে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করবে, কোনো জাহাজি লোক সেদিন রাস্তায় দেখা গেছে কিনা।

আমরা প্রথমে মনে করেছিলাম, বুড়ো বুঝি তার কোনো সঙ্গী সাথীর খোঁজ করছে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, আসলে সে তাদেরকে এড়িয়েই চলতে চায়। এডমিরাল বেনবোতে কোনো খালাসি লোক এলে দরজার ঝোলানো পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখে বুড়ো আর বসবার ঘরে ঢুকবে না। হঠাৎ এ ধরনের কারো সামনে পড়ে গেলে বুড়ো চুপ করে থাকে। একদিন সে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো ঃ তুই রাস্তার দিকে নজর রাখিস আর এক ঠ্যাঙওয়ালা কোনো জাহাজি লোক দেখলেই ছুটে এসে আমাকে খবর দিবি। তাহলে আমি প্রতি মাসের পয়লা তারিখে তোকে চকচকে রূপোর চার পেনি করে বখশিশ দেবো এ কাজের জন্যে।

www.BanglaBook.org

কি আর বলবো, এরপর থেকে এক ঠ্যাঙ্গওয়ালা লোকের ভাবনা সারাক্ষণের জন্যে আমাকে পেয়ে বসলো। ঝড়ের রাতে যখন ঘরের বেড়াগুলি পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠতো, ঢেউয়ের গর্জন শোনা যেতো সাগরের বুকে, তখন মনে হতো হাজারো রকম রূপ ধরে সে যেনো আমার চোখের সামনে ভাসছে, দৌড়ে বা লাফিয়ে আমার পিছু ধাওয়া করছে। মোটের উপর মাসিক বরাদ্দ সেই চারটি পেনি পাওয়ার লোভে এইসব ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতাম আমি।

এ রকম একটা কুৎসিত এক ঠ্যাঙ্গওয়ালা নাবিকের চিন্তা আমাকে আতঙ্কিত করেছিলো বেশি। ক্যাপ্টেনকে যারা জানতো তাদের চেয়ে আমি তাকে কম ভয় করতাম। ক্যাপ্টেন যে-সব গল্প বলতো সেগুলি শুনলে ভয়ে গা ছমছম করতো। মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলানো, জোর করে জাহাজের পাটাতনের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে সমুদ্রে হাঙ্গরের মুখে ফেলা, সমুদ্রে ঝড় ওঠা—এসব বিষয়ের গল্প তার মুখে শুনলে আমাদের মতো লোকের ভয় পাওয়ারই কথা। বাবা বলতেন ঃ এ বুড়োটা আমাদের সর্বনাশ করবে। হোটেলটাকে সে ছারখার করে ছাড়বে।

এক হিশেবে বাবা সত্যি কথাই বলেছিলেন। ক্যাপ্টেন আমাদের ক্ষতিই করছিলো। কারণ, সে আমাদের হোটেলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাতে লাগলো, তার দেয়া টাকাও সব খরচ হয়ে গেলো, কিন্তু বাবা তবু সাহস করে মুখ ফুটে টাকার কথা তাকে বলতে পারলেন না। যদিও বা কখনো টাকার কথা বাবা তোলেন, ক্যাপ্টেন এমন শব্দ করে নাক ঝাড়ে যে দ্বিতীয়বার ও-কথা বলার সাহস হয় না।

ক্যাপ্টেন যে ক'দিন আমাদের সঙ্গে ছিলো, তাকে কখনও পোশাক বদলাতে দেখিনি। শুধু দেখেছিলাম ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একবার এক জোড়া মোজা কিনতে। ওর মাথার টুপির সেলাই একদিকে ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছিলো। তার পুরানো রং চটা কোটের সেই চেহারা আজো আমার মনে আছে। ওপরের তলায় তার ঘরে বসে সেই কোটে সে তালি লাগাতো। আসলে সে কোটে তালি ছাড়া আর ছিলোনা কিছুই। তাকে কখনও চিঠি লিখতে বা তার কাছে কোনো চিঠি আসতে দেখতাম না। শুধু প্রতিবেশিদের ছাড়া তাকে কখনো কারো সঙ্গে কথা বলতে শুনিনি। পড়শিদের সঙ্গেও কথা বলতো যখন পেটে মদ পড়তো। আর মস্ত বড়ো যে জাহাজি সিন্দুকটি তার কাছে ছিলো কোনোদিন সেটাও তাকে খুলতে দেখিনি।

ব্যাপারটা ঘটেছিলো ডাঃ লিভ্‌জিকে নিয়ে। ক্যাপ্টেনকে একবার দেখেছিলাম খুব ক্ষেপে যেতে। তখন বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছিলো না। সেদিন বিকেলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে ডাঃ লিভ্‌জি এসেছেন বাবাকে দেখতে। আমাদের সরাইখানায় ঘোড়া রাখার আস্তাবল নেই বলে গ্রামে অন্য কোথাও ঘোড়া রেখে আসতেন ডাঃ লিভ্‌জি। মা তাঁকে খেতে দিয়েছিলেন। খাওয়ার পরে বৈঠকখানায় বসে তিনি পাইপ টানছিলেন। তাঁর ঘোড়াটা গ্রাম থেকে ফিরে এলে তিনি বাড়ি যাবেন।

ডাক্তার লিভ্‌জির সঙ্গে আমিও বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম। তাঁর চমৎকার চেহারা, উজ্জ্বল কালো চোখ, মধুর ব্যবহার আর সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেনের বোম্বেটে চেহারা—এ দু'য়ের মধ্যে অমিল আমি দেখছিলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মদে চুর হয়ে ক্যাপ্টেন টেবিলের ওপর হাত ছড়িয়ে বসেছিলো। হঠাৎই সে তার সেই পুরানো গান গেয়ে উঠলো ঃ

'পনেরো জনে লেগে গেছে মরা মানুষের সিন্দুকের খোঁজে
ও-হো-হো, এক বোতল মদ—'

এতোদিনে এ গান শুনে শুনে আমাদের কান পচে গেছে। শুধু ডাক্তার লিভ্‌জির কাছে এ গান নতুন, কিন্তু তিনি তা শুনে যে খুব খুশি হননি তা বেশ বুঝা গেলো। কারণ, একবার মাত্র কটমট করে ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে তিনি বুড়ো মালি টেইলরের সঙ্গে বাতের একটা ওষুধ নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। ততক্ষণে ক্যাপ্টেন তার গানে খুব মেতে উঠেছে। ঘরে কেউ কথা বলুক এটা তার পছন্দ হচ্ছিলো না। সে টেবিলের ওপর হাত চাপড়ালো জোর করে, যেন সবাইকে ধমক দিয়ে।

একমাত্র ডাঃ লিভ্‌জি ছাড়া আর সবাই চুপসে গেলো। ডাক্তার আগের মতোই তাঁর পাইপ টানতে টানতে মালির সঙ্গে বাতের ওষুধ সম্বন্ধে কথা বলতেই লাগলেন। ক্যাপ্টেন মুহূর্তের জন্যে সেদিকে তাকিয়ে আবার সজোরে টেবিলের ওপর হাত চাপড়ে কর্কশ ভাবে চিৎকার করে উঠলো ঃ সবাই চুপ করো। একটা কথাও কেউ বলবে না।

ঃ জনাব কি আমাকে কিছু বলছেন? জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার লিভ্‌জি। বোম্বেটে ক্যাপ্টেন বললো, কথাটা তাকেই বলা হচ্ছে। ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন ঃ তোমাকে শুধু একটি কথা বলে দিতে চাই। তুমি যদি এভাবে মদ গিলতে থাকো তা'হলে তোমার মতো একটা ইতরের হাত থেকে দুনিয়াটা সহসাই মুক্তি পাবে।

ডাক্তারের এ কথা শুনে ক্যাপ্টেন বারুদের মতো জ্বলে উঠলো। এক লাফে দাঁড়িয়ে সে একটা ছোরা বের করে ডাক্তারকে শাসাতে লাগলো ঃ এখনই তোকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছি।

www.BanglaBook.org

ডাক্তার কিন্তু এতটুকুও উত্তেজিত হলেন না। তিনি তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আগের মতোই শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ তুমি যদি এখনই তোমার ঐ ছোরা পকেটে না রাখো, তাহলে তোমাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে ছাড়বো।

কিছুক্ষণ দু'জনে দু'জনের দিকে কটমট করে তাকালো। শেষে ক্যাপ্টেন ছোরাটা ফেলে লাঠির-ঘা-খাওয়া কুকুরের মতো বসে গোঁ গোঁ করতে লাগলো।

ডাক্তার আবার বলতে লাগলেন ঃ জেনে রাখবে, তোমার মতো একটা লোক যে আমাদের এই এলাকায় আছে তা এই প্রথম জানলাম। এরপর রাত-দিন তোমার ওপর আমার নজর থাকবে। আমি শুধু ডাক্তার নই, আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট। যদি আজকের রাতের মতো সামান্য কোনো রকম বেয়াদবির অভিযোগ আমার কানে কখনও আসে, তবে জেনে রাখো, তোমার কপালে দুঃখ আছে। আশা করি এর বেশি তোমাকে বলতে হবে না।

একটু পরেই ডাক্তারের ঘোড়া এসে গেলে তিনি চলে গেলেন। এ ঘটনার পরে ক্যাপ্টেন অনেক দিন চুপচাপ কাটিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালো কুকুরের আগমন

এর কিছুদিন পরে রহস্যজনক প্রথম ঘটনাটা ঘটলো। যার ফলে আমরা ক্যাপ্টেনের হাত থেকে রেহাই পেলাম। অবশ্য অচিরেই আমরা বুঝতে পারলাম সে কিছু একটা পেছনে রেখে গেছে। যার জন্যে আমাদের বেশ ভুগতে হলো। সেবার খুব কনকনে শীত আর বরফ পড়ছে। বাবার অসুখটাও হঠাৎ বেড়ে গেলো। সরাইখানা দেখাশোনা করার দায়িত্ব মায়ের ওপর। একদিন ভোর বেলা মা বাবার কাছে বসেছিলেন। জানুয়ারি মাসের এক সকাল। ক্যাপ্টেন রোজকার মতোই তার দূরবীন বগলে করে বেরিয়ে গেছে সাগরের দিকে। নীল রংয়ের কোটের নিচে তার ছোরাটা। আমি ক্যাপ্টেনের জন্যে প্রাতঃরাশের টেবিল সাজাতে ব্যস্ত। এমন সময় বৈঠকখানার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো একজন লোক। জীবনে কখনো তাকে চোখে দেখিনি। লোকটার চেহারা ফ্যাকাশে। সারা শরীর ফোলা ফোলা। লোকটার বাঁ হাতের দু'টো আঙ্গুল নেই। কোমরে যদিও ছোট্টো একটা ছোরা ঝুলছে, তবু সে আদৌ ছোরা চালাতে পারে বলে মনে হয় না। এক ঠ্যাঙওয়ালা লোকের খোঁজ রাখার কথা আমার। আর খালাসিদের। একে ঠিক খালাসি মনে হয় না।

কি খেতে চায় সে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে বললো, সে একটু মদ চায়। কিন্তু আমি যখন মদ আনতে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, সে তখন একটা টেবিলের ওপর বসে ইশারা করলো আমাকে তার কাছে এগিয়ে যেতে। আমার হাতে তোয়ালে। আমি আমার জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইলাম।

তাই দেখে সে বললো ঃ এদিকে এসো, বাবা, আমার কাছে এসো!

আমি এক পা এগিয়ে গেলাম।

সে কেমন এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ এ টেবিলটা কি আমার বন্ধু বিলের জন্যে সাজিয়েছো?

বললাম ঃ বিল নামে কাউকে আমি চিনি না। এটা যার জন্যে সাজিয়েছি তাকে আমরা ডাকি ক্যাপ্টেন বলে।

লোকটা তখন বলে উঠলো ঃ হাঁ, আমার বন্ধু বিলকে ক্যাপ্টেনও বলতে পারো তোমরা। আমি তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবো না। তার গালে একটা কাটা দাগ। দাগটা তার ডান গালে। বন্ধু বিল কি এখন বাড়িতে আছে?

বললাম ঃ সে বাইরে বেড়াতে গেছে।

ঃ কোন্ দিকে? কোন্ দিকে বেড়াতে গেছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি সাগর সৈকতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলাম। সে খোলা দরজা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইলো যেমন করে বিড়াল চেয়ে থাকে ইঁদুর ধরার আশায়। আমি একবার ঘর থেকে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে ভেতরে ডাকলো। যেতে একটু দেরি হতেই তার মুখ চোখের ভাব হঠাৎ বদলে গেলো। মেজাজ খারাপ করে সে বলে উঠলো ঃ তুমি ছেলে ভালো। তবে কিনা যদি বিলের জাহাজে কাজ করতে তা'হলে দু'বার কোনো কথা বলবার অপেক্ষা করতে না। বিল তা সহ্য করার মতো পাত্রই নয়। ঐ আমার বন্ধু বিল আসছে তার দূরবীন বগলদাবা করে। চলো তুমি আর আমি গিয়ে বৈঠকখানায় দরজার আড়ালে দাঁড়াই। বিলকে একটু অবাক করে দেবো। প্রভু তার মঙ্গল করুন!

কথাগুলো বলে লোকটা আমাকে নিয়ে খোলা দরজাটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো আমার তখন ভয়ানক অস্বস্তি আর ভয় লাগতে লাগলো। বিশেষ করে লোকটা নিজেও যখন ভয় পেয়েছে বলেই মনে হলো তখন আমার ভয়টা আরও বেড়ে গেলো। সে তার খাপে ছোরার বাটের বাঁধুনি আলগা করে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ঢোক গিলতে লাগলো।

অবশেষে ক্যাপ্টেন এসে সরাইখানায় ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে কোনো দিকে না তাকিয়ে নিজের খাবারের টেবিলের দিকে গেলো। ঠিক এমনি সময়ে আগন্তুক জোর গলায় ডাক দিলো ঃ বিল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। ভূত দেখে ভয় পাওয়ার মতো হয়ে গেলো তার চোখ মুখের হাবভাব। দেখে সত্যিই আমার মায়া হলো। লোকটার চেহারা মহূর্তের মধ্যে বদলে গেলো।

ঃ আরে বিল, তোমার পুরানো জাহাজি দোস্তকে চিনতে পেরেছো আশা করি। আগন্তুক বললো।

ক্যাপ্টেন রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললো ঃ কালো কুত্তা!

ঃ তাছাড়া আর কে? সেই চির পরিচিত কালো কুকুরই এসেছে এই এডমিরাল বেনবোতে তার পুরানো বিলি বোনসের সঙ্গে দেখা করতে। কতোদিন ধরে কতো কিছুই না দেখলাম আমরা।

ঃ তা তো বুঝলাম। কিন্তু কারণটা কি বলতে পারো? আমার তো যা সর্বনাশ করার করেছো। এখন আর কি চাই?

ঃ থাক থাক, বিলি। একগ্লাস মদ খাবো এই ছেলেটির কাছ থেকে। বড়ো ভালো ছেলে। তারপরে তোমার সঙ্গে বসে সেই পুরানো দিনের মতো গল্প করবো। আড্ডা দেবো। হিশেব নিকেশ মেলাবো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তাদের দু'জনার জন্যে মদ এনে দিয়ে চলে এলাম। ওরা দু'জন ব্রেকফাস্ট টেবিলের দু'দিকে বসেছে।

কালা কুত্তা বসেছে দরজার কাছে। বুঝলাম প্রয়োজনে পালাবার পথ সে খোলা রেখেছে। দরজাটা কালা কুত্তার নির্দেশে বন্ধ করে দিতে হলো। তাই তারা কি বলছে শুনতে খুব ইচ্ছে হলেও প্রথমে কিছুই শুনতে পেলাম না। তারপরে অবশ্যি বকাঝকা শুরু হলো। ক্যাপ্টেন বলে উঠলো ঃ না, না, না, এ ব্যাপারের এখানেই শেষ। দর কষাকষি আমার দু'চোখের বিষ। এই আমার শেষ কথা।

এর পরেই শুনতে পেলাম চেয়ার টেবিল ওলট পালট হওয়ার শব্দ আর চিৎকার। পর মুহূর্তেই কালো কুকুরকে দেখলাম দৌঁড়ে বের হয়ে যেতে। ক্যাপ্টেনকে দেখলাম তাকে ধাওয়া করতে। দু'জনার হাতেই খোলা ছোরা। কালো কুকুরের কাঁধের বাঁ দিকে একটা ক্ষত। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেই ক্ষত স্থান থেকে।

রাস্তায় বেরিয়ে কালো কুকুর তার কাঁধের জখম নিয়েই পাহাড়ের আড়ালে পালিয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সাইন বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে দু' চারবার চোখ মুছে ঘরে ফিরে এলো। এসেই হাঁক দিয়ে আমাকে আদেশ দিলো ঃ জিম, মদ নিয়ে এসো। এখানে আমার থাকার দিন শেষ হলো।

মদ আনতে ছুটে গেলাম আমি। কী বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটে গেলো! আমার হাত কাঁপতে লাগলো। ফলে একটা গ্লাস ভেঙ্গে ফেললাম। আর কলের মুখটায় ময়লা লেগে গেলো।

আমি দৌড়ে মদ নিয়ে ফিরে আসতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় পেছনে শুনতে পেলাম ভারি একটা কিছু পতনের শব্দ। তাড়াতাড়ি আবার দৌড়ে বসবার ঘরে এসে দেখলাম, ক্যাপ্টেন চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়! ঠিক সেই সময়ে আমার মা-ও ওপর থেকে সেখানে এসে হাজির। নিচে ঝগড়া আর চিৎকারের শব্দ পেয়ে তিনি ছুটে এসেছেন। আমরা দু'জনে ধরে ক্যাপ্টেনের মাথাটা উঁচু করলাম। সে তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো। চোখ তার বন্ধ, মুখের দিকে চাইলে ভয় হয়। মুখের রং আর চেহারার কথা বলার মতো নয়। একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে আছে। মার চোখে পানি এসে গেলো। বললেন ঃ হায় হায়, আমাদের বাড়িতে এ কী অনাছিষ্টি কাণ্ড ঘটলো! আর এখন তোমার বাবাও বিছানায় পড়া। কী যে করি!

আমি মদ এনে তার মুখে দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার দু'পাটি দাঁত এমন ভাবে লেগে আছে যে কিছুতেই মুখ সামান্য ফাঁকও করা গেলো না। এমন সময়

www.BanglaBook.org

দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলেন ডাক্তার লিভ্‌জি। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। তিনি এসেছিলেন বাবাকে দেখতে।

তাঁকে দেখেই মা বলে উঠলেন ঃ আঃ বাঁচলাম। দেখুন তো কি করা যায়? কোথায় এ বুড়ো জখম হয়েছে। কী এক উটকো ঝামেলায় পড়া গেলো!

ঃ জখম হয়েছে? পাজিটার খেলা তা হলে শেষ। ডাক্তার বলে উঠলেন। তারপর ক্যাপ্টেনকে পরীক্ষা করে বললেন ঃ না ব্যাটার বেশি জখম হয়নি। মিসেস হকিন্স আপনি বরং ওপরে আপনার স্বামীর কাছে যান। তাকে এসব কিছু বলবেন না। দেখি শয়তানটার আমি কি করতে পারি। জিম, ছোট্টো একটা গামলা নিয়ে এসো।

আমি গামলা নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম, ডাক্তার ক্যাপ্টেনের জামার একটা আস্তিন ছিঁড়ে ওর পেশিবহুল হাত বের করে রেখেছেন। ক্যাপ্টেনের বাহুতে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে উল্কি আঁকা—একটা লোক ঝুলছে ফাঁসি কাঠ থেকে। ছবিটা বেশ কায়দা করে আঁকা। ডাক্তার লিভ্‌জি উল্কিটায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ বাঃ নিজের ভাগ্য দেখছি নিজেই এঁকে রেখেছো। দেখা যাক তোমার রক্তের রংটা কি? আমাকে বললেন ঃ রক্ত দেখলে ভিরমি খাবে না তো? তাহলে এই গামলাটা ধরো।

এই বলে তিনি তাঁর ছুরি বের করে ক্যাপ্টেনের হাতের একটা শিরা কেটে ফেললেন। পাত্রে বেশ খানিকটা রক্ত পড়বার পরে ক্যাপ্টেন ঘোলা ঘোলা চোখ মেলে চারদিকে তাকাতে লাগলো হতভম্বের মতো। ডাক্তারকে সে চিনতে পারলো। আমাকে দেখে মনে হয় ভরসা পেলো। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ঃ কালো কুত্তাটা কোথায়?

ডাক্তার জবাব দিলেন ঃ কালো কুত্তা! তুমি ছাড়া এখানে কেউ নেই। ইচ্ছে না থাকলেও অনেক কষ্টে তোমাকে কবরের ভেতর থেকে টেনে বের করেছি। এখন একটু উঠতে চেষ্টা করো, তোমাকে তোমার বিছানায় রেখে আসি।

অনেক কষ্টে দু'জনে তাকে ওপরে নিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সে বেহুঁশের মতো পড়ে রইলো। ক্যাপ্টেনকে ডাক্তার লিভ্‌জি বললেন ঃ শোনো বিলি বোনস, না কি যেন তোমার নাম? আর ভুলেও মদের নাম মুখে আনবে না। খেয়েছো কি মরেছো। বুঝেছো তো?

কথাগুলি বলে তিনি বাবাকে দেখতে ঘর থেকে বের হয়ে আমাকে বললেন ঃ যথেষ্ট রক্ত শরীর থেকে বের করে দিয়েছি। এখন কমপক্ষে এক হপ্তা ব্যাটা বিছানায় পড়ে থাকবে। এ ক'টা দিন তুমি বিশ্রাম পাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালো ছাপ

দুপুরের দিকে আমি ওষুধ নিয়ে ক্যাপ্টেনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক যে ভাবে তাকে আমরা শুইয়ে রেখে গেছি তখনও প্রায় তেমনি ভাবে সে পড়ে আছে। শুধু মাথাটা বালিশের ওপর সামান্য ওঠানো। তাকে বেশ দুর্বল মনে হলো। কিন্তু হলে কি হবে তেজ ঠিকই আছে।

আমার কাছে ক্যাপ্টেন এক গ্লাস মদ চাইলো। কিন্তু মদ দিতে ডাক্তারের নিষেধ আছে বলতেই সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললো ঃ জাহান্নামে যাক ডাক্তার। সোনা আমার, শুধু এক গ্লাস মদ আমাকে দাও। আমি তোমাকে একটা সোনার গিনি দেবো। আমি তাকে এক গ্লাস মদ দিয়ে বললাম ঃ আমাকে গিনি দিতে হবে না। বাবার কাছে তোমার যে দেনা আছে তা শোধ করে দিলেই আমি খুশি। মদ পেটে যেতেই সে বলে উঠলো ঃ বলতো ডাক্তার কি বললো? এভাবে ক'দিন আমাকে পড়ে থাকতে হবে?

ঃ কম পক্ষে এক সপ্তাহ!

শুনেই সে চিৎকার করে উঠলো ঃ এক সপ্তাহ! আমাকে দিয়ে তা হবে না। ততোদিনে ওরা আমার ওপর কালো ছাপ লাগিয়ে দেবে। সব ফাঁস হয়ে যাবে। নচ্ছার জাহাজিগুলি তো এখন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটছে। একবার পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারলে মজা দেখিয়ে দেবো।

একটু থেমে আবার বললো ঃ জিম, তুমি কি ঐ জাহাজি লোকটাকে আজ দেখেছো?

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কাকে, কালো কুত্তাকে?

ঃ হ্যাঁ, কালো কুত্তা। ভয়ানক বাজে লোক। যে ওকে পাঠিয়েছে সে আরো বাজে। দেখো জিম, যদি আমি পালাতে না পারি, আর এরই মধ্যে ওরা এসে কালো ছাপ দিয়ে যায়, মনে রেখো, ওদের নজর আমার ঐ জাহাজি সিন্দুকটার ওপর। তুমি একটা ঘোড়া জোগাড় করে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলবে অন্ততঃ বারোজন লোক নিয়ে আসতে, সাথে থাকবে ম্যাজিস্ট্রেট, আর বুড়ো ফ্লিন্টের জাহাজের সব পুরানো লোক লস্কর। আমিই ফ্লিন্টের প্রথম মেট—হ্যাঁ আমিই—আর আমিই একমাত্র লোক সেই জায়গাটা চিনি। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের মৃত্যুর পর সে সব দায় দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করে। কিন্তু কালো ছাপ জারি না করা অবধি সে কথা তুমি কাউকে বলবে না। সেই কালো কুত্তাকে কিম্বা এক ঠ্যাঙওয়ালা খালাসিকে—কাউকে বলবে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কালো ছাপ জিনিশটা কি, ক্যাপ্টেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঃ সেটা এক রকমের হুলিয়া। তোমাকে তা পরে বলবো। যদি ওরা ওটা পাঠায়। তুমি কিন্তু সব সময় খেয়াল রাখবে জিম। আমি কসম খেয়ে বলছি তোমাকে সমান ভাগ দেবো।

সে আরও কিছুক্ষণ কথা বললো। এতোক্ষণ কথা বলে ক্যাপ্টেন চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলো। তার কণ্ঠস্বর ক্রমশ নিচু হয়ে আসছিলো। ক্যাপ্টেনকে পাউডারটা খাইয়ে দিতেই সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো। আমি চলে এলাম। যা করেছি তা ভালো করলাম না খারাপ করলাম বুঝতে পারলাম না।

আমার দুর্ভাগ্য, হঠাৎ সেদিনই বিকেলে বাবা মারা গেলেন। ফলে সবকিছু একদিকে সরিয়ে রাখতে হলো। তাঁর মৃত্যুর ফলে সংসারে ঘটলো বিপর্যয়। আমরা সবাই শোকাচ্ছন্ন, পাড়া-প্রতিবেশিরা আসতে লাগলো দেখা করতে, সমবেদনা জানাতে। বাবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে সঙ্গে সরাইখানা চালু রাখা, সব কিছু মিলে সারাক্ষণ আমাকে এতোটা ব্যস্ত থাকতে হলো, যে ক্যাপ্টেনের বিষয়ে চিন্তা করার সময়ই পেলাম না।

পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন নিজেই নিচে নেমে এলো। অন্যদিনের মতো খাওয়া-দাওয়া করলো। তবে পরিমাণে একটু কম। কিন্তু খাবারের চেয়ে মদ খেলো বেশি। সে তার নাক আর মুখ দিয়ে এমন বিশ্রী আওয়াজ করছিলো যে কেউ তাকে ঘাটাতে সাহস পেলো না।

সে খুব দুর্বল। কিন্তু হলে কি হবে যখন তখন ছোরাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখে। অন্য মানুষকে সে পাত্তাই দেয় না।

বাবাকে কবর দেয়ার পরের দিন বেলা আনুমানিক তিনটার দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন বিকেলে আমি সরাইখানার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। বাবার শোকে মন ভেঙ্গে গেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম রাস্তা দিয়ে একটা লোক এদিকেই আসছে। দেখলে বুঝা যায়, লোকটা অন্ধ। কারণ লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে রাস্তা ঠাহর করে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলো। তার চোখ আর নাক ঢাকা সবুজ এক টুকরো কাপড়ের পট্টিতে, হাঁটছে কুঁজো হয়ে। গায়ে তার জাহাজিদের ছেঁড়া একটা কোট। কোটের সঙ্গে ঢাকনাওয়ালা টুপি। এ পোশাকে লোকটাকে ভীষণ কুৎসিত দেখাচ্ছিলো। এমন ভয়ঙ্কর লোক এর আগে আমার জীবনে আর আমি দেখিনি। সরাইখানার একটু দূরে থেমে সে অদ্ভুত কণ্ঠে বলে উঠলো ঃ ইংলন্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে চোখ হারিয়েছে সেই অন্ধ নাচার আমি স্বদেশের কোন অংশে এসে দাঁড়িয়েছি, কোনো সদয় ব্যক্তি কি দয়া করে বলে দেবেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললাম ঃ তুমি এখন ব্ল্যাক হিল কোভ পল্লীর এডমিরাল বেনবো নামক সরাইখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা তখন বললো ঃ একটি বালকের কণ্ঠস্বর কানে এলো যেনো। তুমি কি আমার হাত ধরে সরাইখানার ভেতরে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই সেই কুৎসিত লোকটা সাঁড়াশির মতো আমার হাত চেপে ধরলো। আমি হাত ছাড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু অন্ধ লোকটা এক ঝটকায় আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠলো ঃ এবার আমাকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চলো।

ঃ সেখানে নিয়ে যাবার সাহস আমার নেই। আমি বললাম।

একথা বলতেই লোকটা বললো ঃ যা বলছি তাই করো। এখ্খুনি নিয়ে চলো ভেতরে, নইলে তোমার ঘাড় মটকে দেবো।

এই বলে আমার হাতে সে এমন চাপ দিলো যে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম ঃ তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। তোমার ক্যাপ্টেন আর আগের সেই মানুষ নেই। সে এখন মস্ত একটা খোলা ছোরা হাতে নিয়ে বসে থাকে। আরও এক ভদ্রলোক—

ঃ যা বলছি তাই করো। কথা না বলে শিগ্গির চলো।

একটা অন্ধ লোক এমন কর্কশ ও নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে কথা বলতে পারে এর আগে কখনো আমি শুনিনি। হাতের ব্যথার চেয়েও আমার মনে ভয় হলো বেশি। তার আদেশ অমান্য করবো এমন সাহস তখন আমার নেই। সোজা আমি বৈঠকখানায়, ডাকাত ক্যাপ্টেন যেখানে মদ খেয়ে বসে ঝিমুচ্ছিলো সেদিকে রওয়ানা দিলাম।

অন্ধ বুড়োটা চলছিলো তার শরীরের সমস্ত ভার আমার ওপরে ছেড়ে দিয়ে। যেতে যেতে সে বললো ঃ সোজা আমাকে নিয়ে চলো তার কাছে। তার সামনে দাঁড়িয়েই তাকে বলবে ঃ এই যে বিল, তোমার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। আর যদি না বলো তাহলে—

এই বলে আমার হাতটা এমনভাবে মুচড়ে দিলো যে, মনে হলো আমি যেন অজ্ঞান হলে গেলাম। অন্ধ লোকটার ভয়ে আমি এমন অস্থির হয়ে পড়লাম যে ক্যাপ্টেনের ভয়ের কথা ভুলে গেলাম। দরজাটা খুলে দিয়েই আমি তার শেখানো কথাগুলি কোনো রকমে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলাম।

হতভাগা ক্যাপ্টেন একবার চোখ তুলে চাইলো। লোকটাকে এক নজর দেখেই তার মদের নেশা কেটে গেলো। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে রইলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার দৃষ্টিতে ভয়ের চেয়েও অসহায়তার ছাপ বেশি করে ফুটে উঠলো। সে উঠতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ওঠার মতো শক্তিও তার শরীরে তখন আর বাকি নেই।

অন্ধ লোকটা তখন বললো ঃ যেখানে বসে রয়েছো, সেখানেই থাকো বিল। চোখে দেখতে পাইনে বটে, কিন্তু আঙ্গুলটি নাড়লে আমি শুনতে পাই। হ্যাঁ, কাজ শেষ করা যাক এবার। দেখি তোমার ডান হাতখানা। তুমি ছোকরা, ওর ডান হাতের কব্জিটা ধরে আমার দিকে এগিয়ে দাও তো!

ক্যাপ্টেন আর আমি দু'জনেই অন্ধের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। দেখলাম, ক্যাপ্টেন হাতখানা এগিয়ে দিতেই কি যেনো একটা কাগজ অন্ধ লোকটা তার হাতে গুঁজে দিলো। কাগজটা হাতে নিতেই ক্যাপ্টেন হাতের মুঠো বন্ধ করলো।

অন্ধ তখন বললো ঃ ব্যাস আমার কাজ শেষ।

বলেই সে হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ভালো মানুষের মতোই ঠিক ঠিক পা ফেলে ঘর থেকে অনায়াসে আবার রাস্তায় বেরিয়ে গেলো। বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে তার লাঠির ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আমাদের যেনো জ্ঞান ফিরে এলো। ক্যাপ্টেনের হাতটা এতোক্ষণ আমার হাতের মুঠোয় ধরাই ছিলো। এবার তার হাত ছেড়ে দিলাম। এদিকে ক্যাপ্টেন তার হাতের তালুতে ধরা কাগজটার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েই চিৎকার করে উঠলো ঃ রাত দশটা। ছ'ঘন্টা এখনও বাকি।

বলেই সে উঠে দাঁড়ালো। টলতে টলতে দাঁড়িয়ে নিজের হাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরলো। তারপর কী রকম ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে ধপাস্ করে পড়ে গেলো মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে।

মাকে ডাক দিয়ে তাড়াতাড়ি আমি বুড়োর কাছে ছুটে গেলাম। কিন্তু ছুটোছুটি করেও কোনো লাভ হলো না। চোখের পলকে মৃত্যু ঘটে গেলো। মাথায় রক্ত উঠে ক্যাপ্টেন অক্কা পেলো।

লোকটাকে আমি এতোদিন একটুও পছন্দ করিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য! আজ এমনভাবে তার মৃত্যু হতে দেখে তার জন্যে সত্যি বড়ো দুঃখ হতে লাগলো। চোখে পানি এসে গেলো। লোকটাকে যদিও আমি দেখতে পারতাম না, কিন্তু ইদানিং তাকে এক আধটু সহ্য হতো। বাবার মৃত্যুর শোক ভোলার আগে আর একটা মৃত্যু দৃশ্য দেখতে হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমুদ্র সিন্দুক

ঘটনা যা ঘটে গেলো মা-কে এবার সব খুলে বললাম। মনে হলো, আরো আগেই তাঁকে সব বলা দরকার ছিলো। কারণ আমরা বেশ বড় ধরনের বিপদে পড়ে গেছি। ক্যাপ্টেন বলেছিলো তার কিছু হলে ডাক্তার লিভ্‌জিকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে। আমি যেতে পারি, কিন্তু তা হলে মা'কে একলা থাকতে হবে। তারপর দু'জনে পরামর্শ করে গেলাম পাড়াপড়শিদের কাছে সাহায্য চাইতে। বাইরে তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের নাম তাদের অনেকেরই খুব ভালো ভাবে জানা ছিলো। সেই ক্যাপ্টেনের ভয়ে পুরুষ মহিলা কেউ আমাদের সাথে আসতে রাজি হলো না।

গ্রামের কোনো কোনো লোক যারা অন্য কাজে এডমিরাল বেনবো পার হয়ে আরো দূরে গিয়েছে তাদের তখন মনে পড়লো, সেখানে নাকি তিন দেশি অপরিচিত মানুষের আনাগোনা তারা লক্ষ্য করেছে। তাদের ধারণা, লোকগুলি চোরাবাজারি, পালিয়ে সেখানে এসেছে। একজন বললো, কিট্‌জ হোল-এর বাড়িতে ওরা পালতোলা ছোটো একটা জাহাজও দেখেছো। কে জানে, ওরা হয়তো ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের দোসর। এই সন্দেহে ওরা ভয়ে আধমরা হয়ে গেলো। এডমিরাল বেনবোতে ভয়ে যেতে রাজি না হলেও ওরা আমাদের সঙ্গে ডাঃ লিভ্‌জির বাড়ি পর্যন্ত যেতে রাজি হলো। তাদের এ ভয় দেখে মা বললেন ঃ তোমরা কেউ যদি না যাও আমি আর জিম যাবো। গিয়ে দেখবো সিন্দুকের ভেতরে কি আছে। তাতে যদি মরতে হয় তো মরবো। কাজ নেই তোমাদের মতো ভীতু কাপুরুষদের গিয়ে। অমনিতেই তোমাদের ধন্যবাদ। আর মিসেস ক্রসলি তোমার থলেটার জন্যে ধন্যবাদ। ওটাতে আমাদের পাওনা নিয়ে আসবো।

তাড়াতাড়ি করে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। এতোক্ষণে যেন আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু লাশটার কথা ভেবে অন্ধকারে আমার কেমন ভয়ে গা ছমছম করতে লাগলো। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। মা বললেন, জানালা বন্ধ করতে। কি জানি কেউ কোথাও দেখে ফেলবে কিনা। একটা মোমবাতি জ্বেলে তিনি আমার হাত ধরে এগিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেনের লাশটা যেখানে পড়েছিলো ঠিক সেখানেই পড়ে আছে চিৎ হয়ে। একটা হাত এক পাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। চোখ দু'টি খোলা।

মা বললেন ঃ জিম, কালো পর্দাগুলি নামিয়ে দে। নইলে বাইরে থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। সিন্দুকের চাবিটা কোথায় খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু কে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোবে লাশটা? চাবিটা তো ওর কাছে? কথাগুলি বলতে বলতে মা যেন কেমন কান্নার শব্দ করলেন।

আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম ক্যাপ্টেনের লাশের পাশে। বসে চাবি খুঁজতে লাগলাম। লাশটার হাতের কাছেই দেখলাম এক টুকরো গোল কাগজ পড়ে আছে। খুলে দেখলাম, কাগজের অন্য পৃষ্ঠায় গোটা গোটা হরফে লেখা ঃ আজ রাত দশটা পর্যন্ত তোমার সময়।

ঠিক এমনি সময়ে ঘড়ি বেজে উঠবার শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম। তবে আপাতত ভয়ের কোনো কারণ নেই। তখন মোটে ছ'টা বেজেছে।

মা তাড়া দিয়ে বললেন ঃ জিম, চাবিটা তাহলে খোঁজো।

আমি একে একে ক্যাপ্টেনের পকেটগুলি খুঁজে দেখতে লাগলাম। কিন্তু পকেটে কয়েকটা খুচরো মুদ্রা, সেলাই করার সময় আঙুলে পরার পেতলের টুপি, একটা বড়ো সুঁচ, দড়ির মতো মোচড়ানো খানিকটা তামাকের পাতা, একটা বড়ো ছুরি, একটা পকেট কম্পাস আর একটা চকমকি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেলো না। ভীষণ হতাশ হয়ে গেলাম আমি। তাহলে সিন্দুকের চাবিটা কোথায়?

মা তখন বললেন ঃ চাবি ওর গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে কিনা একবার দেখো তো। ওখানে থাকতেও পারে।

অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ওর শার্টের গলাটা ছিঁড়ে ফেললাম। মা-র ধারণাই সত্যি। গলায় কালো সুতোয় ঝুলানো পেলাম চাবিটা। ওরই ছুরি দিয়ে সুতোটা কেটে চাবিটা নিয়ে মা সিন্দুকের ডালা খুলে ফেললেন। তামাক আর আলকাতরার মতো কড়া ঝাঁজ নাকে লাগলো। সিন্দুকে রয়েছে একটা নতুন স্যুট আর নানা রকম টুকিটাকি জিনিশ, যেমন—কম্পাস, টিন, পুরানো স্প্যানিশ ঘড়ি, খাপে ভরা দু'টা পিস্তল আর কয়েকটা আজে বাজে জিনিশ। দামি কিছুই নেই। মেজাজই বিগড়ে গেলো। হতচ্ছাড়া এই সব আজেবাজে জিনিশ বয়ে বেড়াতো কেন?

তারপর সিন্দুকের তলার দিকে রাখা একটা পুরানো আলখাল্লা তুলে পেলাম অয়েল ক্লথ দিয়ে মোড়া একটা বাণ্ডিল আর একটা ক্যানভাসের থলে। থলেটা নাড়তেই ঝন্ ঝন্ শব্দ পেলাম। বুঝতে পারলাম, ওর ভেতরে রয়েছে টাকা-পয়সা, স্বর্ণ মুদ্রা।

মা বললেন ঃ পাজি লোকগুলিকে দেখিয়ে দেবো যে আমি চোর নই। আমার যা পাওনা শুধু তাই নেবো। এক কানাকড়িও বেশি নয়। জিম, তুই মিসেস ক্রসলির থলেটা ধরতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যানভাসের থলে থেকে আমার ধরে থাকা থলেতে স্বর্ণমুদ্রা গুণে গুণে দিতে লাগলেন মা। এতে অনেক সময় লাগছিল। কারণ মুদ্রাগুলি ছিলো নানা দেশের, নানা আকারের এবং মূল্যমানের।

অর্ধেক গোনা হয়েছে এমন সময় একটা শব্দ এলো আমার কানে। সেই অন্ধটার লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দ। শব্দটা ক্রমেই রাস্তা ধরে কাছে এগিয়ে এসে সরাইখানার দরজায় থামলো। দু'জনেই আমরা তখন বসে আছি নিঃশ্বাস বন্ধ করে। দরজার কাছে এসে সেই শব্দ থেমে গেলো। পরে শুনতে পেলাম দরজায় ঘা দেয়ার শব্দ। শোনা গেলো হাতল টানাটানির শব্দ। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে আবার সেই ঠক্‌ঠক্ শব্দ। তবে এবার সে শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো দূরে।

মাকে বললাম ঃ চলো সবটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ি। এখানে থাকা নিরাপদ হবে না।

আমি জানতাম ভেতর থেকে দরজা বন্ধ দেখলেই ওদের সন্দেহ হবে। দল বেঁধে চলে আসবে ওরা। কিন্তু মাকে নিয়েই যতো ঝামেলা। তিনি তাঁর পাওনার বেশি একটি পয়সাও নিতে নারাজ। বললাম ঃ চলো, যা পেয়েছি তা নিয়েই চলে যাই।

খালি সিন্দুকের কাছে মোমবাতিটা রেখে আমরা অন্ধকারে পথ খুঁজে নিচে নামলাম। তারপর দিলাম ভোঁ দৌড়।

আর একটু হলেই বিপদ ঘটে যেতো। কুয়াশার মধ্যেও আমরা ধরা পড়ে যেতাম। কারণ, তখন দূরে কয়েকজনের পায়ের শব্দ শোনা গেলো। শব্দ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। যারা আসছে তাদের হাতে বাতি ধরা।

কাগজের বান্ডিলটা হাতে নিয়ে আমি বললাম ঃ আমি নেবো এটা।

মা তখন বললেন ঃ টাকাগুলো সব তোর কাছে নিয়ে পালিয়ে যা। আমি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো।

আমার মনে হলো, এই আমাদের শেষ। আর বাঁচবার আশা নেই। ভাগ্যিস তখন ছোটো একটা সাঁকোর কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। মাকে কোনো রকমে টেনে টুনে সেই সাঁকোর নিচে এনে রাখলাম। এতো শক্তি আমার গায়ে সেদিন কোথা থেকে এলো তা আজও বুঝতে পারি না।

সাঁকোটা নিচু বলে বেশি ভেতরে ঢোকা গেলো না। কোনো রকমে নিজেদেরকে আড়াল করে রাখলাম। আপাতত এরচেয়ে ভালো কিছু করার উপায় নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্ধের অন্তিম দশা

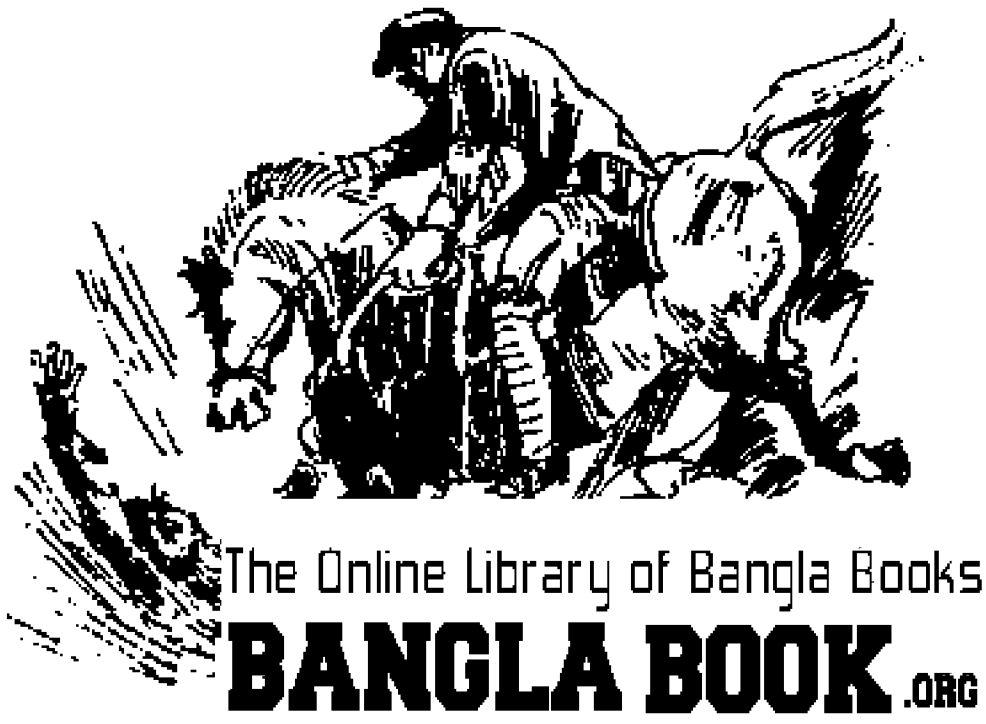

ভয়ের চেয়েও আমার মনে তখন কৌতূহল বেশি। যেখানে ছিলাম সেখানে বেশিক্ষণ লুকিয়ে চুপচাপ থাকতে মন চাইছিলো না। একটু পরেই বাঁধের ওপর উঠে এলাম। একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে দেখলাম সেখান থেকে আমাদের হোটেলের সামনের রাস্তাটি স্পষ্ট দেখা যায়। ঝোঁপের আড়ালে ভালো মতো লুকোবার আগেই দেখতে পেলাম সাত আটজন লোক আসছে। লণ্ঠন হাতে লোকটা সবার আগে। পেছনে তিনজন লোক হাত ধরাধরি করে ছুটে আসছে। তখন কুয়াশায় ঢেকে আছে চারদিক। তবু অনুমান করলাম, মাঝের লোকটাই সেই অন্ধ ভিখিরিটা। তার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, আমার অনুমান সঠিক। সরাইখানার সামনে পৌঁছেই সে চিৎকার করে উঠলো ঃ দরজা ভেঙ্গে ফেলো।

কিন্তু দরজা ভাঙ্গার দরকার হলো না, কারণ, দরজা খোলাই ছিলো। তাই দেখে সবাই একটু অবাক হলো। অন্ধ লোকটা তাদের তাড়া দিয়ে উঠলো ঃ আবার দেরি কেন? চল, চল, জলদি ভেতরে ঢোক!

চার পাঁচ জন একসঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লো। অন্ধটার সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো দু'জন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অবাক কণ্ঠে কে যেন ভেতর থেকে চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ বিল তো খতম হয়ে গেছে।

অন্ধ ভিখিরি সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললো ঃ হতভাগার দল, দাঁড়িয়ে কি মজা দেখছিস? দু'জনে লাশটা তালাশ করে দেখ। বাকি যে ক'জন ভয়কাতুরে আছিস সিন্দুকটা ধরে নিচে নামিয়ে আন।

সিঁড়িতে ওদের পায়ের দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আর শুনতে পাচ্ছিলাম জানালার কাচ ভাঙ্গবার শব্দ। তখন একজন জানালা দিয়ে মাথা বের করে রাস্তায় দাঁড়ানো লোকদের বললো ঃ পিউ, আমাদের আগেই দেখছি কারা যেনো এসে কল্লা ফতে করে গেছে। সিন্দুক খোলা পড়ে আছে। ভেতরের সবকিছু ওলট পালট অবস্থায় পড়ে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্ধ ভিখিরি পিউ চিৎকার করে উঠলো ঃ সিন্দুকটা আছে তো?

ওপর থেকে জবাব এলো ঃ টাকাপয়সা ঠিকই আছে।

অন্ধ পিউ রেগে বললো ঃ নিকুচি করি তোর টাকাপয়সার। আমি বলছি ফ্লিন্টের সেই বাণ্ডিলটা আছে তো?

সে লোকটা আবার ডেকে বললো ঃ না, সেটা দেখতে পাচ্ছি নে। এই কথা শুনে অন্ধ পিউ বললো ঃ নিচে আছিস ? এখ্খুনি খুঁজে দেখ ওটা বিলের কাছে কাছে কিনা। তার জামা কাপড় ভালো করে তল্লাশি করে দেখ।

বৈঠকখানায় আগেই ওদের একজন ঢুকেছিলো। সে বোধহয় লাশটা হাতড়ে দেখছিলো, কোথাও কিছু পাওয়া যায় কি না। সে বললো ঃ না, বিলের সঙ্গেও সেটা নেই। ওর কাপড় চোপড় পাতিপাতি করে দেখলাম, কিছুই নেই।

অন্ধ পিউ এবার ভয়ানক রেগে বলতে লাগলো ঃ তা হলে সরাইখানার লোকগুলির কাজ এটা। নিশ্চয়ই সেই ছোকরাটার। আমি তো একটু আগে এখানে এসে দেখে গেছি দরজা বন্ধ। যা, চারদিকে সব খোঁজে বেরিয়ে পড়। ছোঁড়াটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। বাড়িটা ভালো করে দ্যাখ। অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতে পারে।

তখন শুরু হলো আমাদের সেই পুরানো সরাইখানার এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজি। সেই সঙ্গে হৈ হুল্লোড়। চেয়ার টেবিল ভেঙ্গে, বাক্স-পেটারা উল্টেপাল্টে সব একাকার। সারাটা বাড়ি ওদের তাণ্ডবে কেঁপে উঠলো। কিন্তু আমাদের টিকিটির খোঁজও তারা পেলো না। একে একে তারা তখন বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

ঠিক এমনি সময়ে রাতের আঁধার ভেদ করে তীক্ষ্ণ একটা হুইসেলের শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। পরপর দু'বার। এ সেই আওয়াজ। আমি মনে করলাম, বোধহয় অন্ধ পিউ বাজিয়েছে হুইসেল। কিন্তু সেই শব্দ শুনে ডাকাতরাও ভয় পেয়ে গেলো। রীতিমত হৈ হুল্লোড় শুরু হলো তাদের মধ্যে। যে যে-দিকে পারলো ছুটে পালালো। পালাতে পারলো না শুধু সেই অন্ধটা। সঙ্গীরা তাকে ফেলে রেখেই পালিয়ে গেছে। সে তখন রাস্তায় এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে পাগলের মতো, আর তাদের নাম ধরে চিৎকার করছে ঃ জনি, ব্ল্যাক ডগ, ডার্ক, তোরা বুড়ো পিউকে ফেলে যাস্‌নে। যাস্‌নে আমাকে ফেলে। তোরা কি তোদের বন্ধু পিউকে ছেড়ে গেলি?

তখন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। চার পাঁচটা ঘোড়া এক সঙ্গে আসছে ছুটে। পিউ তা বুঝতে পেরে আবার ঠিক পাগলের মতোই ছুটোছুটি

www.BanglaBook.org

করতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে একটা গর্তে সে গড়িয়ে পড়লো। পড়েই আবার উঠে চিৎকার করে ছুটতে লাগলো। ঠিক সে সময়ে একটা ঘোড়া এসে পড়লো তার ওপর।

ঘোড়সওয়ার তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেও পারলো না। হুড়মুড় করে ঘোড়াটা গিয়ে পিউর ওপরে পড়লো। ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে গেলো সে। মুখ থুবড়ে পড়লো। দু'চারবার হাত পা নাড়লো, তারপর সব নিথর। বুড়ো আর উঠতে পারলো না।

ঘোড়সওয়াররা গ্রামে খাজনা আদায় করে বেড়ায়। মিঃ ড্যান্‌স তাদের সুপারভাইজার। গ্রামের একটি ছেলে খবর দিয়ে তাদের এনেছে। তাদের কয়েকজনের সাহায্যে মা-কে নিয়ে গেলাম গ্রামের দিকে। তাঁর চোখে মুখে পানি ঝাপটা দিয়ে পানির সঙ্গে লবণ মিশিয়ে তাঁকে খাওয়াতেই মা'র জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এদিকে মিঃ ড্যান্‌স কিট্‌স্ হোল-এ পৌঁছে ডাকাতদের তাড়া করে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ডাকাতের দল একটা নৌকো তৈরি রেখেছে। দৌড়ে গিয়ে নৌকোয় উঠেই তারা পানিতে ভেসে পড়েছে, যদিও বেশি দূর তখনো তারা যেতে পারেনি।

মিঃ ড্যান্‌স ফিরে এলে তাঁকে নিয়ে গেলাম আমাদের এডমিরাল বেনবো হোটেলে। দেখলাম ঘরের সবকিছু তছ্‌নছ্ করে ফেলেছে ডাকাতেরা। পর্দা ছিঁড়ে একাকার। দেয়াল ঘড়িটা পর্যন্ত মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমাদের কোথাও খুঁজে না পেয়ে তাদের রাগ বেড়ে যায়। রাগের চোটে আমাদের সেই পুরোনো বাড়িটায় লঙ্কা কাণ্ড করে গেছে তারা। যদিও ক্যাপ্টেনের টাকার থলেটা ছাড়া বিশেষ কিছুই তারা নেয় নি কিন্তু ঘরের একটা জিনিশও আস্ত রেখে যায় নি।

সব দেখে শুনে মিঃ ড্যান্‌সও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন, বুঝতে পারলেন না কিছুই। অবশেষে চললেন ব্যাপারটা ডাঃ লিভ্‌জিকে আর জমিদার মিঃ ট্রেলনিকে জানাতে। আমি তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর হুকুমে ডগার নামে একজন আমাকে তার ঘোড়ায় তুলে নিলো। আমার ইচ্ছা, কাগজের বাণ্ডিলটা ডাঃ লিভ্‌জিকে দেখাবো। বাণ্ডিলটা তখন আমি যত্ন করে রেখেছি আমার জামার বুক পকেটে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ো ক্যাপ্টেনের কাগজ পত্র

বেশ দ্রুত বেগে আমরা ডাঃ লিভ্‌জির বাড়িতে এসে পৌঁছালাম। বাড়ির ভেতরে বাইরে অন্ধকার। তাকে বাড়িতে না পেয়ে মিঃ ড্যান্‌স আমাকে নিয়ে হাজির করলেন জমিদার ট্রেলনির বাড়িতে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে। চারদিকে বুক কেসে সাজানো শুধু বই আর বই। বুক কেসের মাথায় পণ্ডিতদের আবক্ষ মূর্তি। সেখানে মিঃ ট্রেলনি আর ডাঃ লিভ্‌জি চুল্লির পাশে বসে পাইপ টানতে টানতে গল্প করছিলেন। জমিদারকে কখনো এতো কাছে থেকে দেখিনি। বেশ লম্বাটে ধরনের মানুষ তিনি। ছ' ফুটেরও বেশি। বুকের ছাতি ও কাঁধ বেশ প্রশস্ত। ভুরু জোড়া ঘন কালো, চলনে বলনে বেশ ক্ষিপ্রগতি, মেজাজি। তবে অভদ্র নন। মিঃ ড্যান্‌সকে দেখেই জমিদার বলে উঠলেন ঃ এই যে মিঃ ড্যান্‌স, আসুন।

ডাক্তার বললেন ঃ শুভ সন্ধ্যা, মিঃ ড্যান্‌স। তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে বললেন ঃ তোমাকেও শুভ সন্ধ্যা, জিম। তারপর তুমি হঠাৎ কি মনে করে?

সুপারভাইজার তখন পড়া মুখস্ত বলার মতো গড়গড় করে ঘটনার আদ্যপ্রান্ত বিবরণ দিতে লাগলেন। জমিদার ও ডাক্তার, মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে তাঁরা পাইপ টানতেই ভুলে গেলেন।

মিঃ ড্যান্‌সের কথা শুনতে শুনতে তিনি চেয়ার থেকে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। ডাক্তার আরো ভালো করে শোনার জন্যে মাথার পরচুলাটি খুলে রাখলেন। দেখলাম তার মাথার চুল খাটো করে ছাটা। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো।

সব শুনে মিঃ ট্রেলনি বললেন ঃ আপনি একজন বীরের মতো কাজ করেছেন, মিঃ ড্যান্‌স। বিশেষ করে সেই কালো জলদস্যু পিউকে ঘোড়ার নিচে ফেলে মারা আমি মহৎ কাজ বলে মনে করি। আর জিম হকিন্সও একটি বাহাদুর ছেলে। বেশ, আপনি এখন যেতে পারেন, মিঃ ড্যান্‌স।

ডাক্তার তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা'হলে শয়তানরা কাগজের যে বাণ্ডিলটার জন্যে এসেছিলো সেটা তোমার কাছে, তাই না জিম?

ঃ এই যে সেটা। বলেই আমি অয়েল ক্লথে মোড়ানো কাগজের প্যাকেটটা ডাক্তারের হাতে দিলাম।

প্যাকেটটা ডাক্তার আগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। প্যাকেটটা খোলার জন্যে তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তা না করে প্যাকেটটা নীরবে পকেটে রেখে দিলেন।

ডাক্তার লিভ্‌জি জমিদার ট্রেলনিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ফ্লিন্টের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জমিদার উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন ঃ শুনেছি মানে? কি বলছেন আপনি? ওর মতো ভয়ঙ্কর জলদস্যু আর কেউ আছে? ফ্লিন্টের কাছে ব্ল্যাক বিয়ার্ড তো শিশু মাত্র। স্প্যানিশ জলদস্যুরা তো ওর ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকতো। আর চুপি চুপি আপনাকে বলি, সেজন্যে ফ্লিন্ট ইংরেজ বলে আমি মাঝে মাঝে গৌরব বোধ করতাম। স্পেনিয়ার্ডদেরকে সে আচ্ছা করে ধোলাই করেছে। ত্রিনিদাদের তীর থেকে অদূরে ফ্লিন্টের টপসেল জাহাজের পতাকা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু আমার জাহাজের ভীতু ক্যাপ্টেনতো ভয়ে কাবু। বললো ঃ চলুন স্যার, পোর্ট অফ স্পেনে ফিরে যাই।

ডাক্তার বললেন ঃ আমি ইংলন্ডে তার নাম শুনেছি। কিন্তু কথা হলো কি, লোকটার কি প্রচুর টাকাপয়সা ছিলো?

ঃ টাকা? টাকার জন্যে করতে পারে না হেন কাজ ওদের ছিলো না।

ডাক্তার বললেন ঃ আমার মনে হয় গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে এই বাণ্ডিলের কাগজ থেকে। কিন্তু কষ্ট করে সে গুপ্তধন খুঁজে আমাদের পোষাবে তো? গুপ্তধনের পরিমাণটা কতো হবে বুঝে দেখতে হবে আগে।

জমিদার গলা চড়িয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন ঃ কতো ধন আছে? তার হিশেব এই ভাবে হবে? তোমরা যে সূত্রের কথা বলছো তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তা হলে আমি ব্রিস্টল বন্দর থেকে জাহাজ নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবো। সঙ্গে যাবেন আপনি আর হকিন্স। এক বছরের ভেতরে পেয়ে যাবো সেই গুপ্তধন।

ঃ বেশ, তা'হলে জিমের আপত্তি না থাকলে প্যাকেটটা খুলেই দেখা যাক কি আছে।

বাণ্ডিলটা আস্টেপৃস্টে সেলাই করা ছিলো। ডাক্তার লিভ্‌জি তার যন্ত্রের বাক্স থেকে একটা কাঁচি বের করে সেলাই করা প্যাকেটটা কেটে খুলতে লাগলেন। দু'টো জিনিস বের হলো তার ভেতর থেকে—একটা খাতা আর সিল করা একটা খাম। খাতাটা নিয়ে ডাক্তার বললেন ঃ আগে এটা দেখা যাক।

তিনি খাতা খুলে পড়তে লাগলেন। আমরা দু'জনে তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগলাম। প্রথম পাতায় রয়েছে হিজিবিজি কতগুলো দাগ কাটা। মানুষ হাতে কলম পেলে যেমন ইচ্ছে মতো লেখে তেমন আঁকিঝুঁকি। তার পরের দশ বারো পাতায় খালি হিশেব। প্রতি লাইনের এক পাশে তারিখ, অপর পাশে টাকার অঙ্ক। প্রায় বিশ বছরের হিশেব। টাকার অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যেমন ১২ জুন, ১৭৪৫ তারিখের নিচে লেখা আজ ৭৫ পাউণ্ড কারো পাওনা আছে, কিন্তু কে সে? তা লেখা নেই। আবার কয়েকটা ক্ষেত্রে হিশেব মিটে গেছে বলে কেটে দেয়া হয়েছে। আবার কোনো পাতায় কোনো জায়গার নাম লেখা

www.BanglaBook.org

আছে, যেমন, কারাক্কাস তারপর অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ যেমন ৬২° ১৭′ ২০″ ১৯° ২′ ৪০″। শেষে এক জায়গায় লেখা আছে ঃ বোনস্ তার অংশ।

ডাক্তার বলে উঠলেন ঃ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

জমিদার বললেন ঃ সবকিছু তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এটা শয়তানটার হিশেবের খাতা। এ কাটা দাগগুলি হলো জাহাজ আর শহরের নাম। যে সব জাহাজ ডুবিয়েছে বা শহর লুট করেছে তার নাম। টাকার অঙ্কটা কারো অংশের পাওনা হবে।

ডাক্তার খুশি হয়ে বললেন ঃ ঠিকই বলেছেন। দেশ বিদেশ ভ্রমণের এই গুণ।

জমিদার বললেন ঃ এবার দেখা যাক এই খামে কি আছে।

খামটার কয়েক জায়গায় সিল করা ছিলো। খামটা খুলতেই বের হলো একটা দ্বীপের মানচিত্র। পাহাড় পর্বত, নদী— সব খুঁটিনাটিই তাতে দেখানো আছে। দ্বীপটা লম্বায় হবে প্রায় ন'মাইল, পাশে পাঁচ মাইল। একটা ড্রাগন দাঁড়ালে যেমন দেখায় দ্বীপের চেহারাটা ঠিক তেমনি দেখতে। দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পাহাড়। পাহাড়ের নাম লেখা রয়েছে ঃ 'স্পাই গ্লাস।' নিচে এক জায়গায় স্পষ্ট

লেখা আছে, ঃ এখানে অনেক গুপ্তধন সঞ্চিত আছে।

www.BanglaBook.org

মানচিত্রের অপর পিঠে লেখা রয়েছে। লম্বা গাছ, স্পাই গ্লাস কাঁধ, উত্তরের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি বিন্দু। স্কেলিটন আইল্যান্ড পূর্ব-দক্ষিণ পূর্ব এবং পূর্বদিকে। দশ ফুট রূপোর তাল উত্তরের দিকে আছে। পূবের পাহাড়ের পথে গেলেই তা পাবে। বালির পাহাড়ে পাবে সব অস্ত্রশস্ত্র।

এসব দেখে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু জমিদার আর ডাক্তার আনন্দে তখন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। জমিদার তখ্খুনি বলে উঠলেন ঃ আপনার ডাক্তারি ছেড়ে দিন। কালই চলুন ব্রিস্টল যাত্রা করি। দিন দশেকের মধ্যেই সবচেয়ে ভালো একটা জাহাজ আর বাছাই করা সব খালাসি জোগাড় করে ফেলবো। হকিন্স যাবে কেবিন-বয় হয়ে, আপনি হবেন ডাক্তার আর আমি হবো জাহাজের এডমিরাল। সঙ্গে থাকবে রেডরুথ, জয়েস আর হান্টার। জাহাজে পাল খাটিয়ে সোজা রাস্তায় ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌছাব আমরা। সঙ্গে থাকবে টাকা আর টাকা। টাকার ওপর গড়াগড়ি খাবো।

ডাক্তার বললেন ঃ সবই ঠিক, কিন্তু ভয় শুধু একজনকে নিয়ে। জমিদার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে সেই কুকুর? এতো ভয় যে কুকুরকে তার নামটা খুলে বলুন।

ডাক্তার তখন বললেন ঃ আপনাকে নিয়েই যতো ভয়। আপনার পেটে কথা থাকে না। আমরা ছাড়া সেই দস্যুগুলোও নিশ্চয় গুপ্তধনের সন্ধানে আছে। কাজেই আমাদের থাকতে হবে খুবই সাবধান। আর একটি কথাও এ নিয়ে আপনি বলাবলি করবেন না। আমরাও কাউকে কিছু জানাবো না।

জমিদার তাঁর কথা মেনে নিলেন। বললেন ঃ মরা মানুষ যেমন থাকে, আমি তেমনি চুপচাপ থাকবো। এই মুখে তালা কুলুপ মারলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্রিস্টল যাত্রার প্রস্তুতি

জমিদার যত শিগ্‌গির সমুদ্রযাত্রা করবেন বলে মনে করেছিলেন তত তাড়াতাড়ি উদ্যোগ আয়োজন শেষ করা সম্ভব হলো না। আমাদের প্রথম যে পরিকল্পনা ছিলো, আমি ও ডাক্তার একই সঙ্গে থাকবো, তাও ঠিক রইলো না। ডাক্তার গেলেন লন্ডনে আরেকজন ডাক্তারের খোঁজে। সেই ডাক্তার এসে তাঁর রোগীপত্র দেখাশোনা করবেন। জমিদার ব্যস্ত রইলেন ব্রিস্টলে নিজের কাজে। আর আমি প্রায় বন্দী হয়ে রইলাম জমিদারের গেম কিপার মানে যে শিকারের আয়োজন করে সেই রেডরুথের তদারকে। বন্দী হলেও মনটা আমার তখন ভরপুর ছিলো আসন্ন সমুদ্র যাত্রার আনন্দে। স্বপ্ন দেখছি, জাহাজে ভেসে চলেছি। অসীম নীল সমুদ্র, তারই মাঝে অজানা দ্বীপে দূরন্ত অভিযান।

দেখতে দেখতে কয়েক সপ্তাহ এমনি করেই কেটে গেলো। হঠাৎ একদিন ডাঃ লিভ্‌জির নামে এক চিঠি এসে হাজির। চিঠির ওপরে লেখা রয়েছে ঃ 'ডাক্তার বাড়ি না থাকলে টম রেডরুথ অথবা হকিন্স এ চিঠি খুলতে পারবে।'

ডাঃ লিভ্‌জি এখন লন্ডনে। অতএব চিঠিটা আমিই খুললাম। বুড়ো টম রেডরুথ ছাপা হরফ ছাড়া কিছু পড়তে পারে না। কাজেই চিঠিটা খুলে আমাকেই পড়তে হলো। মিঃ ট্রেলনি লিখেছেন—

ওল্ড অ্যাঙ্কর ইন্‌, ব্রিস্টল

১ মার্চ ১৭—

প্রিয় লিভ্‌জি,

তুমি লন্ডনে আমার বাড়ি হাল-এ আছো না জমিদার বাড়িতে আছো, তা জানি না বলেই দু'জায়গাতেই এ চিঠি পাঠালাম।

জাহাজ কিনে সবকিছু ঠিকঠাক করা হয়েছে। জাহাজটা এখন নোঙর ফেলে আছে। তবে সমুদ্র যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। একটা শিশুও দু'শ টন ওজনের জাহাজটা চালাতে পারবে। জাহাজটির নাম 'হিস্‌পানিওলা'।

আমার পুরানো বন্ধু ব্র্যান্ডলির সাহায্যে সবকিছু ঠিকঠাক হলো। তা'ছাড়া ব্রিস্টলের সবাই যখন জানতে পারলো কোথায় আমরা যাত্রা করছি—অর্থাৎ গুপ্তধনের সন্ধানে, তখন তারাও প্রাণপণ সাহায্য করেছে।

চিঠি পড়া বন্ধ করে আমি রেডরুথকে বললাম ঃ ডাক্তার কিন্তু এসব আদৌ পছন্দ করবেন না। জমিদার চারদিকে কথাটা চাউর করে বেড়াচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত কিছুই তিনি গোপন রাখতে পারলেন না। আমার কথাটা রেডরুথের পছন্দ হয়েছে বলে মনে হলো না।

www.BanglaBook.org

আমি আবার পড়তে লাগলাম ঃ হিসপানিওলা জাহাজটা ব্র্যান্ডলিই খুঁজে বের করেছে। দর কষাকষিতে সে তো ওস্তাদ। সস্তায়ই জাহাজটি পেলাম আমরা। ব্রিস্টলে কিছু লোক ব্র্যান্ডলির ওপর খুব চটা। ওকে মোটেই দেখতে পারে না। ওদের ধারণা ব্র্যান্ডলি চালাকি করে তার নিজের জাহাজটাই আমাকে গছিয়ে দিয়ে মোটা দাও মেরেছে। তাই প্রথমে কোনো ঝামেলা না হলেও যত হাঙ্গামা খালাসি জোগাড় করতে গিয়ে। তারপরে কপাল গুণে একজন অভিজ্ঞ লোক পেয়ে গেলাম। ডকেই হঠাৎ তার সঙ্গে আমার আলাপ। অনেক কালের অভিজ্ঞ নাবিক। ব্রিস্টলের সবাইর সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়। জাহাজের চাকরি ছেড়ে দেশে এসে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। আবার সমুদ্র যাত্রায় না যেতে পারলে শরীর সারবে না। এখন যে-কোনো ভালো একটি চাকুরি নিয়ে আবার সে সমুদ্রযাত্রা করতে চায়। এমন কি রাঁধুনির একটা চাকরি পেলেও সে রাজি। একটু সমুদ্রের হাওয়া, একটু নোনাগন্ধের আশায় আজ সে ডকে এসেছে।

লোকটির কথাবার্তায় ভারী খুশি হয়েছি আমি। আপনারা হলেও তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হতেন। কাজেই আমি তাকে বাবুর্চির কাজে ভর্তি করেছি। লোকটির নাম লং জন সিলভার। তার একটি পা নেই এবং সে জন্যে তাকে আরো বেশি পছন্দ হলো আমার।

লোকটিকে পেয়ে মনে করেছিলাম বাবুর্চি একজন ভালোই পাওয়া গেলো। কিন্তু পরে দেখলাম; শুধু রাঁধুনিই নয়, একজন দক্ষ নাবিকও সে। তার সঙ্গে পরামর্শ করে এরই ভেতর আমরা এক দল পাকা লোকও জোগাড় করে ফেলেছি। দেখতে তারা সুন্দর না হলেও কাজের বেলা বেশ পাকাপোক্ত হবে। আমার তো মনে হয় তাদের নিয়ে এখন আমরা একটা যুদ্ধও জয় করে ফেলতে পারি।

আমার শরীর ও মন চমৎকার আছে। তবু আমি ভালো নেই। যে পর্যন্ত জাহাজ তার নোঙ্গর তুলবে। চুলোয় যাক আপনার গুপ্তধন। কবে সমুদ্রে ভাসতে পারবো সে জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি। অতএব আর কাল বিলম্ব না করে চলে আসুন।

হকিন্স যেনো এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে আর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চলে যায়। রেডরুথ তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর দু'জন সহ আপনি সোজা ব্রিস্টলে রওয়ানা হয়ে আসবেন। —জন ট্রেলনি

পুনশ্চঃ আপনাকে একটা কথা জানানো হয়নি। আগামি আগস্ট মাসের মধ্যে আমরা যদি না ফিরে আসি তাহলে আমার বন্ধু ব্র্যান্ডলি আরেকখানা জাহাজ পাঠাবেন আমাদের খোঁজে। লং জন সিলভার ভালো একজন মেটও আমাদের

www.BanglaBook.org

জন্যে যোগাড় করে ফেলেছে। তার নাম অ্যারো। দারুণ একজন মাল্লা সর্দার পাওয়া গেছে। সে আবার বাঁশিও বাজাতে পারে।

বলতে ভুলে গেছি—লং জন সিলভার কিন্তু বেশ পয়সাওয়ালা লোক। ব্যাংকে ওর প্রচুর টাকা আছে। ওর শুঁড়িখানা তার স্ত্রী চালায়। স্ত্রীর ভরসায় সে সমুদ্র যাত্রায় রাজি হয়েছে। —জে. টি.

আরো পুনশ্চ ঃ হকিন্স ওর মায়ের কাছে এক রাত থাকতে পারে। —জে. টি.

চিঠি পড়ে মনটা খুশিতে ভরে গেলো। পরের দিনই টম রেডরুথকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এডমিরাল বেনবোতে গেলাম।

দেখলাম, মা বেশ ভালোই আছেন। জমিদার আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়েছিলেন। সাইনবোর্ডটা রং করে নতুন করে লিখিয়ে দিয়েছেন। আমার অভাবে মা-র যাতে কষ্ট না হয় সে জন্যে একজন ছোকরা চাকরও তিনি রেখে দিয়েছেন। তবে তাকে খুব একটা কাজের বলে মনে হলো না আমার।

রাতটা আমার বাড়িতে মায়ের কাছে কাটলো। পরের দিন খাওয়া দাওয়া সেরে আমি ও রেডরুথ মা-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্রিস্টলের পথে রওয়ানা হয়ে এলাম।

বিস্টল পৌঁছে দেখলাম ট্রেলনি ডকেরই অদূরে এক সরাইখানায় বাস করছেন। তাতে নাকি জাহাজের তদারকি কাজে সুবিধা হবে। ডাক্তারও এসে গেছেন লন্ডন থেকে। নাবিকের নীল পোশাকে মিঃ ট্রেলনিকে চমৎকার দেখাচ্ছিলো। আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি বলে উঠলেন ঃ এই যে, তোমরা এসে গেছো দেখছি। ডাক্তারও এসেছেন কাল রাতে লন্ডন থেকে। বাঃ চমৎকার। সবাই আমরা হাজির।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমাদের যাত্রা শুরু কবে?

ঃ কাল। উত্তর দিলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্পাই গ্লাস সরাইখানায় অদ্ভুত কাণ্ড

ভোরে নাশতা খাওয়ার পরপরই জমিদার আমাকে একখানা চিঠি হাতে দিয়ে পাঠালেন লং জন সিলভারের কাছে। সে স্পাই গ্লাস নামে সরাইখানায় উঠেছে। তিনি বলে দিলেন ঃ ডকের ধার বরাবর দিয়ে গেলে সহজেই তুমি বাড়িটা খুঁজে বের করতে পারবে। পেতলের ছোটো একটা দূরবীণ আঁকা আর 'স্পাই গ্লাস' লেখা আছে দেখতে পাবে তার সাইনবোর্ডে।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। একটি হোটেল। হোটেল বাড়িটা জমজমাট। সাইনবোর্ডে নতুন রং করা হয়েছে। জানালায় লাল পর্দা ঝুলছে। ভেতরে চেয়ে দেখলাম খেতে যারা এসেছে তারা প্রায় সবাই জাহাজি। ঘরটা চুরুটের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। সবাই মিলে এমন চিৎকার করে কথা বলছে যে সেখানে ঢুকতেই সাহস পেলাম না। আমি দরজার সামনে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভেতরে যাবো কি যাবো না যখন ভাবছি তখন একটা লোককে দেখলাম এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যেতে। দেখেই বুঝতে পারলাম, এ লোকটাই হবে লং জন সিলভার। তার বাঁ পা-খানা কোমরের কাছে থেকে কাটা। বাঁ বগলে একটা ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করছে লোকটা। যদিও সে পাখির মতো নেচে নেচে চলছে, তবু মনে হলো ওই ক্রাচটা যেন তার স্বাভাবিক পা।

লোকটা বেশ লম্বা, মজবুত চেহারার। মাথাটা ইয়া বড়ো। মুখ দেখে বোঝা যায় না সে সাধু না শয়তান। তবে চালাক যে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। হাসি হাসি মুখ। শিস দিতে দিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হলো খোশ মেজাজে আছে। খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলছে, কাউকে চাটি মারছে, মাথা নেড়ে দিচ্ছে।

জমিদারের চিঠিতে এক পা-ওয়ালা লোকটার কথা পড়তেই ভয়ে আমার কিন্তু মনে হয়েছিলো, যে-লোকটার জন্যে বেনবোতে অপেক্ষা করেছি হয়তো এ-ই সে লোক।

আমি সাহস করে ঘরে ঢুকে লোকটার কাছে গিয়ে বললাম ঃ আপনিই কি মিঃ সিলভার, স্যার?

ঃ হ্যাঁ, আমারই নাম সিলভার। তুমি কে হে বাপু? লোকটা বললো।

আমার হাতে জমিদারের চিঠিটা দেখে সে এমনভাবে তাকালো যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

চিঠিটা তার হাতে দিতেই সে বলে উঠলো ঃ ও, বুঝেছি, তুমিই তাহলে আমাদের নতুন কেবিন বয়। তোমাকে দেখে বেশ খুশি হলাম। আর ঠিক সেই সময়ে কিছু দূরে একজন খদ্দের হঠাৎ তার চেয়ার উল্টে পড়ে গিয়ে উঠে দ্রুত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইরে বেরিয়ে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তার অতি ব্যস্ততার কারণে আমি তাকে এক নজরেই চিনে ফেললাম। লোকটার হাতের দু'টো আঙ্গুল নেই। এ লোকটাই প্রথমে আমাদের এডমিরাল বেনবোতে এসেছিলো ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে। আমি চিনতে পেরে চিৎকার করে বলে উঠলাম ঃ লোকটাকে ধর। এই লোকটাই কালো কুত্তা।

আমার কথা শুনে লং জন বললো ঃ লোকটাকে আমি চিনিনা, আর চিনতেও চাই না। কিন্তু ব্যাটা পয়সা না দিয়ে পালিয়ে গেলো। ওকে ধরে আনো এখ্খুনি, হ্যারি!

পরে আমার দিকে চেয়ে বললো ঃ তুমি ওর নাম কি করে জানলে?

ঃ কেনো, আপনি কি এর আগে বোম্বেটেদের কথা মিঃ ট্রেলনির মুখে শোনেন নি? সেই দলে ছিলো লোকটা। আমি বললাম।

ঃ আর সেই জলদস্যু কিনা এসে আশ্রয় নিয়েছে আমার সরাইখানায়! বেশ ডাকাত তো! বেন্ একবার যাও তো হ্যারিকে সাহায্য করতে। লোকটাকে ধরে আনা চাই। মর্গ্যান, তুমি না লোকটার সঙ্গে একত্রে বসে চা খাচ্ছিলে? এদিকে এসো।

মর্গ্যান নামে বুড়ো এক নাবিক এলো এগিয়ে। লং জন সিলভার বললো ঃ তুমি এর আগে ওই লোকটাকে দেখেছো। ওকে চেনো না?

ঃ লোকটার নাম জানি না, কিন্তু কোথায় যেনো ওকে দেখেছি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটা অন্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে ও আসতো। মর্গ্যান বললো।

লং জন বললো ঃ টম মর্গ্যান, খুব বাঁচা বেচে গেলে। ও-রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমাকে এখানে ঢুকতে দিতাম না।

আমি বললাম ঃ সেই অন্ধ লোকটাকেও আমি চিনতাম। তার নাম ছিলো পিউ।

সিলভার তখন বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলে উঠলো ঃ তাই, পিউই ছিলো তার নাম। চেহারা দেখলেই মনে হতো ও একটা খারাপ লোক। এ কালো কুকুরটাকে পাকড়াও করতে পারলে ক্যাপ্টেন ট্রেলনি খুশি হবেন। বেন্ দৌড়ে বেশ পটু। জাহাজিদের ভেতর ওর মতো দৌড়াতে কম লোকেই পারে। আজ ব্যাটাকে দেখিয়ে দেবো, জাহাজে কয়লা বোঝাই কাকে বলে।

কথা বলতে বলতে সে এক জায়গায় না দাঁড়িয়ে ক্রাচে ভর করে সরাইখানার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মাঝে মাঝে টেবিলের ওপর এমনভাবে চাপড় মারতে লাগলো যে দেখে মনে হলো ওল্ড বেইলি কোর্টের জজ সাহেব কিম্বা বো স্ট্রিট থানার অফিসার তার প্রশংসা করবেন।

www.BanglaBook.org

কালো কুকুর নামক লোকটাকে লং জন সিলভারের এ হোটেলে দেখে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেলো। আমি লং জনের হাবভাব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিন্তু করলে কি হবে? লোকটা আমার চেয়ে ঢের বেশি চালাক। এ সময়ে হ্যারি ও বেন্ কালো কুত্তাকে ধরতে না পেরে ফিরে এলো। তাই দেখে লং জন সিলভার তাদের এমনভাবে গালমন্দ করতে লাগলো যে, তা শুনে কে বলবে লং জনের মনে কোনো ফন্দি আছে।

আমার দিকে ফিরে লং জন বললো ঃ দেখলে তো কি ধরনের সব লোকজন! আমার মাথায় টেক্কা মেরে দিব্যি চলে গেলো পাজিটা। কিছুই করতে পারলাম না। চলো, ক্যাপ্টেন ট্রেলনিকে বলতে হবে কথাটা। ব্যাপারটা সহজ নয়।

পথে যেতে যেতে সে আরো এমন অনেক কথা বললো যা আমার ভালো লাগলো। পথে অনেক জাহাজ দেখলাম। কোনো জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে, কোনোটার মাল খালাস হচ্ছে, কোনোটা তৈরি হচ্ছে যাত্রার জন্যে। লং জন সিলভার ঠিক বন্ধুর মতো সে সব জাহাজ ও সমুদ্রের রকমারি গল্প করতে লাগলো। বুঝতে পারলাম, সে সত্যি একজন পাকা জাহাজি।

সরাইখানায় গিয়ে দেখলাম, আমাদের ডাক্তার ও জমিদার একত্রে বসে গল্প করছেন। বোধ হয় দু'জনে জাহাজটি দেখতে যেতে তৈরি হচ্ছেন।

লং জন কালো কুকুরের ব্যাপারটা আগাগোড়া তাদের বলে গেলো। জমিদার আর ডাক্তার দু'জনে দুঃখ প্রকাশ করলেন। কী আর করা, বদমায়েশটা পালিয়ে গেছে! তারা লং জনের খুব প্রশংসা করলেন।

জমিদার তাকে ডেকে বললেন ঃ বিকেল চারটার ভেতর সবাই যেন জাহাজে তৈরি থাকে।

ঃ ঠিক আছে, স্যার। বলে ক্রাচে ভর করে সে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

ডাক্তার বললেন ঃ হকিন্সও আমাদের সঙ্গে জাহাজ দেখতে যাবে, তো?

মিঃ ট্রেলনি বললেন ঃ হ্যাঁ, সে তো যাবেই। তোমার টুপিটা পরে নাও, হকিন্স। এসো, জাহাজটা দেখে আসবে 'খন!

সানন্দে আমি তাদের পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোলা বারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র

হিসপানিওলা জাহাজ অদূরে নোঙ্গর করেছিলো। আমরা জাহাজে গিয়ে পৌঁছাতেই প্রথমে দেখা হলো বুড়ো মেট্ মিঃ অ্যারোর সঙ্গে। মিঃ অ্যারোর বেশ বয়স হয়েছে, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে। কানে দুল, চোখ একটু ট্যারা। জমিদারের সঙ্গে তার বেশ ভাব। কিন্তু নতুন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মিঃ ট্রেলনির সম্পর্কে কেমন যেন গোলমাল আছে লক্ষ্য করলাম।

মনে হয় ক্যাপ্টেন শ্মোলেট জাহাজের সব কিছুর ওপরই যেনো ক্ষেপে আছেন। এর কারণ অবশ্যি একটু পরেই বুঝতে পারলাম। ক্যাপ্টেন সময় নষ্ট না করে মিঃ ট্রেলনির কেবিনে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে বললেন ঃ স্যার, আপনার পছন্দ না হলেও মনের কথা খুলে বলাই ভালো। আপনাদের এ সমুদ্র যাত্রা আমার মোটেই পছন্দ নয়। এ জাহাজের লোকদেরও আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না।

জমিদার তাঁর কথা শুনে বোধ হয় রেগে গিয়ে বলে উঠলেন ঃ আমাদের এ জাহাজটাও আপনার পছন্দ নয় মনে হচ্ছে।

ঃ জাহাজটা না দেখে সেটা বলতে পারছি না। তবে জাহাজ হিশেবে মনে হচ্ছে ভালোই। এর বেশি কিছু এখন বলতে পারছিনা।

ঃ তা হলে মালিকও হয়তো আপনার পছন্দ হবে না?

এমন সময় ডাক্তার বললেন ঃ ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। আমাদের এই অভিযান আপনি পছন্দ করছেন না। কিন্তু কেন পছন্দ করছেন না কারণটা খুলে বলুন।

ক্যাপ্টেন শ্মোলেট তখন বললেন ঃ আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে এই শর্তে যে মিঃ ট্রেলনির হুকুম মতো যেদিকে খুশি জাহাজ চালিয়ে নিতে হবে। কোথায় যেতে হবে কিছুই বলা হয়নি। এখন দেখছি আমি ছাড়া সবাই সবকিছু জানে। ব্যাপারটা কি ন্যায্য হয়েছে বলে বিবেচনা করেন? আমরা নাকি গুপ্তধনের সন্ধানে যাচ্ছি। এ সব ব্যাপার গোপন রাখা উচিত, কিন্তু আপনারা তা রাখতে পারেন নি। মাফ করবেন মিঃ ট্রেলনি, এমনকি টিয়ে পাখিটা পর্যন্ত জানে। গুপ্তধনের সন্ধানে বের হওয়া মানে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া।

ডাক্তার লিভ্‌জি বললেন ঃ আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। আমরাও জীবন হাতে নিয়েই বেরিয়েছি। আপনি আমাদেরকে যতোটা বেকুব ভাবছেন ততটা বোধহয় আমরা নই। আমাদের খালাসিরা কি লোক ভালো নয়? তারা কি যথেষ্ট অভিজ্ঞ নয়?

www.BanglaBook.org

ঃ আমি অন্তত ওদের পছন্দ করি না। আমার লোকলস্কর আমি নিজে বাছাই করে নিই। আপনারা যখন ওদের নিয়েই যাবেন ঠিক করেছেন তখন দু'টো কথা দয়া করে শুনুন। ওরা বারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু আছে সব রেখেছে জাহাজের খোলের সামনের দিকে। কেবিনের নিচে সুন্দর একটা জায়গা আছে। ওখানে এনে রাখতে বলুন। আপনাদের নিজেদের লোক আছে জন চারেক। শুনেছি তাদের থাকবার জায়গা দিয়েছেন সামনের দিকে। তা না করে কেবিনের আশে পাশের বার্থগুলিতে তাদের জায়গা করে দিন। এটা আমার দ্বিতীয় কথা।

মিঃ ট্রেলনি বললেন ঃ বেশ তাই হবে। আর কিছু বলবেন?

ঃ আর একটি মাত্র কথা। এই জাহাজে কেউ একজন বেশি কথা বলছে। এরই মধ্যে আমি শুনেছি আপনাদের কাছে নাকি একটা দ্বীপের মানচিত্র আছে। কোথায় গুপ্তধন আছে তা মানচিত্রের ওপর কাটা চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। কার কাছে সেটা আছে জানি না, কিন্তু সেটা গোপন রাখা উচিত। এমন কি আমাকেও জানতে দেয়া উচিত নয়। ক্যাপ্টেন স্মোলেট নিখুঁতভাবে দ্বীপের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের উল্লেখ করলেন।

তাঁর কথা শুনে ডাক্তার বললেন ঃ আপনি বোধহয় জাহাজিদের বিদ্রোহের আশঙ্কা করছেন?

ক্যাপ্টেন স্মোলেট বললেন ঃ সে কথা আমার মুখ দিয়ে বলাতে চাইছেন কেনো? জাহাজ আর তার আরোহীদের নিরাপদ রাখা আমার দায়িত্ব। ব্যাপার স্যাপার আমার কাছে ভালো ঠেকছেনা। আমি অনুরোধ করবো বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে, নতুবা আমি কেটে পড়বো।

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ ট্রেলনির কথায় বুঝা গেলো, ক্যাপ্টেন স্মোলেটের কথাগুলি তিনি পছন্দ করলেন না। ক্যাপ্টেনকে জমিদারেরও তেমন পছন্দ হলো না।

আমরা বাইরে ডেকে এসে দেখলাম খালাসিরা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র কেবিনের কাছে এনে রাখবার কাজে লেগে গেছে। ক্যাপ্টেন ও মিঃ অ্যারো কাছে দাঁড়িয়ে তা তদারক করছেন। একটু পরেই লং জন সিলভার এলো তার দু'জন সঙ্গী নিয়ে। এসেই সে জিজ্ঞেস করলো ঃ এ সব কি করছো তোমরা?

ঃ আমরা বারুদগুলি রাখার জায়গা বদল করছি।

ঃ কেনো? এ সব করতে গিয়ে আমরা যে ঠিক সময়ে যাত্রা করতে পারবো না। সকালের জোয়ার শেষ হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লং জন হয়তো আরও কিছু বলতো, কিন্তু কাছে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন গম্ভীর ভাবে বললেন ঃ আমার হুকুমে ও-গুলি সরিয়ে রাখা হচ্ছে। তুমি গিয়ে তোমার কাজ রান্নার জোগাড় করো। একটু পরেই লোকজন খেতে চাইবে।

আমার দিকে চেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বললেন ঃ এই ছোকরা,বাজে কাজ ছাড়ো! বাবুর্চির সঙ্গে গিয়ে ওকে সাহায্য করো।

এবার বাবুর্চির সঙ্গে যেতে যেতে শুনলাম, ক্যাপ্টেন শ্মোলেট ডাক্তারকে বলেছেন ঃ জাহাজে আমার পছন্দের কোনো পাত্র নেই। কাউকেই আমি খাতির করবো না।

তার এই কথায় আমার গা জ্বলতে লাগলো। জমিদারের মতো আমারও ক্যাপ্টেনের ওপর মন বিষিয়ে গেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমুদ্র যাত্রা

সারাটা রাত আমাদের কেটে গেলো যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করতে, জিনিস পত্র ঠিকঠাক করে রাখতে। ভোরের একটু আগে জাহাজের বাঁশি বেজে উঠলো। কে একজন বলে উঠলো ঃ এবার একটা গান হোক, লং জন সিলভার।

আরেকজন বললো ঃ সেই পুরানো গানটা হোক। লং জন সিলভার তার ক্রাচে ভর করে দাঁড়িয়েছিলো কাছেই। সে গলা ছেড়ে গান ধরলো ঃ

'পনেরো জনে লেগে গেছে—

তারপর এক সঙ্গে সবাই গেয়ে উঠলো—

ও-হো-হো, এক বোতল মদ—'

এ গান শুনে হঠাৎ আমার মনে পড়লো এডমিরাল বেনবোর কথা। বুড়ো ক্যাপ্টেনের মুখে এ গান বহুবার আমি শুনেছি। আজও মনে হলো আমি তার গাওয়া গানই শুনছি।

একটু পরেই হিসপানিওলা যাত্রা শুরু করলো ট্রেজার আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে।

সে যাত্রার বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে চাই না।

সমুদ্রের বুকে দিনগুলি আমাদের বেশ ভালোই কাটতে লাগলো। এক কথায় যাত্রা বেশ সুখকর ছিলো। জাহাজটা ছিলো মজবুত, নাবিকেরা দক্ষ এবং ক্যাপ্টেন তাঁর কাজ খুবই ভালো বোঝেন। কিন্তু গুপ্তধনের দ্বীপে পৌঁছাবার আগে দু-তিনটে ব্যাপার ঘটেছিলো, সেগুলি জানানো দরকার।

প্রথমত দেখা গেলো, ক্যাপ্টেন যতটা ভয় পেয়েছিলেন মিঃ অ্যারো তার চেয়েও খারাপ। মাল্লাদের ওপর তার কোনো কর্তৃত্বই ছিলো না, লোকে তার সামনে যা খুশি তাই করতো। শুধু তাই নয়; দু'একদিন পর থেকে দেখা যেতে লাগলো সে সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায় ডেকে ঘোরাফেরা করছে, চোখ ঘোলা, মুখ লাল এবং কথাবার্তা জড়ানো ও অস্পষ্ট। বারবার ক্যাপ্টেন তাকে অপমান করে নিচে তাড়িয়ে দিতেন।

আমরা কিছুতেই ধরতে পারতাম না অ্যারো মদ পাচ্ছে কোথা থেকে। সমস্ত জাহাজেই এই রহস্যটা কেউ সমাধান করতে পারতো না। আমরা তার ওপর সব সময় লক্ষ্য রেখেও কিছু করতে পারতাম না।

অফিসার হিশেবে অ্যারো নিষ্কর্মা ছিলো তো বটেই, উপরন্তু নাবিক-লশকরদের ওপরেও তার কুপ্রভাব পড়তে শুরু করেছিলো। সকলেই বুঝতে পারতো যে এরকমভাবে মদ খেতে থাকলে সে আর বেশি দিন বাঁচবে না। শেষ অবধি হলোও তাই। এক গভীর রাত্রে, সমুদ্র সেদিন খুব অশান্ত—অ্যারো কোথায়

www.BanglaBook.org

নিখোঁজ হয়ে গেলো, তাকে আর দেখা গেলো না। কেউ এতে আশ্চর্য হলো না অবশ্য।

ক্যাপ্টেন বললেন ঃ মদের ঘোরে রেলিং টপকে পানিতে পড়ে গেছে নিশ্চয়। বাঁচা গেছে, নয়তো শেষ অবধি ওকে শেকল বেঁধে আটকে রাখতে হতো।

কিন্তু মুশকিল হলো মেট ছাড়া জাহাজ চলে না। সুতরাং একজন কোনো নাবিকের পদোন্নতি হওয়া আবশ্যক। জাহাজের বোসান (নাবিকদের ফোরম্যান) জব অ্যান্ডারসনই এ-ব্যাপারে সবচেয়ে দক্ষ লোক ছিলো। তার পদের নাম অবশ্য একই রইলো কিন্তু এখন থেকে সে-ই মেটের কাজকর্ম দেখতে লাগলো। মিঃ ট্রেলনি এর আগে অনেক সমুদ্রযাত্রা করেছেন; সমুদ্রের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকায় তাঁকে কাজে লাগানো হতো, এবং মাঝে মাঝে আবহাওয়া শান্ত থাকলে তিনি দূরবীন হাতে ব্রিজে দাঁড়াতেন। এছাড়া কক্সসোয়েন ইজরায়েল হ্যান্ডসও অত্যন্ত নিপুণ, চতুর ও অভিজ্ঞ জাহাজি ছিলো। সমুদ্র যত অশান্তই হোক না কেন, তার ওপর যে-কোনো কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিত থাকা যায়। লং জন সিলভারের সঙ্গে তার খুব দহরম মহরম ছিলো।

জাহাজে সে ক্রাচটাকে দড়ি দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখতো, যাতে দু'টো হাত খালি থাকে। জাহাজের কোনো একটা পার্টিশনের গায়ে ক্রাচটাকে আটকে দিয়ে, জাহাজের দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে সে স্বচ্ছন্দে রান্নার কাজ চালিয়ে যেতো, যেন সে শক্ত মাটিতেই দাঁড়িয়ে আছে! আরো অদ্ভুত লাগতো যখন চরম বিক্ষুব্ধ আবহাওয়াতেও সে ডেকের একধার থেকে অন্যধারে যেতো। চওড়া ফাঁকা জায়গাগুলিতে সে কয়েকটা দড়ির ফাঁস বেঁধে টাঙিয়ে রেখেছিলো। সবাই সেগুলিকে বলতো 'সিলভারের কানের দুল।' সে কখনো ক্রাচের সাহায্যে, আবার কখনো দড়ির ফাঁসগুলো ধরে এতো তাড়াতাড়ি ডেক পার হতো, দেখে মনে হতো সে দু'পা-ওয়ালা স্বাভাবিক মানুষ। যারা তাকে আগে থেকেই চিনতো, তারা অনেকে তার এই দুর্দশা দেখে খুব দুঃখ প্রকাশ করতো।

খালাসিরা সবাই তাকে সম্মান করতো এবং তার কথা শুনে চলতো। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলার তার একটা বিশেষ ধরন ছিলো এবং প্রত্যেকেরই সে কিছু উপকার করতো। আমার সঙ্গে সে সবসময় অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করতো। আমাকে রান্নাঘরে দেখতে পেলে সে ভীষণ খুশি হতো। পুরো রান্নাঘরটাকে সে সবসময় ঝকঝকে পরিস্কার করে রাখতো। একদিকের তাকে ঝুলতো পালিশ করা প্লেটগুলো, আর এককোণে খাঁচায় তার টিয়ে পাখি।

ঃ আরে এসো, হকিন্স। সে আমাকে দেখলেই বলতো, এসো, সিলভারের সঙ্গে একটু গল্প করে যাও। তুমি এখানে এলে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই।

www.BanglaBook.org

এবার ওখানে বসো, খবর শোনো। এই যে দেখছো ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট— আমার টিয়ে পাখি, ওকে আমি ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট বলে ডাকি—আসল ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট ছিলো বিখ্যাত জলদস্যু। জানো নিশ্চয়ই তা। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট আমাদের সমুদ্রযাত্রার সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবে। কি ক্যাপ্টেন, করবে তো?

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে টিয়েপাখিটা দ্রুত বলতে থাকতো ঃ আট মোহর! আট মোহর! আট মোহর! তার দমও ফুরাতো না, আশ্চর্য! শেষে সিলভার তার খাঁচার ওপর একটা রুমাল ঢাকা দিয়ে দিলে তবে সে চুপ করতো।

ঃ এই যে পাখিটা দেখছো, সিলভার বলতো, এর বয়স কম করেও দু'শো বছর। বুঝলে হকিন্স—এদের বেশির ভাগই বোধহয় চিরকালই বেঁচে থাকে। এ জীবনে এতো বদমায়েশি আর পাপ কাজ এ দেখেছে, যা বোধহয় স্বয়ং শয়তানও দেখেনি। ও বিখ্যাত বোম্বেটে ক্যাপ্টেন ইংল্যান্ডের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেছে। মাদাগাস্কার, মালাবার, সুরিনাম, প্রভিডেন্স, পোর্তোবেলা—কোথায় যায়নি ও! যে আমেরিকান জাহাজগুলি স্পেনে রূপোর মুদ্রা নিয়ে যেতো, তার কয়েকটা ডুবে গিয়েছিলো। সেগুলির উদ্ধার কাজের সময় এই পাখি সেখানে ছিলো। সেইখানেই 'আট মোহর' কথাটা শিখেছিলো, আর শিখবে না-ই বা কেন? সাড়ে তিন লাখ আট মোহর ওর চোখের সামনে, বুঝলে হকিন্স। যখন গোয়া থেকে ভারতবর্ষের বড় লাট সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, সে জাহাজেও ছিল। অথচ ওকে দেখলে তোমার মনে হবে ও একটা বুদ্ধু। কিন্তু তুমি তো বারুদের গন্ধও চেনো—তাই না ক্যাপ্টেন?

ঃ যাত্রার জন্য তৈরি হও! অমনি টিয়েটা চেঁচিয়ে উঠতো।

ঃ আহ্, সত্যি বড় সুন্দর পাখি। বাবুর্চি বলে উঠতো। তারপর পকেট থেকে একটু চিনি বার করে তাকে খাওয়ালেই পাখিটা খাঁচার শিকে ঠোক্কর মারতে মারতে এমন কুৎসিত গালিগালাজ দিতে শুরু করতো, যে তা আর বলার মতো নয়। সিলভার বলতো ঃ কী করা যাবে বলো, ময়লায় হাত দিলে হাত নোংরা হবেই। এই বেচারা বুড়ো নিষ্পাপ পাখিটা যে এরকম সাংঘাতিক গালাগাল দিচ্ছে, ও কি এসবের আদৌ মানে জানে? কোনো পাদ্রি সামনে পড়লেও এরকমই গালিগালাজ করবে। এই বলে এমন একটা গম্ভীর ভঙ্গিতে সিলভার তার কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গুচ্ছটাকে স্পর্শ করতো যে আমার মনে হতো তার চেয়ে ভালো লোক দুনিয়ায় আর হয় না।

এর মধ্যে জমিদার ও ক্যাপ্টেন স্মোলেটের মধ্যে সম্পর্কের এতটুকুও উন্নতি হয়নি। জমিদার তো কিছু না রেখে ঢেকেই খোলাখুলি বলতেন যে ক্যাপ্টেনকে তিনি ঘেন্না করেন। অন্যদিকে জমিদার কিছু জিজ্ঞেস না করলে ক্যাপ্টেনও তার

www.BanglaBook.org

সঙ্গে কথা বলতেন না। যাও বলতেন সে কথাও কাটা কাটা, তীক্ষ্ণ ও সংক্ষিপ্ত। যা দরকার তার একটিও বাড়তি শব্দ খরচ করতেন না ক্যাপ্টেন। মাঝে মাঝে তাকে চেপে ধরা হলে তিনি স্বীকার করতেন যে হয়তো নাবিকদের ব্যাপারে তার কিছু ভুল হয়েছে। কারণ তাদের বেশির ভাগই যথেষ্ট চটপটে ও তুখোড় এবং ব্যবহার সকলেরই মোটামুটি ভালো। জাহাজটাকে তো তিনি খুবই পছন্দ করতেন। কিন্তু তবুও, তিনি বলতে ছাড়তেন না, ঃ এই সমুদ্রযাত্রাটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

আর একথা শুনলেই জমিদার সবেগে ঘুরে নাক আকাশে তুলে ডেকের ওপর পায়চারি করে বেড়াতেন।

ঃ এই লোকটার সান্নিধ্য যদি আমাকে আর এক বিন্দুও সহ্য করতে হয়, তো আমি ফেটে পড়বো। তিনি বলতেন।

আমরা কয়েকবার খারাপ আবহাওয়ার সামনে পড়লাম, কিন্তু তাতে হিসপানিওলা যে কতো ভালো জাহাজ তা ফের প্রমাণিত হলো। জাহাজের প্রতিটি লোকই খুব খুশি। জাহাজে খাবার দাবার ছিলো অফুরান। যে কোনো অছিলায় নাবিকরা মদ খেতে পারতো। এছাড়া ডেকে রাখা ছিলো এক পিপে ভর্তি আপেল; যার যখন ইচ্ছা ওখান থেকে আপেল নিয়ে খেতে পারতো।

ক্যাপ্টেন বলতেন ডাক্তার লিভ্‌জিকে ঃ এর ফল মোটেই ভালো হবে না। খালাসিদের স্বভাব এতে খারাপ হয়ে যায়, তারা শয়তানে পরিণত হয়। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।

কিন্তু আপেলের পিপে থেকে একটা উপকার আমাদের হয়েছিল। পিপেটা না থাকলে আমরা সতর্ক হতে পারতাম না এবং বিশ্বাসঘাতকের হাতে সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

ব্যাপারটা কী হয়েছিলো বলি।

আমরা দ্বীপমুখো যাবার অনুকূল হাওয়া পেয়ে দিনরাত খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছিলাম। হিশেব মতো সেদিনটা আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন। হয় সেই রাতে, নয়তো খুব দেরি হলে পরের দিন দুপুরের মধ্যে আমাদের গুপ্তধনের দ্বীপের দেখা পাওয়ার কথা। জাহাজ চলছিলো দক্ষিণ-পশ্চিমে, সমুদ্র শান্ত, হাওয়া অনুকূল। হিসপানিওলা স্বচ্ছন্দে ঢেউয়ের মাথায় উঠছে নামছে, তার সামনের অংশের ঘা লেগে শূন্যে ছিটকে উঠছে পানির ফেনা। সকলেই খুব খুশি, কারণ আমাদের রোমাঞ্চকর অভিযানের প্রথম পর্ব সমাপ্ত প্রায়।

ঠিক সূর্য অস্ত যাওয়ায় পরে, আমার সব কাজ তখন শেষ, বার্থে ফিরে যাবার সময় একটা আপেল খাবার ইচ্ছে হলো। আমি দৌড়ে ডেকে চলে গেলাম। ব্রিজে

www.BanglaBook.org

দাঁড়ানো প্রহরীরা সকলেই তখন জাহাজের সামনের দিকে গুপ্তধনের দ্বীপ দেখতে পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত। হালে বসা নাবিকটি ফুলে ওঠা পালের দিকে তাকিয়ে আপন মনে শিস দিচ্ছিলো। এই শিসের আওয়াজ আর জাহাজের গায়ে লেগে ভেঙে যাওয়া ঢেউয়ের ছলাৎ চ্ছলাৎ ছাড়া চারদিকে কোথাও কোনো শব্দ নেই।

বিরাট পিপেটার মধ্যে নেমে পড়ে আমি দেখলাম কয়েকখানা মাত্র আপেল পড়ে আছে। পিপের মধ্যে গরমে বসে একটা আপেল খাওয়ার পর জাহাজের দুলুনিতে আরামে ক্লান্তিতে আমার চোখ বুঁজে এলো। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ একটা ভারি চেহারার লোক ধপাস করে পিপের কাছটায় এসে বসতেই আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেলো। লোকটা পিপের গায়েই ঠেস দিয়ে বসলো। আমি লাফিয়ে উঠতে যাবো, এমন সময় লোকটা কথা বলতে শুরু করলো। আমি চিনতে পারলাম, গলাটা সিলভারের। সে দশ-বারোটা শব্দ বলতে না বলতেই আমি বুঝে গেলাম যে পিপে থেকে আমার এখন কোনোমতেই বেরোনো চলবে না। উত্তেজনা ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি সেখানেই শুয়ে যা শুনতে পেলাম, তাতে বুঝতে পারলাম যে জাহাজের সমস্ত সৎ মানুষগুলির জীবন এখন একা আমার ওপর নির্ভর করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আড়ি পেতে শোনা

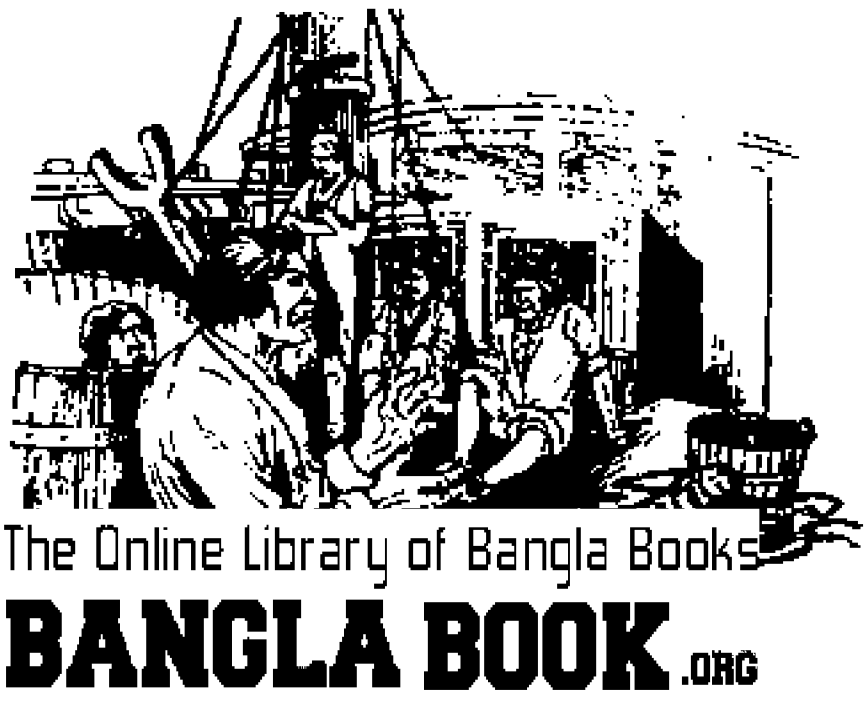

জন সিলভার বলছে ঃ না, আমি না, জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলো ফ্লিন্ট। আমার এ পা'খানা সে বারেই কাটা পড়ে। আমি ছিলাম কোয়ার্টার মাষ্টার। পিউ অন্ধ হয় সে বারেই। আমার পা'টা যে কেটে বাদ দিয়েছিলো, সে ছিলো একজন ভালো সার্জন। রীতিমতো কলেজ থেকে পাশ করা। ল্যাতিনও জানতো সে। কিন্তু করসো দুর্গে তাকেও আর সকলের মতো ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিলো। লাশটা পড়ে ছিলো রোদে। ওরা সব ছিলো রবার্টের লোক। ওদের জাহাজের নাম ছিলো 'রয়েল ফরচুন।' ফ্লিন্টের জাহাজের নাম ছিলো 'ওয়ালরাস'। দুর্ঘটনাটা সেই নড়বড়ে জাহাজেই ঘটেছিলো। যাক'গে, সে সব পুরনো কথা। আমরা কিন্তু শিগগিরই ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের সেই গুপ্তধন পেতে যাচ্ছি।

একটু চুপ করেই সিলভার আবার বললো ঃ যাদের সঙ্গে আমরা আজ স্পাই গ্লাস দ্বীপে যাচ্ছি তাদের কাছেই রয়েছে ফ্লিন্টের সেই মানচিত্র। সেই মানচিত্র দেখে ওরা গুপ্তধনের সন্ধান করবেই করবে। আমরা করবো ওদের সাহায্য। হ্যাঁ, আমরা আগাগোড়া ওদের সাহায্য করবো। তারপর গুপ্তধন নিয়ে যখন ওরা ইংলন্ডের দিকে রওয়ানা দেবে, তখন—

দলের একজন বললো ঃ ওদের কি কোনো নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে যাবে?

সিলভার বললো ঃ ওদেরকে সাবাড় করে দিতে হবে। সেটাই হলো বিলি ও' ফ্লিন্টের পন্থা।

ইজরায়েল হ্যান্ডস নামে একজন জাহাজি বললো ঃ বিলি বলতো, মরা মানুষ কখনো কামড়াতে পারে না। কাজেই ওদের মেরে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ।

তারপর সে সিলভারকে বললো ঃ জন সিলভার, তুমি একটা সাহসী লোক বটে।

সে কথায় উৎসাহিত হয়ে সিলভার বললো ঃ আমার ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিও তোমরা। আর বিশেষ করে ছেড়ে দেবে ট্রেলনিকে। ওকে শেষ করার ভার আমার ওপর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটুকু বলেই ডিক নামে এক যুবককে ডেকে বললো ঃ ভালো ছেলের মতো তুমি পিপে থেকে একটা আপেল নিয়ে এসো তো আমার জন্যে।

এ কথা শুনে পিপের মধ্যে লুকানো আমার হৃৎপিণ্ডে ধড়ফড় শুরু হলো। পারলে আমি তখ্খুনি লাফিয়ে উঠে দৌড়ে পালাতাম। কিন্তু তখন সে শক্তি আমার কোথায়! ভয়ে আমার হাত পা কাঁপছে ঠক্ঠক্ করে। ডিক উঠে দাঁড়ালো, শব্দ শুনতে পেলাম আমি।

এমন সময় ইজরায়েল হ্যান্ডস্ বললো ঃ তার চেয়ে বরং একটু মদ পান করা যাক।

সিলভার তার কথায় সায় দিয়ে ডিককে বললো ঃ তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি। আমার চাবিটা নিয়ে চুপি চুপি খানিকটা মদ বের করে নিয়ে এসো।

এবার বুঝতে পারলাম, এরা কোথা থেকে এতো মদ সংগ্রহ করতো।

ডিক ফিরে এলে সবাই মিলে তারা মদের পাত্রটা নিঃশেষ করলো।

এমন সময় হঠাৎ একটা আলো এসে পড়লো পিপের ভেতর আমার ওপর। চেয়ে দেখলাম চাঁদ উঠেছে। মাস্তুলের ওপর এসে পড়েছে রূপালি চাঁদের আলো। চাঁদের আলোয় সামনে ফুলে ওঠা পাল শাদা ধবধব করছে।

জাহাজের ব্রিজের ওপর সারাক্ষণ একটা লোক পাহারায় থাকতো। একটু পরেই সে চিৎকার করে উঠলো ঃ ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে, ডাঙ্গা। আমরা পৌঁছে গেছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোম্বেটেদের ষড়যন্ত্র

জাহাজের ডেকের ওপর এক সঙ্গে অনেকগুলি পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। বুঝতে পারলাম, সবাই জাহাজের কিনারায় সরে গেছে ট্রেজার আইল্যান্ড দেখার জন্যে। এই সুযোগে আমি দ্রুত পিপে থেকে বের হয়ে খোলা ডেকে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে চাঁদ ওঠায় কুয়াশার আস্তরণ সরে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক মাইল দূরত্বে এক দ্বীপে দু'টি নিচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এ দু'টি পাহাড়ের ঠিক পেছনেই দেখা যায় আরেকটি উঁচু পাহাড়। তিনটি পাহাড়ই পিরামিডের মতো তিন কোনা আর খাড়া।

তখনও আমার মন থেকে ভয়ের ঘোর কাটেনি। তবু পাহাড়গুলি দেখে নিলাম। ঠিক এমন সময় ক্যাপ্টেন স্মোলেট জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কেউ এর আগে সামনের দ্বীপটা দেখেছো?

সিলভার তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো ঃ আমি দেখেছি, স্যার। একটা সওদাগরি জাহাজের বাবুর্চি হয়ে একবার আমি এসেছিলাম, ক্যাপ্টেন স্মোলেট।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন ঃ দ্বীপের দক্ষিণ দিকে ছোটো একটা দ্বীপ, তার পেছনে জাহাজ নোঙ্গর করবার উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যাবে। তাই না?

ঃ হ্যাঁ, স্যার। নাবিকেরা ওই দ্বীপটাকে বলতো 'কংকাল দ্বীপ'। এক সময়ে জলদস্যুদের আস্তানা ছিলো ঐ দ্বীপটা। আমাদের একজন জাহাজি ছিলো। সে সবগুলি দ্বীপের নাম জানতো। উত্তর দিকের পাহাড়টাকে ওরা বলতো ফোরমস্ট হিল। উত্তর থেকে দক্ষিণে পর পর তিনটা পাহাড় আছে— ফোর, মেইন আর মিজেন। জাহাজের পালের নামে নাম দেয়া। আর ঐ বড়ো পাহাড়ওয়ালা দ্বীপটার নাম 'স্পাই গ্লাস', কারণ, ওখান থেকে জলদস্যুরা চারদিকে নজর রাখতো। এই দ্বীপটা ছিলো আসলে তাদের জাহাজ পরিস্কার করার জায়গা।

ক্যাপ্টেন স্মোলেট বললেন ঃ এই যে আমার কাছে একটি নকশা রয়েছে। দেখ তো এটাই সেই দ্বীপ কিনা।

হাত বাড়িয়ে নকশাটা নিতে গিয়ে সিলভারের চোখ যেন ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু আমি দেখলাম নকশাটা একেবারে নতুন কাগজে আঁকা। বুড়ো ক্যাপ্টেন বিলি জোন্সের সিন্দুকে পাওয়া নকশা নয়—তবে তারই হুবহু নকল। নাম, উচ্চতা, গভীরতা সব দেয়া আছে। নেই শুধু একটা জিনিশ— লাল কাটা চিহ্নগুলি আর তার সঙ্গের লেখাগুলি।

সিলভার মানচিত্র দেখে বললো ঃ হ্যাঁ, এই সেই দ্বীপ, স্যার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন বললেন ঃ বেশ তোমাকে ধন্যবাদ। আবার দরকার মতো তোমার সাহায্য নেয়া যাবে। এখন তুমি যেতে পারো।

সিলভার চলে গেলো।

একটু পরে দেখলাম ক্যাপ্টেন স্মোলেট, জমিদার আর ডাক্তার লিভ্‌জি পেছনের কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আমিও তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছি তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। তবু তাঁদের কথাবার্তার মাঝে বাধা দিতে সাহস পাচ্ছিলাম না। এমন সময় ডাক্তার আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলেন। সারাক্ষণ তিনি পাইপ টানেন। পাইপটা ভুলে ফেলে এসেছিলেন নিচে। সেটা এনে দেবার জন্যেই তিনি ডেকেছিলেন আমাকে। কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে আমি চুপি চুপি বললাম ঃ ডাক্তার, আগে আমার কথা শুনুন। ক্যাপ্টেন আর জমিদারকে নিয়ে শিগ্‌গির নিচে চলে যান। গিয়ে একটা অজুহাত করে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। সাংঘাতিক একটা খবর আছে আমার কাছে।

কথাটা শুনে মুহূর্তের মধ্যে একটা চিন্তার ভাব যেনো ফুটে উঠলো ডাক্তারের চোখে মুখে। কিন্তু দ্রুত সে ভাব কাটিয়ে তিনি বলে উঠলেন ঃ ঠিক আছে, জিম। সে কথাটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

এমনভাবে কথাটা তিনি বললেন, যেনো কিছু একটা আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন ও জমিদারকে নিয়ে তিনি নিচে চলে গেলেন।

একটু পরেই আমার ডাক এলো। আমি নিচে যেতেই জমিদার মিঃ ট্রেলনি বলে উঠলেন ঃ তোমার কাছে নাকি কি ভয়ানক খবর আছে। বলো তো শুনি, কি খবর, জিম হকিন্স?

যা কিছু শুনেছিলাম আগাগোড়া তাঁদের কাছে খুলে বললাম। যতক্ষণ আমার কথা শেষ না হলো তাঁরা চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। কেউ একটি কথাও বললেন না। আমার কথা শেষ হতেই মিঃ ট্রেলনি বললেন ঃ আপনার ধারণাই দেখছি ঠিক, মিঃ স্মোলেট। আমিই একটা গাধা। এ অবস্থায় কি করা দরকার আপনিই বলুন।

ক্যাপ্টেন বললেন ঃ আমিও কম গাধা নই। আমার উচিত ছিলো আগেই ওদের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা। তখন তা করা হয়নি বলে এখন আর চুপ করে থাকা যায় না। প্রথম কথা হলো, এখন আর ফিরে যাওয়া যাবে না। আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। এখন ফিরবার কথা বললেই ওরা মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করবে। দ্বিতীয় কথা হলো এখনও আমাদের হাতে কিছু সময় আছে। গুপ্তধন আমাদের হাতে না-আসা অবধি ওরা আমাদের বাধ্যই থাকবে। তৃতীয়ত বিশ্বাসী

www.BanglaBook.org

লোক আমাদের হাতেও কয়েকজন আছে। সুযোগ সুবিধে বুঝে আমরাই একদিন হঠাৎ ওদের আক্রমণ করবো। তার আগে কিছুই ওদের বুঝতে দেবো না। আরেকটি কথা, মিঃ ট্রেলনি আপনার সঙ্গে যে দু'জন চাকর এসেছে তাদের ওপর আমাদের আস্থা রাখতে পারি তো?

জমিদার বললেন ঃ ঠিক আমাকে যতটা বিশ্বাস করেন, ওদেরও ততটাই বিশ্বাস করতে পারেন।

ডাক্তার বললেন ঃ সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে হকিন্সের কাছে। ও বেশ চালাক চতুর ছেলে। তা ছাড়া জাহাজের বাবুর্চি খালাসি সবাইয়ের সঙ্গে কথা বলে মন খুলে।

জমিদার তাঁর কথায় সায় দিয়ে আমাকে বললেন ঃ আমাদের অনেক আশা ভরসা তোমার ওপর, মনে রেখো জিম হকিন্স।

এমন বিপদের মুখে আমার মতো একটি বালক কি করতে পারে! জমিদারের কথা শুনে আমি অসহায় বোধ করতে লাগলাম। তবু এ কথা সত্যি যে, আমাদের নিরাপত্তা এসেছিলো আমার হাত দিয়েই। আমি ভাবতে লাগলাম, জাহাজে মোট ছাব্বিশ জন লোকের ভেতর, আমরা মাত্র সাত জন, তার ভেতর আবার একজন আমি বালক মাত্র। কাজেই ওদের উনিশ জনের বিরুদ্ধে আমাদের দলে প্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ছয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বীপে প্রথম যাত্রা

পরদিন সকালে উঠে ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম দ্বীপের চেহারা যেনো সম্পূর্ণ বদলে গেছে। হাওয়া যদিও পড়ে গেছে তবু আমাদের জাহাজ এক রাত্রে অনেক দূরে এগিয়ে এসে এখন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় আধ-মাইল দূরে শান্ত পানির মধ্যে থেমে রয়েছে।

আমাদের জন্যে ক্লান্তিকর সকাল অপেক্ষা করছিলো। বাতাস একেবারে পড়ে গেছে বলে জাহাজ আর মোটেই এগোচ্ছে না। জাহাজিরা তখন ছোটো ছোটো নৌকোয় উঠে জাহাজ টেনে নিতে লাগলো। আমিও নেমে গেলাম একখানা নৌকোয়। খুব গরম পড়েছিলো বলে খালাসিরা কাজ করতে বিরক্ত বোধ করছিলো। আমাদের নৌকোয় ছিলো জব এ্যান্ডারসন। সে-ই যেনো বিরক্ত হয়েছে বেশি। একবার সে মুখ খারাপ করে বলেই ফেললো ঃ এ রকম খাটুনি আর খাটা যায় না।

আমার মনে হলো, দ্বীপের কাছে এসে লোকগুলি যেনো ধীরে ধীরে অবাধ্য হয়ে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করছে; সব শৃংখলার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে।

লং জন সিলভার আছে সারাক্ষণ জাহাজের হালের কাছে দাঁড়িয়ে। সে হয়েছে আমাদের চালক। এ দ্বীপের পথঘাট তার সবই ভালো করে চেনা। নকশার যেখানে নোঙ্গর করবার জায়গা দেখানো আছে আমাদের জাহাজ এসে অবশেষে সেখানে পৌঁছালো। তখন জাহাজের একদিকে সেই মূল দ্বীপ, অন্যদিকে কংকাল দ্বীপ।

এবার জাহাজে ফিরে এসে খালাসিদের মেজাজ যেনো আরও তিরিক্ষি হয়ে উঠলো। কাজের হুকুম করলেই তারা মুখ গোমড়া করে। কাজে কারোই মনোযোগ নেই। শুধু লং জনের উৎসাহ যেনো আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

ডাঃ লিভ্‌জি ও জমিদারের সঙ্গে কেবিনে গিয়ে পরামর্শ করে ক্যাপ্টেন খালাসিদের এসে বললেন ঃ সারাটা দিন গরম গেছে, খাটুনিও হয়েছে কম নয়। এক কাজ করো। নৌকোগুলো পানিতে ভাসানোই রয়েছে। যার খুশি তোমরা গিয়ে দ্বীপে বেড়িয়ে এসো। সূর্য ডুবে যাওয়ার আধ ঘন্টা আগে আমি পিস্তলের গুলির আওয়াজ করলে তোমরা ফিরে আসবে।

ক্যাপ্টেনের এ কথায় সবাই যেনো খুশি হয়ে উঠলো। হুকুম দিয়েই ক্যাপ্টেন চলে গেলেন। লং জন সিলভার তীরে যাবার আয়োজনে মেতে উঠলো। ঠিক হলো, ছয় জন শুধু থাকবে জাহাজে। সিলভারসহ বাকি তেরোজনের সবাই যাবে দ্বীপে বেড়াতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন আমার মাথায় একটা পাগলামি বুদ্ধি ভর করলো। অবশ্যি সে ক্ষ্যাপামির জন্যেই পরে আমাদের জীবন রক্ষা হয়েছিলো।

আমি ভাবলাম, ছয়জন লোক জাহাজে থাকলে ডাক্তার বা ক্যাপ্টেনের কোনো কাজের জন্য আমাকে না-থাকলেও চলে যাবে। কাজেই, আমিও ওদের সঙ্গে গিয়ে দ্বীপে বেড়িয়ে আসবো।

এই ভেবে আমি সকলের অলক্ষ্যে একখানা নৌকোয় নেমে গেলাম। আমাদের নৌকোয় যে লোকটা হাল ধরেছিলো সে-ই শুধু আমাকে দেখতে পেলো। দেখতে পেয়ে বলে উঠলো ঃ কে, জিম নাকি? তুমিও আমাদের সঙ্গে চললে? বেশ, মাথাটা একটু নিচু করে বসো।

এ ছাড়া অন্য নৌকো থেকে সিলভারও আমাকে লক্ষ্য করেছিলো। আমিও তাদের সঙ্গে যাচ্ছি কিনা সে তীক্ষ্ণস্বরে তাই ডেকে জিজ্ঞেস করলো। সেই মুহূর্ত থেকে আমি যা করেছি, তার জন্যে আমার আপসোস হচ্ছিলো।

আমি যে নৌকোয় ছিলাম তা ছিলো হালকা, যারা দাঁড় টানছিলো তারাও ছিলো জোয়ান। কাজেই আমাদের নৌকোখানাই আগে গিয়ে তীরে গাছপালার সঙ্গে লাগলো। সিলভারের নৌকো তখনও প্রায় একশ' গজ পেছনে। আমাদের নৌকো ভিড়বার আগেই গাছের একটা ডাল ধরে আমি নেমে পড়লাম। সিলভার তাই দেখতে পেয়ে চিৎকার করে আমাকে ডেকে উঠলো ঃ জিম, জিম!

আমি তার ডাকে মোটেই সাড়া দিলাম না। নেমেই আমি ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে প্রাণপণে লাফাতে লাফাতে ছুটে চললাম। ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বসে পড়লাম। আর সামনে চলার মতো শক্তি রইলো না আমার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রথম আঘাত

লং জনকে ফাঁকি দিয়ে এখানে আসতে পেরে মনটা খুশিতে ভরে গেলো। এ অচেনা অদ্ভুত দেশের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম কৌতুহলের সঙ্গে। উইলো, বাবলা আর দু একটা পাইন গাছ সহ নানা রকম গাছ-পালায় ভর্তি একটা জলাভূমি। সে জায়গাটা পার হয়ে বালুকাময় একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। এখানে সেখানে দেখলাম কতো অজানা ফুলের গাছ। মাঝে মাঝে সাপ ফণা তুলে হিসহিস করছে। ও গুলি যে ভয়ঙ্কর র‍্যাটল স্নেক তা ভাবতেও পারিনি।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা মানুষের গলার আওয়াজ এলো আমার কানে। কান পেতে শুনলাম, সে আওয়াজ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে কাছের দিকে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারলাম যে জাহাজের কিছু লোক এদিকে এগিয়ে আসছে।

আমি ভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ইঁদুরের মতো লুকিয়ে রইলাম একটা বড়ো গাছের আড়ালে। লুকিয়ে লুকিয়ে চুপ করে কান খাড়া করে রইলাম।

দু'জন লোক কথা বলছে, তাদের একজন লং জন সিলভার। দু'জনেই বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। কিন্তু তাদের কথাবার্তা কিছুই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি না।

ভাবতে লাগলাম, বোকার মতো এসব বেপরোয়া লোকগুলোর সঙ্গে যখন এসেই পড়েছি তখন ওদের কথাবার্তা শুনতে পেলে সেটাই হবে লাভ। এ কথা মনে হতেই হামাগুড়ি দিয়ে আমি শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম লং জন সিলভার জাহাজের একজন খালাসির সঙ্গে কথা বলছে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে।

জাহাজের সেই খালাসিটি বলছে ঃ সিলভার, তোমার বয়স হয়েছে। লোকে বলে তুমি সৎ। এখন তোমার মতো লোক কিনা আমাকে বলছে আকাট মুর্খদের মতো আমি চলছি। একথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। ক্যাপ্টেন স্মোলেটের আদেশ মেনে চলাই আমার কর্তব্য হিশেবে মনে করি।

ঠিক এমনি সময় তাদের কথাবার্তায় বাধা দিলো দূর থেকে ভেসে আসা একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে আরেক বার কানে এলো একটা হুঙ্কার। তারপরে ভয়ার্ত একটা একটানা কাতর কণ্ঠের চিৎকার। সে যন্ত্রণা কাতর চিৎকারে স্পাই গ্লাস কেঁপে উঠলো।

সে আর্তস্বর কানে যেতেই খালাসি টম এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু সিলভারের চোখের পাতাটিও নড়লো না। ক্রাচে ভর করে সে যেমনি দাঁড়িয়েছিলো তেমনি নির্বিকার ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো তার সঙ্গী টমকে।

নাবিক টম হাত বাড়িয়ে বলে উঠলো ঃ জন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন সিলভার এক লাফে দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে বললো ঃ তোমার হাত সরাও, টম।

ঃ হাত সরাতে হয় সরাচ্ছি, জন সিলভার। তোমার মনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে বলেই তুমি আমাকে ভয় করছো। কিন্তু তোমার ঈশ্বরের দোহাই, ও শব্দটা কিসের আমাকে খুলে বলো, সিলভার।

ঃ ওটা? মুচকি হেসে নির্বিকার সিলভার বলে উঠলো ঃ ওটা হবে অ্যালানের কণ্ঠস্বর।

অ্যালানের কথা শুনে বেচারা টম যেনো সহসা জ্বলে উঠলো। সে বললো ঃ অ্যালান! আহা বেচারার আত্মা যেনো শান্তিতে বিশ্রাম করে। সিলভার, অনেক দিন ধরে তোমার সঙ্গে একত্রে কাজ করছি, কিন্তু আর নয়, আর তুমি আমার সাথী নও। যদি কুকুরের মতো আমাকে মরতেও হয় তবু দায়িত্ব পালন করেই আমি মরবো। তুমি হতভাগ্য অ্যালানকে খুন করিয়েছো। যদি পারো আমাকেও খুন করো। তবু তোমার আদেশ মানা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কথাগুলি বলেই সেই সাহসী নাবিক সিলভারের দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো। কিন্তু আর এগিয়ে যাওয়া তার ভাগ্যে হলো না। সিলভার হঠাৎ গর্জে উঠে এক হাতে একটা গাছের ডাল ধরলো, তারপর আরেক হাত দিয়ে তীব্র বেগে ক্রাচটা ছুঁড়ে মারলো টমকে লক্ষ্য করে। ভীষণ জোরে সেটা গিয়ে লাগলো বেচারা টমের ঘাড় ও পিঠের ঠিক মধ্যিখানে। সঙ্গে সঙ্গে দু'টো হাত ওপর দিকে তুলে সে আর্তনাদ করে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

তখন ক্রাচ ছাড়াই সিলভার লাফিয়ে পড়লো টমের কাছে ঠিক একটা বানরের মতো করে। গিয়েই একটি ছুরি দুইবার আমূল বসিয়ে দিলো টমের বুকে। আমি সেই ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে পেলাম ছোরাটা বসিয়ে দিয়েই সে হাঁপাচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পকেট থেকে একটা হুইসেল বের করে সে দুবার বাজালো। আমি এ সংকেতের অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমার ভয় হলো, দু'জন নিরপরাধ লোককে আমার সামনে যারা হত্যা করেছে, এবার হয়তো আমাকেই এসে ধরবে তারা। হয়তো এখুনি ওদের দলের আরও লোকজন এসে যাবে।

আমি তৎক্ষণাৎ হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে এলাম। কিছুদূর এসেই ছুটতে লাগলাম প্রাণপণে। ছুটতে ছুটতে থামলাম গিয়ে সেই দুই চূড়াওয়ালা পাহারাটার নিচে। এখানে চির হরিৎ ওক গাছগুলি পরস্পরের থেকে দূরে দূরে। জলাভূমির থেকে এখানকার বাতাসও অনেক তাজা আর নির্মল।

কিন্তু এখানে আবার ঘটলো ভয়াবহ একটা ব্যাপার। চমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। আমার বুকের মধ্যে দুপদাপ শব্দ হতে লাগলো।

www.BanglaBook.org

দ্বীপের একমাত্র মানুষ

পাথুরে পাহাড়টা খাড়াভাবে উঠে গেছে। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে হঠাৎ একটা পাথর গাছপালার ফাঁক দিয়ে এসে সশব্দে গড়িয়ে পড়লো। সেদিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি, একটা মূর্তি লাফাতে লাফাতে একটা পাইন গাছের গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে লুকোলো।

মূর্তিটা ছুটছে তীব্র বেগে। সেটা মানুষ, ভালুক, না হনুমান কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ছুটছে ঠিক মানুষের মতো দু'পায়েই। মানুষের মতো হলেও কিন্তু এমন মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমি বিপরীত দিকে চলতে শুরু করলাম, কোনোমতে নৌকোর কাছে যদি পৌঁছাতে পারি।

দুমড়ে কুঁজো হয়ে দৌড়াক আর দেখতে যেমনই হোক, সে যে মানুষ এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইলো না। ভাবতে লাগলাম, পালাবো কি করে এখান থেকে। এমন সময় মনে পড়লো, আমার সঙ্গে একটা পিস্তল রয়েছে। জাহাজে আর সকলের সঙ্গে জমিদার আমাকেও একটা দিয়েছিলেন। যখন মনে পড়লো আমি নিরস্ত্র অসহায় নই, তখনই সাহস ফিরে এলো মনে। সাহস ফিরে আসতেই লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

লোকটার মধ্যে কেমন একটা আচ্ছন্নতার ভাব। কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে সে আবার এগিয়ে এলো। অবশেষে আমাকে অবাক করে দিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো হাত জোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

তাই দেখে আবার থমকে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কে?

কর্কশ কণ্ঠে সে জবাব দিলো ঃ আমি বেন গান, হতভাগ্য বেন গান। তিনটি বছর আমি কোনো সভ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি।

www.BanglaBook.org

এতক্ষণে দেখলাম লোকটা আমারই মতো একজন শ্বেতাঙ্গ। তার মুখ চোখও দেখতে খারাপ নয়। অবশ্য তার গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে গেছে। এমনকি তার ঠোঁট দু'টা পর্যন্ত কালো কুচকুচে। এ রকম কালচে মুখে তার কটা চোখ দু'টা অদ্ভুত লাগছিলো। তার পরণে জাহাজের পুরানো ত্রিপল আর জাহাজি পালের কাপড়। সে পোশাকে কত যে তালি দেয়া হয়েছে আর বাঁধা ছাঁদা হয়েছে তার হিশেব নেই। তার কোমরে পিতলের চাকতি লাগানো। একটি চামড়ার বেল্ট। এছাড়া তার সারা শরীরে একটাও আস্ত জিনিশ নেই।

আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম ঃ তি-ন-ব-ছ-র! জাহাজ ডুবি হয়েছিলো বুঝি?

সে বললো ঃ না ভাই, সঙ্গীরা আমাকে ইচ্ছে করে ছেড়ে গেছে।

শুনেছি, কোনো কারণে বিরূপ হলে সাজা দেয়ার জন্যে বোম্বেটেরা মানুষকে এভাবে কোনো সুদূর দ্বীপে নির্বাসন দিতো। সঙ্গে দিতো অল্প কিছু বারুদ আর বন্দুক।

ঃ তিন বছর হলো ওরা আমাকে এখানে ফেলে গেছে। সেই থেকে খেয়েছি শুধু ছাগল, বুনোফল আর ঝিনুক। কতো দিন থেকে যে একটু ভালো খাবার খেতে মন চাইছে তা বলতে পারি না। তোমার কাছে বোধ হয় এক টুকরো পনির আছে? আহা, কতো রাত্রি যে আমার কেটেছে একটু পনির মুখে দেবার কথা ভেবে ভেবে!

ঃ জাহাজে ফিরে যেতে পারলে তোমাকে যতো খুশি পনির আমি দিতে পারবো।

ঃ জাহাজে ফিরতে পারলে বলছো কোনো? ফিরে যেতে কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?

ঃ তুমি যে বাধা দেবে না তা জানি।

ঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। আমি বাধা দেবো না। তোমাকে কি বলে ডাকবো ভাই? তোমার নাম কি?

ঃ জিম। জিম।

নাম শুনে বেন গান খুশি হয়ে উঠলো। বলতে লাগলো ঃ জিম, জিম। যে দুঃখে এখানে আমার দিন কেটেছে তা শুনলে তুমি লজ্জিত না হয়ে পারবে না।

তারপর চারদিকে নজর দিয়ে একটু নিচু গলায় বেন বললো ঃ কিন্তু জিম— এখন আমি ধনী। তোমাকে বলতে বাধা নেই, আমি তোমাকে মানুষের মতো মানুষ করে দেবো। ভাগ্য ভালো যে, তোমার সঙ্গেই আমার প্রথম দেখা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতে বলতে হঠাৎ তার মুখ মলিন হয়ে এলো। শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরে তর্জনি তুলে আমাকে শাসিয়ে উঠলো ঃ সত্যি করে বলো জিম, এ জাহাজ ফ্লিন্টের নয় তো?

তার কথায় আমি ভরসা পেলাম। বুঝলাম লোকটার সঙ্গে আমাদের শত্রুতার কোনো কারণ নেই। বললাম ঃ না, ফ্লিন্টের জাহাজ এটা নয়। ফ্লিন্ট মরে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ফ্লিন্টের লোক লশ্‌কর জন কয়েক আমাদের সঙ্গে আছে। আর সেটাই হয়েছে আমাদের মুশকিল।

ঢোক গিলে বেন গান জিজ্ঞেস করলো ঃ এক ঠ্যাঙওয়ালা একটা লোকও আছে কি?

ঃ সিলভারের কথা বলছো?

ঃ হাঁ? সিলভার! ওর নাম সিলভারই বটে।

ঃ ও হলো জাহাজের বাবুর্চি। পালের সর্দারও বটে।

ঃ হ্যাঁ, সিলভার। সিলভারই ছিলো তার নাম। সে যদি তোমাকে পাঠিয়ে থাকে তবে আমার নিস্তার নেই। তোমরা কোথায় ছিলে এতোদিন?

মুহূর্তখানেকের মধ্যে আমি মনস্থির করে ফেললাম। বেন গানের প্রশ্নের জবাবে আমাদের পুরো সমুদ্রযাত্রার কাহিনী তাকে ধীরে ধীরে বললাম। সে আগাগোড়া মন দিয়ে সব শুনে আমার মাথায় মৃদু চাপড় মেরে বললো ঃ তুমি খুব ভালো ছেলে, জিম। তুমি বেন গানের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারো। আচ্ছা, তোমাদের ঐ জমিদারটি লোক কেমন, জিম? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি হবেন তো তিনি? বিশেষ করে তোমার কথা মতো তিনি যখন এ রকম বেকায়দায় পড়েছেন?

ঃ খুব ভালো লোক আমাদের জমিদার। নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে যাবেন তিনি। তা'ছাড়া আমাদের লোকগুলিকে সরাতে পারলে তখন তোমার মতো লোকের সাহায্য দরকার হবে জাহাজ চালাতে।

আমার মনে তখন খেলে যাচ্ছে জাহাজে কি করে ফিরে যাবো শুধু সেই চিন্তা। বললাম ঃ এখন জাহাজে ফিরে যাই কি করে?

বেন গান হেসে বললো ঃ সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার হাতে তৈরি একটা নৌকো আছে ঐ পাহাড়ের নিচে বাঁধা। রাতের আঁধারে সেই নৌকো নিয়ে জাহাজে যাওয়া যাবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠে বেন গান চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ ওটা কিসের শব্দ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই মুহূর্তে একটা কামানের গোলা দাগার প্রচণ্ড আওয়াজ দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

আমি বললাম ঃ ওরা যুদ্ধ শুরু করেছে। শিগ্‌গির আমার সঙ্গে চলে এসো।

পর মুহূর্তেই সমস্ত ভয় ভাবনার কথা ভুলে আমি জাহাজের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। বেন গানও ছুটতে লাগলো আমার পাশাপাশি। আমার পাশে দ্বীপের মানুষটি তাঁর ত্রিপল আর পালের বেঢপ পাশাক পরেও হরিণের গতিতে দৌড়াতে লাগলো।

আবার শোনা গেলো কামানের গর্জন। সেই সঙ্গে বন্দুকের গুলির আওয়াজও। তারপর আবার সব চুপচাপ।

সিকি মাইল দূরে যেতেই দেখতে পেলাম, 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়ছে জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে পতপত করে। ব্রিটিশ রাজকীয় পতাকা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাক্তারের কথা

হিসপানিওয়ালা জাহাজ থেকে দু'টা নৌকো ভর্তি করে মাল্লারা যখন তীরের দিকে গেলো, তখন দেড়টা বাজে। এরপর অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন, জমিদার ও আমি তাই নিয়ে আলোচনা করছিলাম কেবিনে বসে। এমন সময় হান্টার এসে খবর দিলো, জিম হকিন্স হয়তো একটা নৌকোয় চড়ে মাল্লাদের সঙ্গে দ্বীপে নেমে গেছে।

জিম হকিন্স ওদের সঙ্গে যোগ দেবে এমন সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। বরং তার কোনো রকম বিপদ আপদ হলো কিনা তাই ভেবে আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। ওদের হাতে পড়লে ছেলেটাকে ফিরে পাবো সে আশাই দুরাশা বলে মনে হলো। আমরা তাড়াতাড়ি ডেকে নেমে এলাম। জাহাজের এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও জিমকে দেখতে পেলাম না।

আর অপেক্ষা করে থাকা যায় না। কারণ তা বড়ো যন্ত্রদায়ক মনে হচ্ছিলো। ঠিক হলো, হান্টারকে নিয়ে আমি দ্বীপে নেমে যাবো সেখানকার খবর জানতে।

একটু পরেই হান্টার আর আমি একখানা জলিবোট নিয়ে দ্বীপে এসে পৌঁছালাম। জলিবোটখানা ডাঙ্গায় লাগতেই আমি লাফিয়ে পড়লাম আগে। ডাঙ্গায় নেমে হয়তো এক শ' গজ গেছি এমন সময় দেখতে পেলাম, কাঠ দিয়ে শক্ত করে তৈরি করা একটা বাড়ি! একটা টিলার ওপর থেকে নেমে এসেছে পরিস্কার পানির একটি ফোয়ারা। সেটি ঘেরাও করে জন চল্লিশেক মানুষ থাকতে পারে এমনি একটি ঘর। কাঠের ঘরটি ঘিরে চারদিকে ছ'ফুট উঁচু শক্ত কাঠের বেড়া। ভেতর থেকে বন্দুক তাক করার জন্যে জায়গায় জায়গায় ফুটো। এ ছাড়া সে বেড়ায় আর কোনো দরজা জানালা নেই। ভালো পাহারার বন্দোবস্ত করলে আর খাবারের অভাব না হলে এটি বাসস্থান হিশেবে আদর্শ জায়গাই বটে। এমন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিতে পারলে শত্রুদেরকে আমাদের আর ভয়ের কারণ থাকবে না। শুধু মাত্র দরকার পর্যাপ্ত খাবার দাবার। অতর্কিতে আক্রান্ত হলে সামান্য ক'জন লোক একটা পুরো সেনাবাহিনীকে এখান থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

এসব কথাই আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এমন সময় শুনতে পেলাম একজন মানুষের মরণ-চিৎকার। শুনেই আমি সেই মুহূর্তে ছুটে গেলাম আবার জলিবোটের কাছে। লাফিয়ে উঠে জাহাজের দিকে নৌকো চালালাম। হান্টার ভালো দাঁড় টানতে পারতো। কাজেই জাহাজে ফিরতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

www.BanglaBook.org

এসে দেখলাম জমিদার মহাভাবনায় পড়েছেন আমাদের জন্য। আমি ক্যাপ্টেনকে সেই কাঠের বাড়িতে উঠে যাবার কথা বললাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজি হলেন। তারপর কিভাবে কি করা যাবে কিছুক্ষণ তার পরামর্শ চললো।

হান্টার নৌকোটা ওপাশ থেকে ঘুরিয়ে এ পাশে নিয়ে এলো। আমি আর জয়েস লেগে গেলাম নৌকো বোঝাই করার কাজে। একে একে বন্দুকের বারুদ, বন্দুক, বিস্কুট, মাংস, এক পিপে ব্রান্ডি আর আমার ওষুধের বাক্স নিয়ে নৌকোয় উঠানো হলো।

জমিদার আর ক্যাপ্টেন তখন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। বিদ্রোহীদের যে ছ'জন তখনো জাহাজে রয়েছে তাদের কর্তা হ্যান্ডস। তাকে ডেকে ক্যাপ্টেন হুঁশিয়ার করে দিলেন। বললেন ঃ এই যে আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছি পিস্তল হাতে নিয়ে। কেউ টু শব্দ করেছো তো মরেছো, বুঝলে?

ক্যাপ্টেনের এই কথায় সবাই ভীষণ ভাবে চমকে উঠলো। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলোচনা করে দুপদাপ করে নিচে নেমে গেলো। হয়তো পেছন দিক থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করার বদ মতলবে। কিন্তু সেখান দিয়ে যেতে গিয়েই দেখলো গ্যালারি আগলে বন্দুক হাতে বসে আছে রেডরুথ। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে আবার সবাই ডেকে উঠে আসার জন্যে তৈরি হলো।

পরের মুহূর্তেই গ্রে ও ক্যাপ্টেন লাফিয়ে জলিবোটে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নৌকো ছেড়ে দিলাম।

জাহাজ ছেড়ে শেষ পর্যন্ত আমরা বের হয়ে আসতে পারলাম। তীরে গিয়ে তখনও কিন্তু সেই নিরাপদ বাড়িতে পৌঁছাতে পারিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাহাজ ছেড়ে দ্বীপে

শেষের বারে নৌকোটা গাদাগাদি করে বোঝাই করা হয়েছে। মালপত্র তো রয়েছেই, তার ওপর আমরা পাঁচজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোক। তার মধ্যে ট্রেলনি, ক্যাপ্টেন ও টম রেডরুথ প্রত্যেকে ছ' ফুটের ওপর লম্বা। এতেই তো নৌকো অতিরিক্ত বোঝাই হয়ে গিয়েছিলো। নৌকো এমন বোঝাই হয়েছে যে আমাদের নিঃশ্বাস ছাড়তে ভয় হচ্ছে। নৌকোর সামনের দিকটা থেকে থেকে পানির দিকে ঝুঁকে নিচু হয়ে পড়ছিলো।

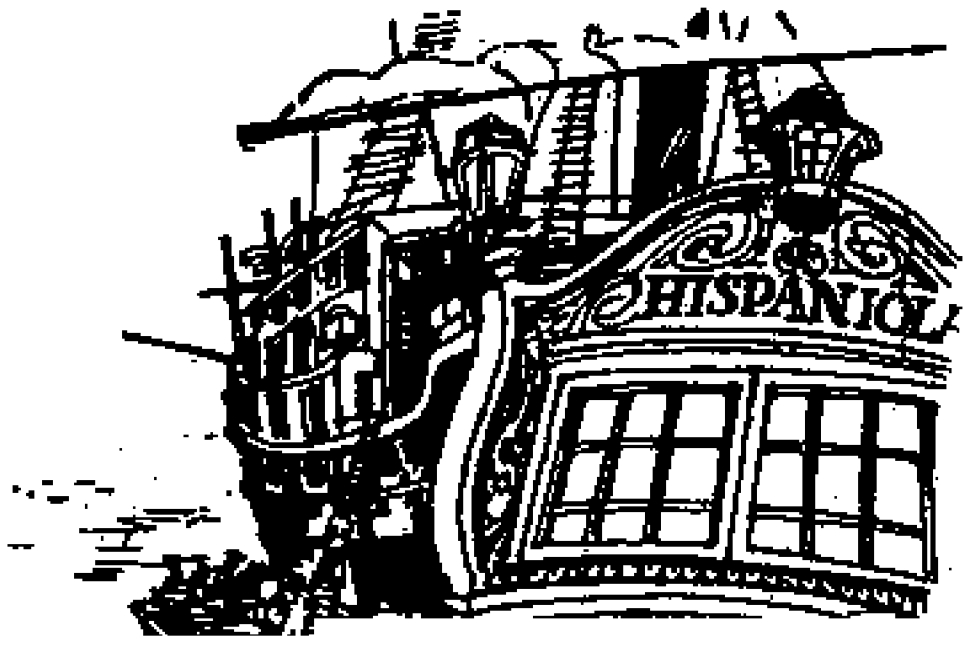

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

তা ছাড়া তখন ভাটা পড়েছে—প্রবল স্রোত চলেছে পশ্চিম দিকে, ঢেউও উঠেছে। স্রোতের উল্টো দিকে যেতে আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। স্রোত যেদিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে গেলে নির্ঘাত ডাকাতদের মুঠোর ভেতর গিয়ে পড়তে হবে। কারণ, এর একটু আগেই ওখানে তারা এসে জড়ো হয়েছিলো।

আমি হাল ধরেছিলাম, দাঁড় টানছিলেন ক্যাপ্টেন নিজে আর রেডরুথ। আমি তাদের বললাম ঃ নৌকোর হাল যে আর ঠিক রাখতে পারছি না। স্রোতের টানে কেবলই অন্যদিকে ভেসে যাচ্ছি। আপনারা আরও একটু জোরে দাঁড় টানতে পারেন কি?

ক্যাপ্টেন বললেন ঃ তাতে নৌকোয় পানি উঠে ডুববার ভয় আছে।

আমি আর কোনো কথা না বলে নৌকো ঠিক মতো চালাতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ আমাদের কামানটা?

সে কথা আমি আগেই ভেবেছি। কারণ আমার মনে হয়েছিলো, তিনি নিশ্চয়ই ভয় করছেন যে জলদস্যুরা আমাদের কাঠের দুর্গের ওপর গোলা ছুঁড়বে। বললাম ঃ আমারও মনে পড়েছিলো সে কথা, কিন্তু ওরা ওটা কিছুতেই ডাঙ্গায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামাতে পারবে না। যদি পারেও তবে গাছপালার ভেতর দিয়ে ওপরে উঠাতে পারবে না।

ঃ ডান দিকে একবার চেয়ে দেখুন, ডাক্তার। ক্যাপ্টেন বললেন।

ক্যাপ্টেনের কথা মতো ডান দিকে জাহাজের দিকে চেয়েই আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বিদ্রোহী পাঁচজন সেই কামান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা এরই ভেতর ত্রিপলের ঢাকনা সরিয়ে গোলা ছুঁড়বার জন্য তৈরি। চকিতে আমার মনে পড়লো, কামানের গোলা বারুদ সব আমরা জাহাজেই ফেলে এসেছি। কুড়াল দিয়ে শুধু একটা ঘা মারলেই বাক্স ভেঙ্গে সে সব পেতে ওদের একটুও অসুবিধে হবে না।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের ভেতর সবচেয়ে ভালো তাক্ করে কে বন্দুক ছুঁড়তে পারে?

ঃ মিঃ ট্রেলনি। আমি জবাব দিলাম।

ঃ তাঃ হলে মিঃ ট্রেলনি অন্ততঃ একটা বদমায়েশকে ঘায়েল করুন গুলি ছুঁড়ে—সম্ভব হলে হ্যান্ডস্‌কে।

মিঃ ট্রেলনি ইস্পাতের মতো শীতল মেজাজে নিজের বন্দুকটার দিকে তাকালেন। তারপর বন্দুক তুলে তাক্ করলেন। দাঁড় টানা থামিয়ে আমরা সবাই অন্য পাশে ঝুঁকে পড়লাম নৌকোর ভারসাম্য রক্ষা করতে। নৌকো একটুও না টলে সোজা ভেসে চললো। হ্যান্ডস্‌কে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হলো। শোঁ করে ছুটে গেলো গুলিটা। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঠিক সেই মুহূর্তেই হ্যান্ডস্ কিনা মাথা নিচু করলো আর সেই সুযোগে তার মাথার ওপর দিয়ে গুলিটা শিস দিয়ে গিয়ে লাগলো আরেক জনের গায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা চিৎকার করে উঠলো। তাদের সে চিৎকার প্রতিধ্বনিত হলো দ্বীপের গায়ে। ডাঙ্গার দিক থেকেও ভেসে এলো তেমনি চিৎকার। সেদিকে চেয়ে দেখলাম, দস্যুরা সবাই গাছের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে এসে সমুদ্রের কিনারে জড়ো হয়েছে।

ততোক্ষণে আমাদের নৌকো একটু ভালোভাবে চলতে শুরু করেছে। আমরা তীরের প্রায় কাছেই এসে গেছি। একটু মোড় ঘুরে আসবার পরে তীরে দাঁড়ানো দস্যুরা চোখের আড়ালে পড়ে গেলো।

ঠিক এমন সময় জাহাজ থেকে একটা কামানোর গোলা ছুটে এলো আমাদের দিকে। জমিদার চিৎকার করে উঠলেন ঃ হুঁশিয়ার!

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ক্যাপ্টেন আর রেডরুথ পেছন দিকে সরতে গিয়ে পড়ে গেলেন। গোলাটা হয়তো আমাদের মাথার ওপর দিয়েই সরে গেলো কিন্তু নৌকোখানা গেলো ডুবে তিন ফুট পানির নিচে। সবারই কাপড়-চোপড় ভিজে একাকার হয়ে গেলো।

নৌকো ডুবে বিশেষ কোনো ক্ষতি হলো না। আমরা সবাই যে প্রাণে বেঁচে গেছি তা-ই যথেষ্ট। শুধু জিনিশপত্র যা-কিছু এবার এনেছিলাম তার সবই রইলো পানির নিচে। সমস্যা হলো বন্দুকগুলি নিয়ে। পাঁচটি বন্দুকের মধ্যে তিনটিই ডুবে গেলো। আমার বন্দুকটা কখন যে মাথার ওপর উঁচু করে ধরেছিলাম মনেই নেই। ক্যাপ্টেনও তাঁর বন্দুকটা রক্ষা করেছেন। বাকি তিনটা নৌকোর সঙ্গে ডুবেছে পানির নিচে।

আমরা সব কিছুর মায়া ছেড়ে কোনোক্রমে পানি ভেঙ্গে ডাঙ্গায় গিয়ে উঠলাম। পেছনে পানির নিচে পড়ে রইলো আমাদের মন্দভাগ্য জলিবোট আর খাবার দাবার এবং বারুদের অর্ধেকেরও বেশি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বীপে প্রথম দিনের কথা

ডাঙ্গায় উঠে একটা ছোটো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে সবাই ছুটলাম সেই কাঠের বাড়ির দিকে। কিছু দূরেই বোম্বেটেদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। চিৎকার ক্রমশঃ কাছে ঘনিয়ে আসছে। ঝোপ-জঙ্গল ভেঙ্গে ওরা যে দৌড়ে আসছে তাদের পায়ের শব্দে আমরা তা বুঝতে পারলাম।

ক্যাপ্টেন তার ভালো বন্দুকটা দিলেন ট্রেলনির হাতে। আব্রাহাম গ্রে ছিলো খালি হাতে। তাই আমার তলোয়ারটা দিলাম তাকে। সে ওস্তাদের মতো শূন্যে তলোয়ারটা কয়েক পাক ঘুরালো। তা দেখে আমরা মনে বেশ জোর পেলাম। আরো তিরিশ চল্লিশ পা পার হতেই জঙ্গল শেষ হলো, কাঠের বাড়িটা চোখে পড়লো। বাড়িটার দক্ষিণ দিকের বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ করলাম। ঠিক এমনি সময়ে বিদ্রোহীরা সাত জন এসে হাজির হলো সেখানে। সবার আগে বোসান জব এ্যান্ডারসন।

প্রথমে তারা যেনো কেমন হকচকিয়ে গেলো। সে অবস্থাটা সামলে ওঠার আগেই জমিদার ও আমি গুলি ছুঁড়লাম তাদের লক্ষ্য করে। শুধু আমরাই নই, কাঠের ঘর থেকে হান্টার ও জয়েস ঠিক সেই সময়েই তাদের বন্দুকের ঘোড়াও টিপেছে। এক সঙ্গে চারটা গুলি ইতস্ততভাবে শত্রুর দিকে ছুটলো। কিন্তু তাতেই কাজ হলো। তাদের একজন ঘায়েল হলো আর বাকি সবাই গাছের আড়ালে ছুটে পালালো।

আমরা আবার বন্দুক ভর্তি করে বেড়ার পাশে গিয়ে দেখলাম, আহত লোকটা ততক্ষণে মরে গেছে। গুলি তার বুক ফুঁড়ে চলে গেছে।

আমাদের সাফল্যে মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে। আর ঠিক সে সময়েই ঝোপের আড়াল থেকে একটা পিস্তলের গুলি শিস দিয়ে চলে গেলো একেবারে আমার কানের পাশ ঘেষে। বেচারা রেডরুথ দাঁড়িয়েছিলো আমার পেছনে। গুলিটা লাগলো গিয়ে তার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে সে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। জমিদার ও আমি সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। কিন্তু সে গুলি কোথায় গিয়ে লাগলো বুঝতে পারলাম না।

গ্রে এবং ক্যাপ্টেন ছুটে এসে রেডরুথকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ততোক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। আহা, বেচারা বুড়ো টম রেডরুথ? ঝামেলার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমরা কোনোদিনও ভয়, বিস্ময়, নালিশ বা অসন্তুষ্টির ছাপ দেখিনি তার মুখে। আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকটিই সকলের আগে চলে গেলো। যথাসম্ভব যত্ন সহকারেই আমরা তাঁর কবর দেয়ার ব্যবস্থা করলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে কতোদিন আমাদের এভাবে কাটাতে হবে তাই নিয়ে কথা হচ্ছিলো। খাদ্য ও গোলা-বারুদ কতোটা আছে তা নিয়েও কথা উঠলো। ঠিক এমন সময়ে কামানের একটা গোলা আমাদের কাঠের ঘরের ওপর দিয়ে পেছনের বনের মধ্যে গিয়ে পড়লো। এরপর দ্বিতীয় বারে যে গোলাটা এলো সেটা কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। সেটা বেড়ার ভেতরেই পড়লো এবং খানিকটা বালি উড়িয়ে নিলো।

জমিদার বললেন ঃ জাহাজ থেকে আমাদের কাঠের বাড়িটা দেখা যায় না। কিন্তু ঘরের মাথায় যে ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়ছে তা লক্ষ্য করেই গুলি ছোঁড়া হচ্ছে মনে হয়। ওটা নামিয়ে রাখলে হয় নাকি?

ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন ঃ না, তা কখনোই হতে পারে না।

ডাক্তারের কথায় আমরা বুঝতে পারলাম, পতাকা উড়িয়ে রাখাই উচিত। তাতে শত্রুরা বুঝতে পারবে তাদের আক্রমণকে আমরা মোটেই আমলে নেইনি।

সারাটা বিকেল এভাবে অবিরাম গুলি চললো। কোনোটা আমাদের ঘেরাও করা জায়গার বাইরে পড়ে, কোনোটা ভেতরে।

ক্যাপ্টেন বললেন, এবার পানি নেমে যাওয়ায় আমাদের জাহাজ থেকে আনা জিনিশপত্রগুলি নিশ্চয়ই ভেসে উঠেছে। তোমরা কেউ সাহস করে বেরিয়ে গেলে সেগুলি নিয়ে আসতে পারো।

গ্রে ও হান্টার যাবার জন্যে তৈরি হলো। কিন্তু তারা চুপি চুপি গিয়ে দূর থেকেই দেখতে পেলো জলদস্যুরা তিন চারজন মিলে আমাদের সে জিনিশগুলো এক এক করে ছিপ নৌকোয় করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। নৌকোর মাঝখানে বসে আদেশ দিচ্ছে সিলভার। কাজেই সে সব আনা আর সম্ভব হলো না। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো যে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বন্দুক। তার মানে তাদের গোপন অস্ত্রাগার আছে, যার খবর আমরা জানি না।

আমি বসে বসে জিম হকিন্সের কথা ভাবছিলাম। এমন সময় জন হান্টার বলে উঠলো ঃ কে যেন আমাদের ডাকছে বলে মনে হচ্ছে না?

ডাঙ্গার দিক থেকে চিৎকার ভেসে আসছে, ঃ ডাক্তার, ক্যাপ্টেন, হান্টার? আপনারা এখানে আছেন কি?

আমি তাড়াতাড়ি দরজার কাছে দৌড়ে গেলাম। দেখলাম, জিম হকিন্স বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকছে। সে সম্পূর্ণ অক্ষত ও সুস্থ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার জিমের কথা

বেন গানের চোখে পড়লো ইউনিয়ন জ্যাক্। ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়তে দেখে সে সেখানেই থমকে দাঁড়ালো। আমাকেও হাত ধরে থামিয়ে সেখানেই বসে পড়লো। বললো ঃ ওখানে তোমার দলের বন্ধুরাই নিশ্চয় এসে গেছেন।

আমি বললাম.ঃ ওটা জলদস্যুদের আস্তানা হবার আশঙ্কাই বেশি।

ঃ না, তা নয়। তোমার বন্ধুরাই ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এককালে ওটা অবশ্যি জলদস্যুদের আস্তানাই ছিলো। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট ওটা বহু বছর আগে তৈরি করে গেছেন। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, সিলভার ওখানে থাকলে জলদস্যুদের পতাকা 'জলি রজার' উড়াতো।

আমি তখন বললাম ঃ তা হতে পারে কিন্তু তুমি কেনো হঠাৎ ওভাবে বসে পড়লে?

ঃ না জিম, আমি ওখানে যেতে পারি না। তুমিই যাও। গিয়ে তাদের কাছে আমার কথা বলো। তখন যদি তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় তবে আমি যাবো। আমি কোথায় থাকি তা তো তোমার জানাই রইলো। আজ যেখানে দেখেছো সেখানেই পাবে আমাকে। যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসুক তাকে একা আসতে বলবে। একটা কিছু শাদা যেন তার হাতে থাকে। আমার এ ক'টা কথা তাদের কাছে বলতে হবে।

আমি তখন বললাম ঃ ও, বুঝেছি। তোমার কিছু বলবার আছে এবং তা তুমি ডাক্তার বা জমিদারের কাছে বলতে চাও, তাই নয় কি?

ঃ হাঁ, তাই। ভুলবে না তো বলতে? আর দেখো, সিলভারের দেখা পেলে তাকে কিন্তু আমার কথা কখ্খনো বলবে না, জিম। আশা করি আমার সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করছো না। তা তুমি করবে না, এই বিশ্বাস আমার আছে।

ঠিক এমন সময়ে একটা কামানের গোলার আওয়াজ হঠাৎ আমাদের কথাবার্তা থামিয়ে দিলো। যেখানে আমরা বসেছিলাম তার শ'খানেক গজ দূরে গাছপালার ভেতর দিয়ে কামানের গোলাটা এসে পড়লো। তাই দেখে আমরা দু'জন দু'দিকে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলাম।

তারপরেও প্রায় ঘন্টা খানেক অবধি কামানের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সারাটা বন কাঁপিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে কামানের গোলা এসে পড়ছে। আমি এক ঝোঁপের আড়াল থেকে দৌড়ে আরেক ঝোঁপে পালাতে লাগলাম। এমনি করে ছুটতে ছুটতে প্রায় সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে হাজির হলাম।

www.BanglaBook.org

আমাদের জাহাজ প্রথমে যেখানে নোঙ্গর করা হয়েছিলো, সেখানেই রয়েছে দেখতে পেলাম। কিন্তু জাহাজের ওপরে তো ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়ছে না। সেখানে রয়েছে মানুষের মাথার খুলি আর হাড়ের ছবি আঁকা একটা কালো নিশান। জলদস্যুদের কালো পতাকা জলি রজার।

আমি চেয়ে চেয়ে তাই দেখছি, এমন সময় আরো একটি কামানের গোলার আওয়াজ হলো।

এরপর আমি আবার উল্টো দিকে ফিরে চললাম। যেতে যেতে একটু দূরেই একটা শাদা টিলা দেখতে পেলাম। মনে পড়লো, এমনি একটা শাদা টিলার কথাই বেন গান বলেছিলো। ভালোই হলো, নৌকোর দরকার হলে বেন গানের সেই নৌকোটা এখানে পাওয়া যাবে।

আরোও কিছুক্ষণ চলার পরে আমি এসে খোলা জায়গায় পড়লাম। সামনেই চোখে পড়লো, ছ'ফুট উঁচু কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা। তার মাঝখানে বালির ঢিবির ওপরে কাঠের তৈরি একটা ঘর। সেই ঘরের মাথায়ই উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক্। দেখেই আমি আনন্দে চিৎকার করে ডাক্তার আর ক্যাপ্টেনকে ডাকলাম। তারপর বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বন্ধুরা সবাই দরজার কাছে এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরে তাদের কাছে আমার গল্প বললাম। তারপরে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম!

আমি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। খাওয়ার পরই আমি অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন দেখতে পেলাম সবাই আমার অনেক আগে উঠেছে। উঠে সকালের খাবার খেয়েছে। আমি তখনও শুয়েই আছি। হঠাৎ কানে এলো, কে যেনো বলছে, শান্তির নিশান। ঠিক সেই সময়ে কে যেনো বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো ঃ আরে সিলভারকে স্বয়ং দেখছি যে!

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেড়ার একটা ছিদ্রের কাছে গিয়ে বাইরের দিকে উঁকি দিলাম।

দেখলাম বাইরে সত্যিই দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজনের হাতে মস্ত বড়ো শাদা কাপড়। কাপড়টা সে নিশানের মতো ওড়াচ্ছে। অন্যজন সত্যিই সিলভার নিজে। শান্তভাবে পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাপ্টেন আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন ঃ সবাই তোমরা ভেতরে থেকো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এর ভেতর একটা কিছু ধূর্ততা আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এই বলে তিনি আগন্তুকদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা কারা? যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়াও। এক পা এগিয়ে এলেই কিন্তু গুলি করবো।

সিলভার চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ আমরা এসেছি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

শত্রুরা বিশ্বাসঘাতকতা করে গুলি করলে যাতে গায়ে না লাগে এমন নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ ডাক্তার লিভ্‌জি উত্তর দিকে লক্ষ্য রাখুন। জিম যাও পূব দিকে। আর গ্রে পশ্চিম দিকে। তা ছাড়া সবাই যার যার বন্দুকে গুলি ভর্তি করে তৈরি থাকো। খুব সাবধান।

তারপর তিনি আবার বাইরের দিকে ফিরে চিৎকার করে বললেন ঃ সন্ধির পতাকা নিয়ে কি মতলবে এসেছো খুলে বলো।

লং জন বললো ঃ একটা মীমাংসায় আসতে পারলে আমরা আত্মসমর্পণ করতে চাই। ক্যাপ্টেন স্মোলেট, আপনি যদি দয়া করে কথা দেন যে, আমাদেরকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে দেবেন তাহলেই আমরা ভেতরে যেতে পারি।

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন ঃ তোমাদের সঙ্গে কোনো ধরনের কথাবার্তা বলতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমাদের। তোমরা যদি কথা বলতে চাও, তবে স্বচ্ছন্দে ভেতরে আসতে পারো। যদি বিশ্বাসঘাতকতার কিছু ঘটে, তবে তা তোমরাই ঘটাবে। তখন ঈশ্বর ছাড়া কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবেন না।

লং জন খুশি হয়ে বললো ঃ আপনার এই কথাই যথেষ্ট, ক্যাপ্টেন! আপনি যথার্থই একজন ভদ্রলোক, তা আমি জানি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে আমার স্বীকার করতে আপত্তি নেই, এসব ঘটনা দেখতে আমি এতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে পূব দিকের ফোঁকরে পাহারাদারের জায়গা ছেড়ে আমি ক্যাপ্টেনের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

অতি কষ্টে এক পা-ওয়ালা সিলভার বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভেতরে এসে ঢুকলো। ঢুকেই কায়দা করে ক্যাপ্টেনকে অভিবাদন জানালো। ক্যাপ্টেন তাদের বসতে বললেন। তাতে লং জন বললেন ঃ ঘরের ভেতরে আমাদের আসতে দেবেন না? বাইরে দারুণ ঠাণ্ডা! এর ভেতরে কি করে বসি?

ঃ সৎভাবে চললে তুমি তো এখন জাহাজের রান্নাঘরের উষ্ণতায় আরামে বসে থাকতে। এসব তোমার জন্যেই হয়েছে। ক্যাপ্টেন বললেন।

তখন তারা সেই বালির ওপর বসতে বসতে বললো ঃ জিমও দেখছি এখানে রয়েছে। আপনারা সবাই একত্রে একটি সুখি পরিবারের মতোই বাস করছেন এখানে।

ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন ঃ যা তোমরা বলতে চাও এবার চটপট বলে ফেলো।

আরও কিছুক্ষণ এ-কথা সে কথা বলার পর সিলভার বললো ঃ আপনাদের সঙ্গে একটা নকশা আছে না?

ঃ থাকতে পারে। ক্যাপ্টেন বললেন।

ঃ হ্যাঁ, আছে, আমরা জানি। আমি বলছি, নকশাটা আমাদের দিয়ে দিন।

ক্যাপ্টেন তাকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ তা হবে না। তোমাদের মতলব আমার অজানা নেই। যা ভেবেছো তা হতে পারে না।

সিলভার বলে উঠলো ঃ নকশা আমরা চাই, যাতে গুপ্তধন আমরা পেতে পারি। গুপ্তধনের সন্ধান করে তা জাহাজে তুলবার পর আপনাদেরও আমরা জাহাজে তুলে নেবো। আমি কথা দিচ্ছি, জাহাজে তুলে নিয়ে যাবার পথে কোনো নিরাপদ জায়গায় আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যাবো। আর যদি আমাদের জাহাজে যাওয়া পছন্দ না করেন তবে এখানেই থেকে যেতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে অবশ্যি আমরা ফিরবার পথে প্রথম যে জাহাজ দেখতে পাবো সে জাহাজকেই বলে যাবো আপনাদের তুলে নিতে। তা'হলে আমাদের সঙ্গে খাবার যা আছে তাও ভাগাভাগি করে নেবো। এখন আপনাদের যা খুশি করতে পারেন।

সিলভারের কথা শেষ হতেই ক্যাপ্টেন আসন ছেড়ে উঠলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ এই তোমার শেষ কথা তো?

ঃ এই-ই শেষ কথা। এতে রাজি না-হলে আমাকে আর দেখতে পাবেন না। তার বদলে যা দেখবেন তা হলো বন্দুকের গুলি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন বললেন ঃ খুব ভালো কথা। এখন আমার কথা শুনে যাও! তোমরা যদি একজন একজন করে আমার কাছে খালি হাতে আসো, তাহলে একে একে সবাইকে হাত কড়া পরিয়ে ইংলন্ডে নিয়ে যাবো। তোমাদের সুবিচারের জন্যে কাঠগড়ায় তুলবো। যদি তা না করো, মনে রাখবে আমার নাম আলেকজান্ডার স্মোলেট। আমাকে ছাড়া তোমরা জাহাজ চালিয়ে যেতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত দেখে নেবো।

এ কথা শুনে সিলভারের চেহারা দেখার মতো হলো। রাগে তার চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। অতি কষ্টে হাত বাড়িয়ে সে বললো ঃ আমাকে হাত ধরে কেউ একটু তুলে দাও।

কিন্তু কেউ তার কথা শুনে সামান্য নড়াচড়াও করলো না। রাগে গড়গড় করে গালি দিতে দিতে সে বালির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলো। তারপর কোনো রকমে উঠে ক্রাচটা বগলের নিচে দিয়ে অতি কষ্টে বেড়া টপকে গেলো সঙ্গীর সাহায্যে। বেড়ার বাইরে পড়েই হনহন করে সে জঙ্গলের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হামলা

সিলভার জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হতেই ক্যাপ্টেন ঘরের চারদিকে নজর দিলেন। দেখতে পেলেন একমাত্র গ্রে ছাড়া আমরা সবাই নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে আছি। এই প্রথম আমি তাকে রাগ করতে দেখলাম। আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ক্যাপ্টেন বললেন ঃ ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ একটা হবেই। লোকজন সঙ্গে নিয়ে সিলভার এখ্খুনি হয়তো ফিরে আসবে। সে জন্যে আমাদের সব সময় তৈরি থাকতে হবে, বুঝলে?

তারপর তিনি ঘরের চারদিকে আবার ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন। ঘরের পূব দিকে দু'টো ফোঁকর রয়েছে। দক্ষিণ দিকেও দরজার দু'পাশে দু'টো ছিদ্র, কিন্তু উত্তর দিকে পাঁচটা। কি ভাবে কি করতে হবে মনে মনে ঠিক করে ক্যাপ্টেন বললেন ঃ ডাক্তার, দরজায় পাহারায় থাকুন। কিন্তু সাবধানে, আড়ালে থাকবেন, বাইরে যাবেন না যেনো। হান্টার গিয়ে পূব দিক আগলাও আর জয়েস যাও পশ্চিমে। আর মিঃ ট্রেলনি তো আমাদের মধ্যে সেরা বন্দুকবাজ। আপনি আর গ্রে থাকবেন উত্তর দিকে। সেদিকে পাঁচটা ছিদ্র। সেদিকেই বিপদ বেশি। ওরা যদি সেদিক দিয়ে এসে গুলি ছুঁড়তে পারে তাহলে আমরা বিপদে পড়বো। হকিন্স আর আমি। আমরা এ কাজে দু'জনেই সমান অপটু। কাজেই আমরা শুধু বন্দুকে গুলি ভরে দেবো ওদের পাশে দাঁড়িয়ে।

প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেলো। সব চুপচাপ। এমন সময় রিচার্ড জয়েস বলে উঠলো ঃ কাউকে দেখতে পেলে গুলি করবো কি, স্যার?

ক্যাপ্টেন বললেন ঃ হ্যাঁ, সে কথা তো আগেই তোমাদের বলেছি।

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলে আমরা সবাই সামনের দিকে চেয়ে রইলাম উৎকণ্ঠা নিয়ে। এক ঘন্টা পরে আরো কিছু সময় কাটলো। এমন সময় হঠাৎ জয়েস একটা গুলি ছুঁড়লো। সে আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না-যেতেই চারদিক থেকে শুরু হলো গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ। কয়েকটা গুলি এসে আমাদের কাঠের ঘরেও লাগলো। আমরা চারদিকে চেয়ে দেখলাম, কোথাও কিছু নেই। গাছের একটা ডালও নড়ছে না কোথাও। শত্রুদের কোনো চিহ্নই নেই।

ক্যাপ্টেন জয়েসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গুলিটা লোকটার গায়ে লেগেছিলো তো, জয়েস?

জয়েস বললো ঃ না স্যার, আমার বিশ্বাস, লাগেনি।

www.BanglaBook.org

ঃ তবু ভালো যে সত্যি কথা বলেছো। ক্যাপ্টেন বললেন ঃ হকিন্স, জয়েসের বন্দুকটায় আবার গুলি ভরে ঠিক করে দাও। ডাক্তারের দিক দিয়ে ক'টা গুলি এসেছে?

ডাঃ লিভ্‌জি বললেন ঃ ঠিক তিনবারই আমি আগুনের হলকা লক্ষ্য করেছি। দু'টো গুলি এসেছে পাশাপাশি জায়গা থেকে, আরেকটা এসেছে একটু পশ্চিমে সরে।

ঃ আর আপনার দিক দিয়ে ক'টা, মিঃ ট্রেলনি? ক্যাপ্টেন এবার জিজ্ঞেস করলেন জমিদারকে।

এবারের জবাবটা সহজ নয়। ওদিক থেকে বেশ কয়েকটা গুলিই এসেছে। জমিদারের মতে সাতটা কিন্তু গ্রের হিশেবে আট কি ন'টা। পূব আর পশ্চিম দিক থেকে এসেছে একটা করে। কাজেই পরিস্কার বুঝা গেলো, আক্রমণ আসবে উত্তর দিক থেকে। অন্য কোনো দিক থেকে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ক্যাপ্টেন তাঁর আগের ব্যবস্থার কোনো রদবদল করলেন না। আমরা যে যেখানে ছিলাম সেখানেই রইলাম। ক্যাপ্টেন যুক্তি দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, একবার যদি উত্তর দিকের বেড়া টপকে ওরা ভেতরে ঢুকতে পারে তবে যে-কোনো ছিদ্রপথে আমাদের ওপর গুলি করবে। গুলি করে আমাদের মারবে ইঁদুরের মতো করে।

বেশিক্ষণ চিন্তা করার সুযোগও আমরা পেলাম না। উত্তর দিকের জঙ্গল থেকে হঠাৎ একদল ডাকাত সত্যিই এসে লাফিয়ে পড়লো বেড়ার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গুলিও আসতে লাগলো জঙ্গলের দিক থেকে। একটা গুলি এসে ঘরে ঢুকলো দরজা দিয়ে। এসে লাগলো ডাক্তারের বন্দুকে। বন্দুকটা দুই টুকরো হয়ে গেলো।

এদিকে বোম্বেটেরা সব বাঁদরের মতো কাঠের বেড়া বেয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। মিঃ ট্রেলনি ও গ্রে গুলির পর গুলি ছুঁড়ছেন। গুলি লেগে ওদের তিনজন পড়ে গেলো—একজন পড়লো বেড়ার ভেতরে বাকি দু'জন বাইরে। যে দু'জন পড়েছিলো তার একজন বোধহয় আঘাতের চেয়ে ভয়ই পেয়েছিলো বেশি। সে উঠেই মুহূর্তের মধ্যে দৌড়ে জঙ্গলের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

দু'জন গুলি খেয়ে মাটিতে মরে পড়ে আছে, একজন পালিয়েছে, চারজন ভেতরে ঢুকেছে বেড়া ডিঙ্গিয়ে আর বাকি সাত আটজন জঙ্গলের ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়ছে। যে চারজন ভেতরে ঢুকেছিলো তারা মার-মার কাট-কাট শব্দ করে তৎক্ষণাৎ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। জঙ্গলে গাছের আড়ালে যে দলটি ছিলো তারাও চিৎকার করে এদের উৎসাহ দিতে লাগলো। আমাদের দিক থেকেও কয়েকটা গুলি করা হলো কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে একটা গুলিও

www.BanglaBook.org

লেগেছে বলে মনে হলো না। মুহূর্ত খানেকের মধ্যে বোম্বেটেগুলি টিবির গা বেয়ে উঠে এলো বাড়ির সামনে।

মাঝখানের একটা ছিদ্রেই জব এ্যান্ডারসনের মাথাটা দেখা গেলো। সে চিৎকার করে বললো ঃ সবাই এক সঙ্গে গুলি করো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা দস্যু ভেতরে ঢুকে হান্টারের বন্দুকটা তার হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। ছিনিয়ে নিয়েই তার মাথায় বন্দুকের বাট দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলো। বেচারা হান্টার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো।

এদিকে আরেকজন হঠাৎ দরজার কাছে এসেই খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডাক্তার লিভ্‌জির ওপর।

আমাদের অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। একটু আগেও আমরা ছিলাম ঘরের ভেতর সুরক্ষিত। আর এখন শত্রুদের সামনে একেবারে অরক্ষিত অবস্থায়। পাল্টা আক্রমণেরও উপায় নেই। ঘর ভরে গেছে বন্দুকের ধোঁয়ায়। তাতেই কিছুটা রক্ষা হলো আমাদের।

ক্যাপ্টেন তখন চিৎকার করে উঠলেন ঃ সবাই বাইরে খোলা জায়গায় যাও। তলোয়ার হাতে বেরিয়ে পড়ো।

তাড়াতাড়ি একখানা তলোয়ার হাতে নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। দেখতে পেলাম ডাক্তার আমার ঠিক সামনেই একজনকে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করে তার মুখে আঘাত করছেন। দেখতে দেখতে তাঁর তলোয়ারের আঘাতে লোকটা পড়ে গেলো মাটিতে।

তখন ক্যাপ্টেন আবার বলে উঠলেন ঃ বাড়ির পেছন দিক দিয়ে যাও সবাই। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে যাও।

তাঁর কথা মতো তলোয়ার হাতে আমি পূব দিকে এগিয়ে যেতেই সামনে পড়লো এ্যান্ডারসন। সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো। তার হাতের তলোয়ার সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে। তখন ভয় ভাবনার সময়ও আমার নেই। তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে যেতেই বালিতে আমার পা ফস্‌কে গেলো। বালির ওপর গড়াতে গড়াতে নিচে গিয়ে পড়লাম।

উঠে আবার যখন আমি দরজার কাছে এলাম দস্যুরা তখন বেড়ার ওপর দিয়ে ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করছে। লালটুপি মাথায় একটা লোক তার তলোয়ারটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বেড়ার একেবারে ওপরে উঠে পড়েছে। একটা পা বাড়িয়ে দিয়েছে বেড়ার এদিকে। বেড়ার ওপর দিয়ে আরেকজনেরও মাথা দেখা যাচ্ছে।

আব্রাহাম গ্রে আমার পেছনে এসে জব এ্যান্ডারসনকে তলোয়ারের আঘাতে খতম করেছে। আরেকজনকে গুলি করা হয়েছে ছিদ্রপথে। সে পড়ে আছে ঘরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইরে। তার হাতের পিস্তল থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তৃতীয়জনকে এক কোপেই শেষ করেছেন ডাক্তার। যে চারজন দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলো তাদের মধ্যে বাকি রইলো শুধু একজন। সে বেচারা প্রাণের মায়ায় তলোয়ার ফেলেই পালিয়েছে।

ডাক্তার চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ গুলি করো ঘরের ভেতর থেকে। আর তোমরা সবাই ঘরে ঢুকে যাও।

কিন্তু তাঁর কথায় কেউ মনোযোগ দিলো না, গুলিও ছুঁড়তে হলো না। আক্রমণকারীরা তিন মিনিটের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। শুধু পড়ে রইলো তাদের দলের পাঁচটি লাশ—ঘরের বাইরে। ডাক্তার, গ্রে আর আমি দৌড়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলাম। শত্রুদের ভেতর যারা এখনও বেঁচে আছে তারা আবার ফিরে আসতে পারে। এসে হয়তো তারা এখনই গুলি করতে শুরু করবে।

ঘরের ধোঁয়া তখন অনেক কমেছে। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারলাম যুদ্ধ জয়ের জন্যে কী মূল্যই না আমাদের দিতে হয়েছে। হান্টার অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। জয়েস পড়ে আছে তাঁর পাশে। তার মাথা ফুঁড়ে গুলি চলে গেছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে জমিদার জড়িয়ে ধরে আছেন ক্যাপ্টেনকে। দু'জনের মুখই বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। ক্যাপ্টেন আহত হয়েছেন।

মিঃ ট্রেলনি বললেন ঃ ক্যাপ্টেন আহত!

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওরা কি পালিয়ে গেছে?

ডাক্তার বললেন ঃ যারা পেরেছে পালিয়েছে। পাঁচজন আর কোনো দিনই উঠে পালাতে পারবে না।

ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন ঃ পাঁচজন! এতো দারুন সুখবর! পাঁচজন খতম মানে আমরা এখন ন'জনের বিরুদ্ধে চারজন। শুরুতে যা ছিলাম তার চেয়ে ভালো এখন। আগে ওরা ছিলো উনিশজন, আমরা মোটে সাতজন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাহাজের উদ্দেশ্যে

জলদস্যুরা আর ফিরে এলো না। জঙ্গল থেকে আর শোনা গেলো না গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। একটু নিশ্চিত হয়ে আমরা আহতদের সেবাযত্ন করতে শুরু করলাম।

ঘরের তিনজন আহতের মধ্যে একজন নৌদস্যুদের দলের। হান্টারের অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার অপারেশন করে গুলি বের করার সময় ওদের লোকটি মারা গেলো। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও হান্টারের জ্ঞান আর ফিরে এলো না। ক্যাপ্টেনের আঘাত খুবই গুরুতর তবে বিপদজনক নয়। তিনি সেরে উঠলেন।

খাওয়ার পরে জমিদার ও ডাক্তার ক্যাপ্টেনের পাশে বসে কতক্ষণ গল্প করলেন।

দুপুরের একটু পরেই ডাক্তার উঠে টুপি পরলেন। পকেটে পিস্তল আর কোমরের বেল্টে তলোয়ার ঝুলিয়ে বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়লেন। যাবার আগে নকশাটাও পকেটে নিলেন। তারপর বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওপর দিকের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় চলে গেলেন।

গ্রে ও আমি তখন ঘরের ভেতরে দূরে এক কোণে বসেছিলাম। গ্রে ডাক্তারকে বের হয়ে যেতে দেখে তার মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বলে উঠলো ঃ ডেভি জোন্‌সের দোহাই, ডাঃ লিভ্‌জি কি পাগল হয়ে গেলেন ?

আমি বললামঃ পাগল হবেন কেনো ? তাঁর কোনো বুদ্ধি এসেছে মাথায়। আমার ধারণা তিনি বেন গানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন।

পরে বুঝেছিলাম, আমার অনুমান সত্যি ছিলো। এ দিকে আমাদের ছোটো ঘর আর বালির ঢিবি ক্রমেই গরম হয়ে উঠতে লাগলো। তার ওপর ঘরের মধ্যে রয়েছে এতোগুলো মৃতদেহ। পুরো জায়গাটার প্রতি আমার মনে একটা তীব্র ঘৃণার জন্ম নিলো। ডাক্তারই ভালো করেছেন। তিনি হয়তো এতোক্ষণে জঙ্গলের ঠান্ডা ছায়ায় আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শেষে একটি রুটির ব্যাগের কাছে পৌঁছে দু'পকেটে বিস্কুট বোঝাই করে নিলাম। চেয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। পিস্তলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। বুলেট ও বারুদ আগে থেকেই সঙ্গে ছিলো। আমার উদ্দেশ্য, সমুদ্রের তীরে পোতাশ্রয়ে গিয়ে গতকালের দেখা শাদা পাথরটার নিচে বেন গানের নৌকোটা একবার দেখে আসা। কাজটা অবশ্যি খারাপ নয়, তবু আমার জানাই ছিলো

www.BanglaBook.org

বাইরে যেতে কেউ আমাকে অনুমতি দেবে না। কাজেই যেতে হবে গোপনে, চোখের আড়ালে।

পালাবার সুযোগও পেয়ে গেলাম। গ্রে ও জমিদার তখন ক্যাপ্টেনের ব্যান্ডেজ বদলাতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের দেখবার আগেই আমি বেড়া টপকে এক দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

এটা আমি দ্বিতীয় অপরাধ করলাম। প্রথমটা থেকেও এটা গুরুতর। কারণ আমি বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে গেলাম মাত্র দু'টি সুস্থ মানুষ। কিন্তু এবারেও প্রথমবারের মতো আমার কাজে সকলের প্রাণ রক্ষা পেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সমুদ্রের তীরে যেতেই আমাদের হিসপানিওয়ালা জাহাজটি নজরে পড়লো। জাহাজের মাস্তুলে উড়ছে বোম্বেটেদের পতাকা জলি রজার। জাহাজের পাশে একটা ছিপ, ছিপের মাঝখানে বসে সিলভার। সঙ্গে দু'টো লোক। তাদের মধ্যে একজনের মাথায় লাল টুপি। মুখটি চিনলাম। এই শয়তানটা বেড়া টপকে ঢোকার চেষ্টা করেছিলো।

সূর্য তখন স্পাই গ্লাস পাহাড়ের আড়ালে ডুবতে আরম্ভ করেছে, কুয়াশাও দ্রুত ছেয়ে ফেলছে চারদিক। আঁধার হয়ে আসছে। বুঝতে পারলাম নৌকোটা পেতে হলে আর দেরি করা চলবে না। আমি তাই ব্যস্ত হয়ে নৌকোর সন্ধানে ছুটলাম।

পাহাড়ের ফাঁকে হাঁটু পরিমাণ উঁচু আগাছা। ঘন ঝোঁপের মধ্যে দেখতে পেলাম চামড়ার একটা তাঁবুর মতো জিনিশ। কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলাম, এটাই বেন গানের নৌকো। কাঠ দিয়ে তৈরি একটা কাঠামো তার ওপর ছাগলের চামড়ার ছাউনি। বেন গানের নিজের হাতে তৈরি নৌকো।

নৌকোটা পেয়ে যাওয়ার পর আর সামান্য দেরি না করে ফিরে যাওয়াই হয়তো উচিত ছিলো। কিন্তু আমার মাথায় এক মতলব এলো। মতলব আর কিছুই নয়, রাতের অন্ধকারে গিয়ে হিসপানিওয়ালার নোঙরের দড়ি কেটে দেয়া। তাহলে জাহাজটা ভাসতে ভাসতে যেদিকে খুশি চলে যাবে।

www.BanglaBook.org

জোয়ার কিছুক্ষণ আগেই এসে গেছে। ফলে আমাকে বেশ খানিকটা পথ পানি পার হয়ে যেতে হলো। শেষে কোনোমতে নৌকোটাকে পানির ওপরে সোজা করে রাখতে পারলাম।

চারদিকে আঁধার। দু'টি শুধু আলো দেখা যাচ্ছে। তার একটি তীরে, যেখানে বিদ্রোহীরা জড়ো হয়ে হৈ হল্লা করছে, আরেকটি জাহাজে। জাহাজের আলোটা আবছা দেখা যাচ্ছে।

বেন গানের প্রাচীন নৌকোটি ভারি হালকা। ঢেউয়ের তালে তালে নৌকো নাচতে লাগলো। নাচতে নাচতে স্রোতের মুখে খাচ্ছিলো ঘুরপাক। বেন গানও বলেছিলো, নৌকোটা চালাবার কায়দা না-জানলে চালানো খুবই মুশকিল।

বেন গানের কথাটা সত্যি। নৌকো চালাবার কৌশল আমার রপ্ত ছিলো না। যেদিকে আমি যেতে চাই সেদিকে না গিয়ে নৌকোটা অন্য সবদিকেই যায়। এমনি করে ঘুরপাক খেতে খেতে অনেক কষ্টে গিয়ে পৌঁছালাম হিসপানিওয়ালার কাছে।

জাহাজের কাছে পৌঁছে হাত বাড়িয়ে নোঙ্গরের দড়ি ধরে ফেললাম। ধরেই বুঝতে পারলাম ওটা টান হয়ে আছে ধনুকের ছিলার মতো। সে টানে নোঙ্গর যেনো উঠে আসতে চাইছে। এ অবস্থায় দড়িটা কেটে দিলে কি হয় বলা যায় না। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম। হঠাৎ বাতাসের মোড় ঘুরে গেলো। দড়িটা অনেক ঢিলে হলো। যে হাতে দড়ি ধরেছিলাম সে হাতটা এক সেকেণ্ডের জন্য পানির নিচে চলে গেলো।

আমি তখন এক হাতে কাছিটা ধরে অন্য হাতে পকেট থেকে ছোটো ছুরি বের করলাম। ওটা খুলে শক্ত কাছির গোছাগুলি এক এক করে কাটতে লাগলাম। কাটতে কাটতে শেষ পর্যন্ত দু'টা গোছা বাকি থাকতে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার দমকা বাতাস আসতেই ও দু'টোও কেটে দিলাম। জাহাজটা প্রথমে মোড় ঘুরলো, তারপর ভাসতে ভাসতে চললো সমুদ্রের দিকে।

দড়ি কাটার সময় জাহাজের কেবিনের ভেতর থেকে চিৎকার আর গালাগালির শব্দ আসছিলো আমার কানে। কিন্তু তখন এতোটা ব্যস্ত ছিলাম যে, সেদিকে কান দেবার কথা আমার মনেই হয়নি। এখন আর হাতে কোনো কাজ নেই। হঠাৎ চেয়ে দেখলাম, জাহাজের ডেকের উপর দু'জন লোক ধস্তাধস্তি করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেই তাদের চিনতে পারলাম। একজন ইসরায়েল হ্যান্ডস্, আরেকজন সেই লালটুপিওয়ালা লোকটা। এই ইজরায়েল এক সময় ছিলো ফ্লিন্টের গোলন্দাজ, আমাদের জাহাজের এক্সসোয়েন অর্থাৎ সহকারী প্রধান মাল্লা। তারা দু'জনে দু'জনের টুটি চেপে ধরেছে, কেউ কাউকে ছাড়ছে না। দেখতে দেখতে জাহাজ দূরে চলে গেলো, সেই সঙ্গে তারাও গেলো দৃষ্টির বাইরে।

তখন সমুদ্রের বুকে ভাসতে লাগলো আমার নৌকো, নৌকোর বুকে আমি। চারপাশে ছোটো ছোটো ঢেউ অন্ধকারের মধ্যেও ঝিকমিক করে উঠছে। ঢেউয়ের তালে তালে আবার নৌকো দোল খেতে লাগলো। অনেকক্ষণ এমন করতে করতে বড়ো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো আমার। অবশেষে চিৎ হয়ে শুয়েই পড়লাম। সে অবস্থায় ঢেউয়ে দোল-খাওয়া নৌকোয় শুয়ে আমি বাড়ি এবং আমার প্রিয় পুরানো হোটেল এডমিরাল বেনবোর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রাচীন নৌকোয় সমুদ্রযাত্রা

সেই ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন চারদিকে স্পষ্ট দিনের আলো। চেয়ে দেখলাম, ট্রেজার আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এসে গেছে আমার নৌকো। ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে দুলছি। সূর্য তখন উঠে গেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না স্পাই গ্লাসের আড়ালে পড়েছে বলে। তার ন্যাড়া পাথরের রুক্ষ চেহারা দেখলে ভয় হয়।

আমার পেছনে একটু কোনাকুনি হলবো-লাইন অন্তরীপ ও মিজেনামাস্ট পাহাড়। পাহাড়টা ন্যাড়া আর কালো। অন্তরীপটা চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট উঁচু টিলা আর বিরাট বিরাট পাথরের চাইয়ে ভরা। এখান থেকে সিকি মাইল দূরে তীরভূমি। আমার প্রথম চিন্তাই হলো, এবার বৈঠা বেয়ে তীরে যেতে হবে।

কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না। পানির তলায় ডুবে আছে ছোটো ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ। ঢেউয়ের পরে ঢেউ অবিরাম আসছে। নৌকো নিয়ে আমি যদি সেদিকে যাই, এক আছাড়েই সব শেষ হবে।

এ সময়ে একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমার মনে পড়লো, মানচিত্রে দেখেছিলাম দ্বীপের উত্তর দিকে একটা অন্তরীপ আছে। লম্বা লম্বা সবুজ পাইন গাছে ছেয়ে আছে জায়গাটা। তার একটা দিক ঢালু হয়ে সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে মিশেছে।

সিলভারের মুখে শুনেছিলাম, দ্বীপের পশ্চিম দিক দিয়ে স্রোত যায় উত্তর দিকে। এখন নৌকোর গতি সেদিকে দেখে বুঝতে পারলাম সিলভারের কথাটা ঠিকই। আমার নৌকো উত্তর মুখো চলতে লাগলো।

দক্ষিন দিকের চেয়ে উত্তর দিকের হাওয়া মৃদু, সমুদ্রও অনেকটা শান্ত।

আমার নৌকো বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিলো।

আরও কিছু দূর এগিয়ে আধ মাইল খানেক সামনে দেখতে পেলাম আমাদের জাহাজ হিস্‌পানিওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। পাল তার খোলা। শাদা পাল সূর্যের আলোতে রূপোর মতো ঝক্ ঝক্ করছে। হাওয়া লেগে পাল ফুলে উঠেছে। কিন্তু একটু পরেই আবার দেখলাম, হাওয়া পড়ে গেছে, পাল আর ফুলছে না। এবার জাহাজটা এদিক ওদিক শুধু ঘুরছে।

আমি মনে মনে বলে উঠলাম ঃ হতভাগারা! নিশ্চয়ই জাহাজের লোকজন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে! হায়! আমাদের ক্যাপ্টেনের হাতে যদি আজ ও জাহাজ থাকতো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাহাজের পাল আবার হঠাৎ ফুলে উঠলো, আবার পড়ে গেলো বাতাস। এমনি কয়েকবার বাতাসের ওঠা-নামা চললো। জাহাজ একবার এগিয়ে যায় আবার থামে। থেমে ঘুরপাক খায়।

অবস্থা দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, জাহাজে হাল ধরবার মতো কেউ নেই। কিন্তু লোকগুলো তাহলে গেলো কোথায়? হয় ওরা মদ খেয়ে পড়ে আছে মড়ার মতো, নয়তো জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। ভাবলাম, এ অবস্থায় একবার জাহাজে উঠতে পারলে এ জাহাজ ফিরিয়ে এনে ক্যাপ্টেনের হাতে দিতে পারতাম।

মতলবটা মন্দ নয়। এর ভেতর একটা এডভেঞ্চারের নেশাও আছে, তাছাড়া আমার তৃষ্ণাও পেয়েছে তখন। জাহাজে গেলে পানি খেতে পাবো ভেবে আমি আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

উৎসাহ পেয়ে বৈঠা হাতে নিলাম আমি। প্রাণপণ শক্তিতে নৌকো চালাতে লাগলাম হিস্‌পানিওয়ালার দিকে। কিন্তু নৌকোটা ছোটো বলে স্রোত ঠেলে এগিয়ে যাওয়া সহজ হলো না। যেদিকে যেতে চাই কিছুতেই সেদিকে যেতে পারি না।

আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে, অবশেষে সুযোগ পেলাম। বাতাস হঠাৎ ঘুরে গেলো। সেই অনুকূল বাতাসে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে জাহাজের গায়ে ভিড়লাম।

জাহাজের সামনের দিকে একটা দড়ি ঝুলছে দেখতে পেলাম। আমি লাফিয়ে উঠেই শূন্যে হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরেছি এমন সময় পায়ের তলায় ছোটো নৌকোটা ডুবে গেলো পানির অতলে। দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে অনেক কষ্টে আমি জাহাজে গিয়ে উঠলাম। হিস্‌পানিওয়ালা থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় আমার রইলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জলদস্যুদের পতাকা

জাহাজের পালটা ছড়িয়ে আছে বলে পিছনের ডেকের কিছুই দেখা যায় না। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই কোথাও। জাহাজের ডেকের কাঠগুলি সেই থেকে আর ধোয়া মোছা হয়নি। অসংখ্য পায়ের ছাপের দাগ। একটা গলাভাঙ্গা খালি বোতল এদিক ও দিক গড়াচ্ছে।

হাওয়ায় পালটা একটু সরে যেতেই চোখে পড়লো জাহাজের পাহারাদার সেই লোক দু'টোকে। লাল টুপিওয়ালা লোকটা পড়ে আছে ডেকের ওপর কাঠের মতো শক্ত ক্রুসবিদ্ধ যিশুর মতো হাত দু'টো তার ছড়িয়ে আছে দু'দিকে। খোলা ঠোঁটের ফাঁকে দাঁত দেখা যাচ্ছে। পা ছড়িয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে ইসরায়েল হ্যান্ডস্। মাথাটা সামনের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে আছে যে তার থুতনিটা ঠেকেছে বুকে। হাত দু'টি দু'পাশে পড়ে আছে ডেকের উপর। মুখ চোখ মোমবাতির মতো শাদা ফ্যাকাশে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম পাটাতনের ওপর এখানে সেখানে পড়ে আছে রক্তের ছাপ। বুঝতে পারলাম,মাতাল অবস্থায় মারামারি করায় ওদের এ হাল হয়েছে।

আমি যখন অবাক হয়ে চেয়ে আছি, হ্যান্ডস্ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে পাশ ফিরলো। তার এ আর্তনাদ শুনে এবং বিশেষ করে তার থুতনিটা ওভাবে বুকে এসে ঠেকেছে দেখে আমার মনে দয়া হলো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো আপেল আনতে গিয়ে পিপের ভেতর বসে শোনা সে সব কথা। তখন দয়ার ভাব মন থেকে উবে গেলো।

হ্যান্ডস্ চোখ মেলে একবার চারদিকে চাইলো। তারপর মুখে শুধু উচ্চারণ করলোঃ ব্র্যান্ডি।

মনে হলো নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। আমি কেবিনের ভেতরে ঢুকে গেলাম।

সারাটা কেবিন একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে দেখলাম। দেরাজ আলমারি ওরা ভেঙ্গে খুলেছে। মানচিত্র খোঁজাখুঁজি করতে সবগুলো বাক্সের তালা ভেঙ্গে একাকার করেছে। মেঝে ভর্তি পুরু কাদা। এখানে ওখানে ডজনখানেক বোতল ঠোকাঠুকি খেয়ে ঠং ঠং শব্দ তুলছে। টেবিলের ওপর খোলা পড়ে আছে ডাক্তারের একটা বই। তার অর্ধেক পাতা নেই। সম্ভবতঃ ছিঁড়ে পাইপে আগুন ধরিয়েছে

www.BanglaBook.org

নচ্ছারগুলি। কেবিনের ভেতর তখনও একটা তেলের বাতি ধোঁয়াটে ভূতুড়ে আভা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সবগুলো পিপেই কোথায় যেনো উধাও হয়ে গেছে। একটা বোতলে তখনও কিছুটা ব্রান্ডি অবশিষ্ট রয়েছে দেখলাম। সেটা হ্যান্ডসের জন্যে নিলাম। আমার জন্যে নিলাম কিছু বিস্কুট, ফলের আচার, কিসমিস আর বড়ো একখণ্ড পনির। এসব নিয়ে ডেকে ফিরে এসে প্রাণ ভরে পানি খেয়ে নিলাম। তারপর ব্রান্ডির বোতলটা এগিয়ে দিলাম হ্যান্ডস্‌র দিকে।

অনেকখানি ব্যাণ্ডি গিলে সে মুখ থেকে বোতল সরালো। আমিও এক পাশে বসে তখন খাবার খেতে আরম্ভ করেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ খুব গুরুতর আঘাত পেয়েছো ?

জবাব না দিয়ে সে শুধু দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে উঠলো। আমি আবার বললাম ঃ দেখো হ্যান্ডস, আমি এসেছি এ জাহাজের দখল নিতে। যতোদিন না অন্যরকম আদেশ পাচ্ছো আমাকে ক্যাপ্টেন বলে মানবে।

সে আমার দিকে চোখ তুলে চাইলো। মুখে বললো না কিছুই।

জাহাজের মাস্তুলে নিশানটার দিকে নজর পড়তেই আমি বলে উঠলামঃ দেখো হ্যান্ডস, তোমাদের ওই পতাকাটা আমি সহ্য করতে পারি না। এখনি ওটাকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি। ওটা থাকার চেয়ে জাহাজে কোনো পতাকা না-থাকাও ভালো।

এই বলে সেই জঘন্য কালো পতাকাটা নামিয়ে আমি পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর মাথার টুপি নাড়িয়ে বললামঃ গড় সেভ্‌ দি কিং! ক্যাপ্টেন সিলভারের দিন খতম !

হ্যান্ডস্‌ ধূর্ত চোখে আমার দিকে তাকালো। তখনও তার থুতনিটা বুকে ঠেকে আছে।

অবশেষে সে মুখ খুললো। বললোঃ মনে হয় তুমি তীরে জাহাজ ভেড়াতে চাও, ক্যাপ্টেন হকিন্স?

ঃ হ্যাঁ, তা চাই বই কি! নিশ্চয়ই তীরে যেতে চাই।

ঃ তাহলে বলছি শোনো, ওই যে পড়ে আছে ওখানে ওর নাম ও'ব্রায়েন। ও আর আমি পাল খাটিয়ে জাহাজ তীরে নিয়ে যাচ্ছিলাম। ও তো এখন মরে পড়ে আছে। জাহাজ চালাবে কে? আমার তো এ অবস্থা। আমি বলে না দিলে তুমিও যে চালাতে পারবে তা মনে হয় না। কাজেই আমি বলছি, আমাকে তুমি খেতে

www.BanglaBook.org

দাও, সেই সঙ্গে একটা পুরানো রুমাল বা স্কার্ফ যা দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেঁধে রাখতে পারি। আমিই তখন বলে দেবো কেমন করে জাহাজ চালাতে হবে।

সে কথাই ঠিক হলো। হ্যান্ডস্‌কে আমি খাবার দিলাম। তারপর আমার সিন্দুক খুলে খুঁজে পেলাম মায়ের একখানা নরম রেশমি রুমাল। তাই দিয়ে হ্যান্ডসের পায়ের রক্তাক্ত জখমটা ব্যান্ডেজ করে দিলাম।

খাবার শেষ করে সে আরোও দু'তিন ঢোক ব্রান্ডি খেলো। তারপর সোজা হয়ে বসে বেশ স্পষ্ট গলায় কথা বলতে লাগলো। এখন সে যেনো অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তারপর হ্যান্ডসের কথামতো জাহাজ ছেড়ে দিলাম।

জাহাজটা দখলে নিয়ে নতুন দায়িত্ব পেয়ে মন আমার আনন্দে ভরে উঠেছে। উজ্জ্বল, মেঘহীন দিন, আকাশে সূর্য উঠেছে। এদিকে জাহাজে রয়েছে প্রচুর খাদ্য ও পানীয়। হ্যান্ডস্ শুয়ে শুয়ে আমাকে দেখছে। তার দৃষ্টির ভেতরে যেনো বিশ্বাসঘাতকতার ছায়া দেখতে পেলাম। সে এক ক্রুর ধূর্ততার সঙ্গে অবিরাম আমাকে লক্ষ্য করছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইসরায়েল হ্যান্ডস্

একটু পরে বাতাস ঘুরে গেলো পশ্চিম দিকে। এতে আমাদের সুবিধাই হলো। খুব সহজেই উত্তরে খাড়ির মুখ পর্যন্ত হাওয়ার অনুকূলে আমরা পৌঁছে গেলাম।

ইসরায়েল হ্যাণ্ডস অনেকক্ষণ পরে বললো ঃ আমার পুরানো সঙ্গী ও'ব্রায়েন—ওর লাশটা পানিতে ফেলে দিলে কেমন হয়? ওর লাশটা তো জাহাজের শোভা বাড়াচ্ছে না।

আমি বললাম ঃ একা ওকে নাড়ানো আমার কম্ম নয়। তারচেয়ে পড়ে থাকুক না, যেখানে পড়ে আছে।

এবার হ্যান্ডস্ বলে উঠলো ঃ জিম, দয়া করে যদি একটা কাজ করো। কেবিনে নেমে গিয়ে আমাকে এক বোতল মদ এনে দাও। ব্রান্ডি আমার কাছে ভয়ানক কড়া লাগছে।

হ্যান্ডস্‌ের ইতস্তত ভাবটা আমার কাছে ভালো মনে হলো না। ব্রান্ডি ছেড়ে সে মদ চাইছে—এ আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সমস্ত ব্যাপারটা যেনো তার একটা ভান। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, সে চাইছে, আমি ডেক ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্যে অন্যত্র যাই। কিন্তু সে কেনো তা চাইছে তা বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি আমার মনের ভাব গোপন করে বলে উঠলাম ঃ মদ চাই তোমার? বেশ এনে দিচ্ছি। শাদা না লাল মদ?

এই বলে দুপদাপ করে আমি তার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে পায়ের জুতো খুলে একপাশে লুকিয়ে রইলাম। হ্যান্ডস্ এবার কি করে, লুকিয়ে লুকিয়ে তাই দেখতে লাগলাম। দেখলাম, আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। যা ভয় করেছিলাম তাই।

হাত ও হাঁটুতে ভর করে হ্যান্ডস্ উঠে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো। আহত পা দিয়ে অতি কষ্টে ডেকের ও-পাশে গোল করে গুটিয়ে রাখা দড়ির কুন্ডলির কাছে গেলো। তারপর তার ভেতরে লুকানো লম্বা একটা ছুরি বের করে আনলো। ছুরিটার হাতলে রক্তের দাগ। সেদিকে একবার চেয়ে ছুরিটার ধার পরীক্ষা করে ওটা জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখলো। তারপর আবার ফিরে এলো আগের জায়গায়।

আমি সন্দেহ করে যা জানতে চেয়েছিলাম তা জানা হলো। ইচ্ছে করলে হ্যান্ডস্ এখন নড়াচড়া করতে পারে, অস্ত্রও তার আছে। কাজেই সুযোগ পেলে সে

www.BanglaBook.org

আমাকে আঘাত করতে পারে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত। আমাকে ছাড়া সে জাহাজ চালাতে পারবে না। জাহাজ চালাবার শক্তি ও সাহস তার নেই। যতোক্ষন জাহাজ চালিয়ে নেবার দরকার আছে ততোক্ষণ আমার কোনো বিপদ হবে না। আমি এসব কথা ভাবছিলাম, বটে কিন্তু হাত পা চলছিলো না। ইতিমধ্যে কেবিনে ঢুকে জুতো পায়ে দিয়ে এক বোতল মদ হাতে আবার আমি ফিরে এলাম ডেকে।

এসে দেখি, হ্যান্ডস্ যেভাবে ডেকের ওপর পড়েছিলো ঠিক তেমনি আছে অসাড় হয়ে। এমন ভাবে মাথা নিচু করে চেয়ে আছে যেনো তার চোখ আলো সহ্য করতে পারছে না। আমার শব্দ পেয়ে সে চোখ তুলে তাকালো। বোতলের গলাটা আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে ঢকঢক করে খানিকটা মদ গিলে ফেললো সে। তারপর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো ঃ আঃ! বাঁচা গেলো।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একটা তামাক পাতা বের করে বললো ঃ এ থেকে আমাকে বড়ো এক টুকরো তামাক কেটে দাও তো, হকিন্স। আমার কাছে ছুরিও নেই। ছুরি থাকলেও কাটবার শক্তি নেই।

ইসরায়েল হ্যান্ডসের মতলবটা বুঝতে আমার আর বাকি রইলো না। তাকে সে বিষয়ে কিছুই না বলে আমি তামাক কেটে দিলাম। তারপর তার কথা মতো জোয়ার জোরে বইছে দেখে জাহাজ নিয়ে রওয়ানা হলাম।

জাহাজটা বেশ এগিয়ে যেতে লাগলো। জাহাজ চালাতে পারার আনন্দে আমি সব ভুলে গেলাম। হ্যান্ডসের ওপর যে নজর রাখতে হবে সে কথা আমার মনে রইলো না। আমি তখন জাহাজের হালটা কি করে ঠিক রাখবো তাই ভেবে অস্থির।

আমি হয়তো প্রাণ বাঁচাতে একটু লড়াই করার সুযোগও পেতাম না, যদিনা হঠাৎ নামা একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আমার ঘোর ভাঙ্গাতো। হঠাৎ হ্যান্ডসের দিকে তাকিয়ে দেখি ডান হাতে রক্তমাখা ছুরিটা বাগিয়ে ধরে আমার দিকে ছুটে আসছে সে।

পরস্পর চোখাচোখি হতেই আমরা উভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমার চিৎকারটা অবশ্যি আর্তনাদ আর হ্যান্ডসের যেন ষাঁড়ের গর্জন। আমি আর্তনাদ করেই এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। সরে দাঁড়াতে গিয়ে হাতের হালটা ছেড়ে দিতে হলো। ছেড়ে দিতেই সেটা প্রবল বেগে দড়াম করে হ্যান্ডেসের বুকে আঘাত করলো। যন্ত্রণায় গর্জন করে উঠে সেখানেই সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু একটু থেমেই সে আবার আমার দিকে ধাওয়া করলো। আমিও ততোক্ষণে পকেট থেকে পিস্তল বের করে তার দিকে নিশানা করেছি। আরো খানিকটা এগিয়ে আসতেই আমি ঘোড়া টিপে দিলাম। কিন্তু একি! পিস্তল থেকে না বেরুলো আগুনের হলকা না হলো কোনো শব্দ। সমুদ্রের পানিতে ভিজে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে। আমার নিজের ওপর নিজেরই ভয়ানক দুঃখ হতে লাগলো। আমারই তো উচিত ছিলো পিস্তলটা দেখে শুনে ভর্তি করে রাখা। তা যদি করতাম, তাহলে এখন এই কসাইর সামনে ভেড়ার মতো ছুটে পালিয়ে বেড়াতে হতো না।

আহত অবস্থায় কী রকম দ্রুততার সঙ্গে সে চলাফেরা করছে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অন্য পকেটের আরেকটা পিস্তল পরীক্ষা করে দেখবার সময়টুকু আমি পেলাম না। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আমাকে একবার নাগালের ভেতর পেলে হ্যান্ডস্ তার ছুরির ফলা আমূল বসিয়ে দেবে আমার বুকে।

ব্যাপার যখন এমনি বিপদজনক ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজটা ঠেকলো এসে এক বালুর চড়ায়। ধাক্কা খেয়েই জাহাজ সবেগে দুলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু'জনই পড়ে গেলাম ডেকের উপর। পড়ে রীতিমতো গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। এমন কি সেই ও'ব্রায়েনের মৃতদেহটা অবধি গড়াতে লাগলো। আমি গড়াতে গড়াতে পড়লাম গিয়ে হ্যাণ্ডসের কাছে। তার পা দু'টো ঠেকলো এসে আমার মাথায়।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। দৌড়ে চলে গেলাম মাস্তুলের কাছে। তারপর মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

এদিকে হ্যান্ডস্ও আমার পিছু ধাওয়া করেছে। আমি ততোক্ষণে মাস্তুলের অনেকটা উঠে এক জায়গায় বসেছি। শুধু ক্ষিপ্রতার জন্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। হ্যান্ডসের ছোরাটা মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে আমাকে ছুঁতে পারেনি। নিচে তাকিয়ে দেখলাম ছোরাটা মাস্তুলের গায়ে গেঁথে আছে। মাস্তুলের ওপর পর্যবেক্ষণ মাচায় পিস্তল দুটোয় নতুন করে বারুদ ভরে ঠিক করে নিলাম।

হ্যান্ডস্ ততোক্ষণে মাস্তুলের গোড়ায় এসে গেছে। ক্ষণেকের জন্যে ইতস্তত করেই সে হাতের ছুরিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো, তারপর অতি কষ্টে ওপরে উঠতে লাগলো দড়ি ধরে। এমনি করে মাস্তুলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উঠেছে এমন সময় দু'হাতে দুই পিস্তল তার দিকে ধরে আমি গর্জে উঠলামঃ সাবধান হ্যান্ডস্, আর একটি পা এগিয়েছো কি আমি তোমার মগজ উড়িয়ে দেবো।

www.BanglaBook.org

তখনি সে থামলো। কথা বলবার জন্যে সে ছুরিটা মুখ থেকে হাতে নিয়ে এলো। তারপর কথা বলতে বলতেই ছুরিটা সবেগে ছুড়ে মারলো আমাকে লক্ষ্য করে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হাতের পিস্তল দু'টোও গর্জন করে উঠলো, হ্যান্ডসের হাত আলগা হয়ে গেলো। প্রচণ্ড এক চিৎকার করে সে মাথা নিচু করে পানিতে পড়ে গেলো। এবারে ওর লাশটা হবে সামুদ্রিক মাছের খোরাক।

আমার কোট ও শার্ট ছুরিতে গেঁথে ছিলো মাস্তুলের সঙ্গে। এক ঝাঁকুনি দিয়ে তা ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর নেমে এলাম ডেকের ওপর। নিচে নেমে যতোটা সম্ভব ক্ষতস্থানটা শুশ্রুষা করলাম। বেশ যন্ত্রণা করছিলো, রক্তও ঝরছিলো ক্ষতস্থান থেকে।

এখন জাহাজে আমি একা। ও'ব্রায়ানের লাশটাকে জাহাজ থেকে হটাতে হবে। এক হ্যাচকা টান দিয়ে ওঠাকে ফেলে দিলাম পানিতে। পানির দিকে চেয়ে দেখলাম, জোয়ার এসে গেছে। সূর্য অস্ত যাবার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তাই পাইন গাছের ছায়া লম্বা হয়ে এসে পড়েছে জাহাজের পাটাতনের ওপর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

জাহাজের পাশে ঝুঁকে পড়ে আমি নিচের দিকে তাকালাম। পানি খুব বেশি নয় বলেই মনে হলো। তখন একটা দড়ি দু'হাতে ধরে আস্তে আস্তে ঝুলে পড়লাম। এক কোমর পানি সেখানে। শক্ত বালি ঠেকলো পায়ে। বালির ওপর

www.BanglaBook.org

ঢেউয়ের দাগও অনুভব করলাম। তখন মনের আনন্দে পানি ভেঙ্গে তীরের দিকে এগোতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত তাহলে সমুদ্র ছেড়ে জীবন্ত আমি তীরে এসে পৌঁছালাম। খালি হাতে যে ফিরে এসেছি তা বলা যায় না। এভাবে কাউকে কিছুই না-বলে একা চলে এসে দোষ হয়তো কিছুটা করেছিলাম। কিন্তু হিসপানিওয়ালাকে তো উদ্ধার করেছি শত্রুর হাত থেকে! আমার মনে হয়, ক্যাপ্টেন স্মোলেট স্বীকার করবেন যে পালিয়ে এসে আমি আমার সময় অকাজে ব্যয় করিনি।

এসব ভাবতে ভাবতে মনের আনন্দে সেই কাঠের বাড়ির উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললাম।

রাতের গাঢ় আঁধার তখন ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে তারা মোটে দু'চারটি। আলো অত্যন্ত কম। তারই মধ্যে পথ চলে সেই কাঠের বাড়ির কাছে পৌঁছালাম। পূব দিকের বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে হলো আমাকে।

ঢুকেই বুঝতে পারলাম, এরা আর যা-ই করুক পাহারার ভালো ব্যবস্থা করেনি। আমি না হয়ে যদি সিলভার বা তার দলের লোকেরা হতো, তাহলে এদের কাউকে উঠে আর দিনের আলো চোখে দেখতে হতো না। ক্যাপ্টেন আহত হলে এমনি হয়তো হয়। আমি অবশ্য এজন্যে কারো দোষ দেইনা। কারণ এই বিপদের মুখে ওদের ফেলে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। পাহারা দেয়ার জন্যে ক'জন লোকই বা আছে!

এসব ভাবতে ভাবতে দরজার কাছে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। শব্দ, তাও শোনা যাচ্ছে শুধু নাক ডাকার। আর শোনা যাচ্ছে কেমন একটা ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ।

হাত বাড়িয়ে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমার ইচ্ছে, নিজের জায়গা মতো আমি শুয়ে পড়বো আর ভোরে ঘুম থেকে উঠে সবাই যখন আমাকে দেখবে অবাক হয়ে যাবে।

হাঁটতে গিয়ে ঘুমন্ত একজনের পা ঠেকলো আমার পায়ে। সে অস্ফুট গোঙ্গানির শব্দ করে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

ঠিক এমন সময়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ কানে এলো ঃ আট মোহর! আট মোহর!! আট মোহরের মুদ্রাগুলি।

www.BanglaBook.org

আমি চমকে উঠলাম। এ যে সিলভারের টিয়ে পাখি ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের গলা! এটাই তা'হলে কাঠের উপর ঠক্‌ঠক্ শব্দ করছিলো। মানুষের চেয়ে টিয়ে পাখি ভালো পাহারা দিচ্ছিলো। তার ডাক শুনে ঘুমন্ত সবাই একযোগে জেগে উঠলো।

সিলভার হাঁক দিয়ে উঠলো ঃ কে ওখানে।

পেছনে ফিরে দিলাম আমি ছুট। কিন্তু একজনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে গিয়ে পড়লাম আরেকজনের বুকে। সে আমাকে দু'হাতে জাপটে ধরলো।

তখন সিলভার বললোঃ একটা মশাল আনো, ডিক! আমি ধরা পড়তে সিলভার হাঁক দিয়ে বললো।

একজন তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বের হয়ে একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে ফিরে এলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শত্রুর ছাউনিতে

মশালের লালচে আলোতে ঘরের ভেতর যা দেখতে পেলাম তা দেখে বুঝলাম আমাদের সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। পুরো বাড়ি, রসদ ভাণ্ডার সবই দখল করেছে বোম্বেটেরা।

ওরা তখন সব মিলিয়ে ছ'জন রয়েছে। ডাকাডাকিতে পাঁচজনের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। চোখ মুখ তাদের ফোলা, চোখ লাল। হয়তো প্রচুর মদ খাওয়ার পরে ঘুমিয়ে এ অবস্থা। আরেকজন তখনও কনুইয়ে ভর করে মাথা উঁচু করে আছে। তার মাথায় বাঁধা রক্তমাখা ব্যান্ডেজ। দেখে মনে হয় আঘাতটা সম্প্রতি পেয়েছে সে।

সিলভার বললো,ঃ আরে, এ যে জিম হকিন্স এসেছে দেখছি। বেড়া ডিঙ্গিয়ে এসেছো বুঝি? তাতে দোষের কিছু হয়নি। এসো, বসো বসো।

বলতে বলতে একটা মদের পিপের ওপর বসে সে তার পাইপ ভরতে লাগলো। তারপর পাইপে দু'এক টান দিয়ে আবার বললোঃ হ্যাঁ, জিম, যখন এসেই গেছো তখন দু'একটা মনের কথা তোমাকে বলি। তোমাকে আগাগোড়াই আমার ভালো লেগেছে। ছেলেবেলায় আমি তোমার মতোই ছিলাম। প্রথম থেকেই আমি চেয়েছিলাম তুমি আমাদের দলে থাকবে এবং তোমার বখড়া বুঝে নেবে। আর এখন তো তোমাকে আসতেই হবে। স্মোলেট ক্যাপ্টেন হিশেবে খুব ভালো, কিন্তু লোক ভারি কড়া। ডাক্তার তো তোমার ওপর চটেই গেছেন। চটে গিয়ে অকৃতজ্ঞ পাজি বলে গালাগালও করেছেন। সোজা কথা হলো, তুমি আর ওদের কাছে ফিরে যেতে পারছো না। কাজেই তোমাকে একা কোনো দল গড়তে হবে। সেটা বড়ো ঝামেলার কাজ। বরং তুমি এই ক্যাপ্টেন সিলভারের দলে যোগ দাও।

যাক একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম যে বন্ধুরা আমার বেঁচে আছেন। আমি না বলে চলে আসায় ওঁরা আমার ওপর ক্ষেপে গেছেন কথাটা বিশ্বাস করলাম, কিন্তু ওরা বেঁচে আছেন জেনে দুঃখ পাওয়ার বদলে আনন্দ পেলাম অনেক।

আমি তখন বললামঃ আমাকে কি উত্তর দিতেই হবে ?

ঃ তোমার ওপর কোনো চাপ নেই। তুমি থাকলে আমার দিন ভালো কাটে।

আমি একটু সাহস পেয়ে বললাম ঃ আমার পথ যদি আমাকেই বেছে নিতে হয় তবে সঠিক ব্যাপারটা আমি জানতে পারি কি? তোমরা এখানে কেনো এসেছো ? আমার বন্ধুরাই বা কোথায় ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার কথা শুনে বোম্বেটেদের একজন চটে উঠলো। সিলভার তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে নরম গলায় আমাকে বললোঃ জিম, কাল সকাল বেলা সন্ধির একটা পতাকা হাতে নিয়ে ডাক্তার লিভ্‌জি এসেছিলেন দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়াও আমাদের হয়ে গেছে। তার ফলেই আমরা এ ঘর পেয়েছি, পেয়েছি মদ, খাবার জিনিশ, কাঠ, যা তোমরা বুদ্ধি করে কেটে রেখেছিলে। আর তোমার দলের লোকেরা ? তারা ভবঘুরের মতো কোন দিকে যে চলে গেছে তার কিছুই আমরা জানি না।

এই বলে সে নিঃশব্দে আবার তার পাইপ টানতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এই তোমার শেষ কথা তো?

ঃ হ্যাঁ, তোমাকে যা বলবার তা বলা হলো।

ঃ তা হলে এখন আমার পথ আমাকেই বেছে নিতে হবে?

ঃ হ্যাঁ, তোমার পথ বেছে নেবার পালা এবার।

আমি বললাম ঃ ভাগ্যে যা ঘটবার তা ঘটবে, সেজন্যে আমার কোনো পরোয়া নেই। তোমাদের সঙ্গে এসে চোখের সামনে অনেককেই মরতে দেখেছি। তবু তোমাদের দু'একটা কথা আমি শুনিয়ে দিতে চাই। তোমাদের অবস্থা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। জাহাজ হারিয়েছো, গুপ্তধনের আশাও আর নেই, সঙ্গীরাও একে একে খতম হয়েছে। তোমাদের সব শেষ বলাই চলে। যদি জানতে চাও যে এসব কার জন্যে ঘটেছে, তবে বলবো, সব কিছুর মূলেই রয়েছি আমি। যে রাত্রে প্রথম আমরা ডাঙ্গা দেখতে পেলাম, সে রাত্রে আমি ছিলাম আপেলের পিপের ভেতর। পিপের ভেতরে বসে তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেয়ে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। শেকল কেটে জাহাজও আমিই ভাসিয়ে দিয়েছি। যাদের তোমরা পাহারায় রেখে এসেছিলে তাদেরও মেরে শেষ করেছি আমি। জাহাজও এনে এমন জায়গায় রেখেছি যা খুঁজে বের করার সাধ্যি তোমাদের নেই। কাজেই, জিত আমারই এবং আমি তোমাদের ওপরে টেক্কা দিয়েছি। একটা মাছিকে যতোটুকু ভয় করি, ঠিক ততোটুকু ভয় তোমাদের করি। যদি ইচ্ছে হয়, আমাকে খুন করো। অথবা ছেড়ে দিতে চাও, দাও। কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলে রাখছি, শুধু একটাই কথা। যদি আমাকে ছেড়ে দাও, তা হলে যা হবার হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে যখন তোমাদের দস্যুতার বিচার হবে তখন যতটা পারি আমি তোমাদের সাহায্য করবো। এখন নিজে বুঝে দেখো কি করবে। আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের কোনোই লাভ নেই। বাঁচালে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়তো ফাঁসির রশি থেকে তোমাদের বাঁচাবার জন্যে একজন দরকারি সাক্ষী থাকবে।

এতোক্ষণ একটানা কথা বলে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। দম নিতে থামলাম।

আমার কথা শুনে ওদের দলের একজন টম মর্গ্যান ছুরি বাগিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। তাই দেখে সিলভার ধমক দিয়ে বললোঃ থামো, তুমি বুঝি নিজেকে এখানকার কাপ্তেন ভেবে বসে আছো? বেশি বাড়াবাড়ি করলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো এখ্খুনি। আমার কথার বিরুদ্ধে গেলে তিরিশ বছর ধরে তোমাদের অনেকে যে পথে গেছে সে পথেই তোমাকে যেতে হবে!

মর্গ্যান চুপ করলো। কিন্তু আর সবাই তখনো বিড় বিড় করতে লাগলো। একজন বললোঃ টম ঠিকই বলেছে।

আরেক জনও বলে উঠলো ঃ তোমার শাসানি আমরা অনেক দেখেছি, জন সিলভার। আর পারবে না তুমি এভাবে শাসাতে। তোমার কথায় ওঠাবসা করার চেয়ে বরং ফাঁসির দড়িতে ঝুলবো।

ঃ তাই নাকি? বলেই সিলভার গর্জন করে উঠলো। ডান হাতে তার পাইপটা তখনো জ্বলছে। গর্জে উঠে বললো ঃ এগিয়ে এসো যার সাহস আছে। আমার হাতের এ-পাইপের আগুন নিভবার আগেই আমি বগলে ক্রাচ নিয়েই তার পেট ফাঁসিয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে দেবো।

একটা লোকও নড়লো না, কথা বললো না।

www.BanglaBook.org

সিলভার আবার পাইপটা মুখে দিয়ে বলতে লাগলোঃ এই তো তোমাদের ক্ষমতা, তাইনা? আমার কথা তোমরা বুঝতে পারবে আশা করি। সকলেই ভোটেই আমি ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছি। কারণ মানুষ হিশেবে আমি এখানকার সবাইর চেয়ে যোগ্য। কাজেই তোমাদের আমার আদেশ পালন করে চলতে হবে। এই ছেলেটাকে আমি পছন্দ করি। এর চেয়ে ভালো ছেলে জীবনে আমি আর দেখিনি। এই বাড়িতে তোমরা যতো ইঁদুর আছো তার চেয়ে অনেক ভালো সে। কে ওর গায়ে আঁচড় দিতে সাহস করবে আমি দেখতে চাই।

এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। আমি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বুকে তখনো হাতুড়ির ঘা পড়ছে। কিন্তু তবু এখন একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। সিলভারও দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে তার পাইপ। হাত দু'টি বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে গুটিয়ে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে আছে।

একজন লোক তখন সিলভারের কাছে ক্ষমা চাইলো। তার বয়স হবে বছর পঁয়ত্রিশ। ক্যাপ্টেনকে স্যালুট করে সে বেরিয়ে গেলো। তার দেখাদেখি সবাই সিলভারকে স্যালুট করে একে একে বেরিয়ে গেলো।

সিলভার এবার মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে চুপি চুপি আমাকে বললো ঃ তোমার সামনে মৃত্যু ওৎ পেতে আছে। ওরা বোধ হয় তোমাকে মারতে চেষ্টা করবে। আমাকেও আর মানতে চাইবে না। কিন্তু তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমি আছি তোমার পাশে। আমি তোমার পাশে, তুমি আমার পাশে। তা' হলে ওরা কিছুই করতে পারবে না। আগে আমি থাকতে চাইনি। কিন্তু তুমি কথাগুলি বলার পর মন ঠিক করে ফেলেছি। একে তো অতো ধনসম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যেতে আমি মরিয়া হয়ে গিয়েছি, তার ওপরে আবার ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে পারবো না।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। বললাম ঃ যা আমি করতে পারি তোমার জন্যে, নিশ্চয়ই করবো।

ঃ বেশ, বেশ। বলে খুশি হয়ে সিলভার মুখাল থেকে আবার পাইপটা ধরিয়ে নিলো। তারপর বললো ঃ বুঝলে জিম, আমার ঘাড়ে মাথা একটাই আছে। আমি এখন জমিদারের দলে। আমি জানি, জাহাজটা তুমি কোনো নিরাপদ জায়গায় রেখেছো। কি করে তা তুমি করেছো জানি না, কিন্তু সেটা যে নিরাপদে আছে তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানি। হ্যান্ডস্ আর ও'ব্রায়েন যে নেই তাও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ডাক্তার আমাকে সেই নক্শাটা দিয়ে দিলেন কেনো বলতে পারো, জিম?

সিলভারের কথা শুনে আমি তো অবাক। ডাক্তার গুপ্তধনের নকশা ওকে দেবেন কেনো ?

আমার মুখের ভাব দেখেই সিলভার বুঝতে পেরেছে, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। সে বললো ঃ আমাকে নকশাটা সত্যিই ডাক্তার দিয়েছেন। তাঁর একটা কিছু মতলব আছে হয়তো। সে মতলব কি বুঝতে পারছি না।

খানিকটা ব্রান্ডি গিলে এমনভাবে সে তার শাদা চুল ভর্তি মাথাটা নাড়লো যে বোঝা গেলো সে সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াতে তৈরি হয়ে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্দী দশা

পরের দিন ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গলো একটা লোকের হাঁক ডাকে। ঘরের সবাই জেগে উঠলো। লোকটা বনের সীমানা থেকে ডেকে বলছে ঃ ডাক্তার আসছে, তোমরা কে কোথায় আছো ?

রোগী দেখতে ডাঃ লিভ্‌জি এসেছেন। সিলভার চিৎকার করে উঠলো ঃ আসুন ডাক্তার, আসুন। সুপ্রভাত, স্যার ! আপনার জন্যে একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আছে, স্যার। ব্যাপারটা বিস্ময়কর! একজন ক্ষুদে অতিথি এসেছেন আজ এখানে।

ডাঃ লিভ্‌জি তখন প্রায় সিলভারের কাছে এসে গেছেন। আসতে আসতে তিনি বললেন ঃ জিম নয় তো?

ঃ হ্যাঁ, সেই আমাদের জিমই।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ডাক্তার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন। পরে বললেন ঃ বেশ, বেশ। আগে কর্তব্য পালন, পরে অন্য কিছু। রোগী দেখার কাজটা আগে সারবো আমি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরের ভেতর ঢুকলেন। আমার দিকে এক নজর তাকিয়েই তিনি রোগী দেখার কাজে মনোযোগ দিলেন। বিশ্বাসঘাতক এ বোম্বেটেদের মধ্যে এসেও তাঁর মনে কোনো ভয় ভীতির লেশ নেই। আর এমন নিশ্চিত ভাব যে মনে হয় ইংলন্ডের কোনো গ্রামে তিনি এক ইংরেজ পরিবারে রোগী দেখতে এসেছেন।

রোগীদের কাউকে তিনি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন, কাউকে দিলেন ওষুধ। রোগী দেখার কাজ শেষ করে বললেন ঃ যাক, আজকের মতো কাজ এখানেই শেষ। যাওয়ার আগে ওই ছেলেটির সঙ্গে একটু কথা বলা যাক।

মর্গ্যান বলে উঠলো ঃ না তা হবে না।

তখন সিলভার মদের পিপের ওপর থাপ্পড় মেরে উঠলো ঃ চোপ, একদম চোপ !

তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে বললো ঃ আপনি এখানে আসায় আমরা কৃতজ্ঞ, ডাক্তার। আপনি ছেলেটিকে খুব ভালোবাসেন জানি। আমরা আপনাকে এবং ছেলেটাকে বিশ্বাস করি। হকিন্স, তুমি কি আমাকে কথা দিতে পারো যে তুমি পালিয়ে যাবে না?

সঙ্গে সঙ্গে আমি কথা দিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলভার বললো ঃ তা'হলে ডাক্তার গিয়ে বেড়ার দিকে দাঁড়ান। আপনি ও পাশে গেলেই আমি ছেলেটিকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। আমার মনে হয় বেড়ার ফাঁক দিয়েই আপনারা কথাবার্তা বলতে পারবেন।

ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই সবাই সিলভারের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো।

ডাক্তারকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দিতে তারা রাজি নয়। ধমক দিয়ে সিলভার তাদের থামিয়ে দিলো। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গেলো। কাছাকাছি গিয়ে ডাক্তারকে বললো ঃ শুনুন ডাক্তার, আমি কি ভাবে এ-ছেলেটির জীবন রক্ষা করেছি তা সে নিজেই আপনাকে বলবে।

এই বলে সিলভার দূরে সরে এসে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে শিস দিতে লাগলো।

আমি বেড়ার কাছে এগিয়ে গেলে ডাক্তার ও-পাশ থেকে বললেন ঃ জিম তোমাকে আমি দোষী করছি না, কিন্তু একটা কথা না-বলে পারছি না। ক্যাপ্টেন যখন সুস্থ ছিলেন তখন তুমি বাইরে যেতে সাহস পাওনি। তাঁর অসুস্থতার সুযোগে এভাবে চলে আসাটা তোমার জন্যে কাপুরুষোচিত কাজ হয়েছে। তাঁর কথায় আমার কান্না পেলো। আমি বললাম ঃ আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিজেকে নিজেই অপরাধী করেছি। সিলভার আমাকে রক্ষা না করলে আমি হয়তো মরেই যেতাম। মরতে অবশ্যি ভয় পাই না আমি, কিন্তু ভয় ছিলো ওরা যদি আমার ওপর অত্যাচার করে . . . . .

ডাক্তার আমাকে থামিয়ে বললেন ঃ না এ আমি সহ্য করতে পারি না। তুমি বেড়া ডিঙ্গিয়ে চলে এসো। আমরা তখন দৌড়ে চলে যাবো।

আমি বললাম ঃ আমি যে সিলভারকে কথা দিয়েছি।

ডাক্তার বলে উঠলেন ঃ জানি, জানি। কিন্তু এ-ছাড়া যে পথ নেই। অন্যায় কিছু হলে তা আমিই মাথা পেতে নেবো। তোমাকে এভাবে ফেলে যেতে পারি না আমি। এক লাফ দিয়েই তুমি চলে আসতে পারবে। তারপর আমরা দু'টো হরিণের মতো এক সঙ্গে ছুটে পালাবো।

আমি বললাম ঃ না, আপনিও জানেন যে, আপনি নিজে হলে তা করতেন না। আপনিও না, জমিদার বা ক্যাপ্টেন কেউ তা করতেন না। আমিও তা করবো না। সিলভার আমাকে বিশ্বাস করেছে, আমিও কথা দিয়েছি। ফিরে আমাকে যেতেই হবে। শুধু একটা কথা আপনাকে বলে যেতে চাই। আমাকে যদি ওরা যন্ত্রনা দিতে থাকে তবে হয়তো কথাটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। জাহাজটা আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেয়ে গেছি। কিছুটা পেয়েছি ভাগ্য গুণে, কিছুটা বিপদের ঝুঁকি মাথা পেতে নিয়ে।

বিস্মিত ডাক্তার বললেন ঃ জাহাজ!

যা-কিছু ঘটেছে তাড়াতাড়ি আমি তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি নীরবে সব শুনলেন। আমার কথা শেষ হলে তিনি বললেন ঃ এও দেখছি এক রকম ভাগ্যের খেলা। তুমিই বার বার আমাদের জীবন রক্ষা করলে, জিম ! ওদের ষড়যন্ত্র তুমিই প্রথম টের পেয়েছিলে। তোমার সবচেয়ে বড় কীর্তি বেন গানকে আবিষ্কার! এটাই তোমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ! সেই তোমাকে আমরা শত্রুর হাতে ছেড়ে যাই কি করে? সেটা যে বড়ো অন্যায় কাজ হবে!

ডাক্তারের এতো বলা সত্ত্বেও আমি কিন্তু পালিয়ে যেতে রাজি হলাম না। ডাক্তার তখন সিলভারকে ডেকে বলে উঠলেন ঃ গুপ্তধন পাবার জন্যে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করো না, সিলভার।

সিলভার বললো ঃ গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়ে দরকার হলে আমি আমার নিজের আর ঐ ছেলেটার জীবন রক্ষা করতে পারবো।

ডাক্তার বললেন ঃ ছেলেটাকে তোমার কাছে কাছে রেখো, সিলভার। যদি কোনো সাহায্যের দরকার মনে করো তবে চিৎকার করে ডেকো। তোমাদের সাহায্যের জন্যে আমি তৈরি থাকবো।

এই বলে ডাক্তার লিভ্‌জি বেড়ার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুপ্তধনের খোঁজে

আমাকে একলা পেয়ে সিলভার বললো ঃ আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে থাকতে হবে। যদি আমি তোমার জীবন বাঁচিয়ে থাকি, তবে বলতে হবে তুমিও আমার বাঁচিয়েছো। একথা আমি ভুলবো না। লক্ষ্য করেছি, ডাক্তার তোমাকে পালাতে বললেন, তুমি রাজি হলে না। এতে আমি খুব খুশি। ভাগ্য যতোই খারাপ হোক দেখো আমরা ঠিক বেঁচে যাবো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন এসে খবর দিলো ঃ সকালের নাস্তা তৈরি !

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বালির ওপর খেতে বসে গেলাম। খেলাম বিস্কুট আর লবণ দেয়া ভাজা মাংস। খেতে খেতে সিলভার সকলকে বললো ঃ যা চেয়েছিলাম, তাই পেলাম। পেয়েছি বললেই চলে। ওরা পেয়েছে জাহাজটা। জাহাজটা কোথায় নিয়ে যে রেখেছে তা এখনও জানতে পারিনি। গুপ্তধন তো আগে হাতিয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে জাহাজ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। জাহাজ যারা পাবে তাদেরই হবে জিত।

ওদের সবারই মন আজ হাসি খুশিতে ভরা। আমার মনেই আনন্দের লেশ মাত্র নেই। খাবার খেতে একটুও ভালো লাগলো না আমার।

খাওয়ার কাজ সেরে দল বেঁধে আমরা রওয়ানা হলাম। সবার গায়েই নাবিকের ময়লা পোশাক। আমি ছাড়া তাদের সবার সঙ্গে অস্ত্র আছে। আমার কোমরে বেঁধেছে একটা দড়ি যাতে পালিয়ে না-যেতে পারি। দড়িটা ধরে আগে আগে চলছে সিলভার। কখনো দড়িটা তার হাতে ধরে বা তার শক্ত দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে ধরে ক্রাচে ভর দিয়ে দ্রুত এগুতে লাগলো। নাচের ভালুকের মতো তার পেছনে পেছনে আমি চলতে লাগলাম।

কেউ কেউ সঙ্গে নিয়েছে গাঁইতি, কেউ শাবল। এগুলিই সবচেয়ে মূল্যবান জিনিশ যা তারা জাহাজ থেকে নিয়ে এসেছিলো। কারো ঘাড়ে দুপুরের খাবারের বোঝা। এমনি করে একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খল সারি বেঁধে আমরা সমুদ্র তীরে গিয়ে পৌছালাম। সেখানে দু'খানা নৌকো বাঁধা রয়েছে আমাদের জন্যে।

নৌকোয় করে স্পাই গ্লাসে পৌছে সিলভার তার মানচিত্র বের করলো। তাই নিয়ে কতোক্ষণ আলোচনা চললো। মানচিত্রে লেখা আছে, ঃ

'উঁচু গাছ স্পাই গ্লাসের খাঁজ। উত্তর-পশ্চিমের উত্তরে নির্দেশ করে।

কঙ্কাল দ্বীপ পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক ঘেঁষে।

দশ ফুট।'

একটা উঁচু গাছই তাহলে আমাদের প্রধান চিহ্ন। কোন্ গাছ সেটা কাছে না গিয়ে বুঝবার উপায় নেই। তাও বুঝতে হবে কম্পাসের সাহায্যে।

www.BanglaBook.org

আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। সিলভার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। এমনি করে আধ মাইল পথ চলার পর হঠাৎ সবচেয়ে বাঁ দিকের লোকটা চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার শুনে মনে হলো সে যেনো ভয় পেয়ে চিৎকার করছে। চিৎকারের পর চিৎকার। আমরা তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

বুড়ো মর্গ্যান বলে উঠলো ঃ নিশ্চয়ই ও গুপ্তধন দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছে না। মাটির ওপর গুপ্তধন আসতে পারে না।

আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, সত্যিই গুপ্তধন নয়, অন্য ব্যাপার। একটা উঁচু পাইন গাছের তলায় পড়ে আছে একটা মানুষের কঙ্কাল। কঙ্কালটায় জড়িয়ে আছে কয়েক টুকরো কাপড়। গাছটার গুঁড়ি বেয়ে একটা মোটা লতা উঠে গেছে। এই দৃশ্য দেখে সবারই মনে একটা কেমন ভয়ের ভাব এলো।

জর্জ মেরির সাহস একটু বেশি। সে কঙ্কালটার খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে ন্যাকড়ার টুকরোগুলি নাড়তে নাড়তে বলে উঠলো ঃ লোকটা নাবিক ছিলো। কাপড় দেখে তা বেশ বুঝা যাচ্ছে।

সিলভার তাই শুনে বললো ঃ ভারি একটা নতুন কথা বলেছো ! নাবিক হবে না তো কি গির্জার বিশপ আসবে এখানে ? কিন্তু কঙ্কালটা কিভাবে পড়ে রয়েছে লক্ষ্য করেছো তোমরা ? স্বাভাবিকভাবে পড়ে নেই কিন্তু।

লোকটা মরে স্বাভাবিক ভাবে যে পড়ে নেই দেখেই তা বেশ বুঝা যায়। পা দু'টা সটান একদিকে আর মাথার ওপর দিয়ে হাত দু'টা উল্টো দিকে। তার দেহের মাংস নিশ্চয়ই পাখিতে খেয়েছে এবং লতা গাছটাও হাড়গুলিকে অনেকটা ঢেকে ফেলেছে।

সিলভার আবার বললো ঃ এ সেই ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের কুকীর্তি নিশ্চয়। যে দু'জন নাবিক ছিলো এখানে সেই দু'জনের একজনই এখানে পড়ে আছে। হাড়গুলো লম্বা লম্বা, মাথার চুল হলদেটে। কঙ্কালটা বোধ হচ্ছে আলারডাইসের।

তার কথা শুনে মর্গ্যান বললো ঃ হ্যাঁ, তার কথা আমার মনে আছে। আমার কাছে তার দেনা ছিলো।

ঃ চলে এসো সবাই। বলে সিলভার আবার পথ চলতে লাগলো। মাথার ওপর গনগনে সূর্য। দিনের বেলা চলেছে সবাই। তবু মনের ভেতর কেমন যেনো একটা ভয়ের ভাব। এবার আর তারা দূরে দূরে নয়। সবাই এক সঙ্গে জড়ো হয়ে চলতে লাগলো। মুখেও কারো কথা নেই। মৃত জলদস্যুর সর্দারের অশরীরী আত্মার ভয়ে সবাই কাতর, বুঝতে পারছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বনের মধ্যে কণ্ঠস্বর

কিছুদূর গিয়ে সিলভার বসে পড়লো। তার দেখাদেখি সবাই বসলো বিশ্রাম করতে। এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ কে যেনো কাঁপা গলায় গান গেয়ে উঠলো গাছের আড়াল থেকে। গানের সেই কথাগুলো তাদের সবারই পরিচিত ঃ

পনেরো জনে লেগেছে মরা মানুষের সিন্দুকের খোঁজে

ওহো-হো, এক বোতল মদ—

জীবনে কখনো মানুষকে এভাবে ভয় পেতে দেখিনি। তাদের ছ'জনের মুখই ভয়ে শাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। কেউ কেউ ভয়ে লাফিয়ে উঠলো, জড়িয়ে ধরলো একজন আরেকজনকে। বেচারা মর্গ্যান পড়লো মাটিতে লুটিয়ে। মেরি বললো ঃ এ গলা ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের না-হয়ে যায় না—!

গান যেমন আচমকা শুরু হয়েছিলো তেমনি হঠাৎ আবার থেমে গেলো। ঠিক যেনো কেউ হাত চাপা দিয়েছে গায়কের মুখে। এমন রোদ ঝলমল করা দিনে গাছের মাথার ওপর দিয়ে ভেসে আসা গানের স্বরটা আমার কাছে ভালোই লেগেছিলো। কিন্তু আমার সঙ্গীদের তখন ভয়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

সিলভার বললো ঃ এবার ওঠা থাক। এভাবে বসে থাকা চলবে না—এগিয়ে যেতেই হবে। নিশ্চয়ই কোনো রক্ত মাংসের মানুষ ও-রকম করে আমাদের সঙ্গে তামাশা করছে।

কথা বলতে বলতে সিলভারের সাহস ফিরে এসেছে, মুখের ফ্যাকাশে ভাবও কেটে গেছে। অন্যান্য সবাইও তার কথায় সাহস ফিরে পাচ্ছিলো। এমন সময় আবার সেই গানের আওয়াজ। এবার আর ঠিক গানের মতো সুর নয়, দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট শব্দ।

সে শব্দ শুনে জলদস্যুরা আবার থমকে দাঁড়ালো। তাদের চোখগুলি যেনো মাথা থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো।

সিলভার কিন্তু ভয়ে কাবু হয়নি। আমি শুনতে পাচ্ছি, রাগে তার দাঁত কিচমিচ করছে। সবার উদ্দেশ্যে সে বলে উঠলো ঃ জাহাজি বন্ধুগণ, ভূতের ভয় বলতে এ-দ্বীপে কেউ কখনো কিছু শোনেনি। ও-সব মিছে কথা। যে জিনিশের খোঁজে আমরা এতো দূর এসেছি তা বের করতেই হবে। কোনো মানুষ বা ভূত আমাদের তাড়াতে পারবে না। জ্যান্ত ফ্লিন্টকেও আমি ভয় করিনি কখনো, এখনও করি না। বোধহয় আর সামান্য কিছুদূর গেলে সেই সাত লাখ পাউণ্ডের সম্পত্তি আমাদের হাতে এসে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এতো কথার পরেও কিন্তু সিলভারের সঙ্গীরা সাহস ফিরে পাচ্ছিলো না। এতোক্ষণে তারা যেদিকে পারে পালিয়ে যেতো, কিন্তু সিলভারের ভয়েই শুধু না পালিয়ে একত্রে জবুথবু হয়ে আছে।

সিলভার আবার বলে উঠলো ঃ ভূত ? ভূতের যেমন ছায়া থাকে না তেমনি তার স্বরেরও প্রতিধ্বনি হয় না।

এ যুক্তিতে আমি ঠিক খুশি হতে পারলাম না। কিন্তু যারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে তাদের কথা ভিন্ন। ওদের দলের জর্জ মেরি নামে লোকটা বলে উঠলো ঃ হ্যাঁ, তা হতে পারে। তোমার মাথায় সত্যিই বুদ্ধি আছে। ঠিক ফ্লিন্টের গলার স্বর বোধহয় আমরা শুনতে পাইনি, কিন্তু শুনেছি ঠিক ফ্লিন্টের স্বরের মতোই একজনের স্বর।

সিলভার বললো ঃ বেন গানের গলার স্বর।

মর্গ্যান তাই শুনে বলে উঠলো ঃ হ্যাঁ, তাই। বেন গানের স্বরই ছিলো ও-রকম।

ডিক তখন বললো ঃ তা'হলে আর কি হলো? অবস্থার পরিবর্তন হলো কই? বেন গান বেঁচে নেই, ফ্লিন্টও বেঁচে নেই।

জর্জ মেরি বলে উঠলো ঃ বেন গান জীবিতই হোক বা মৃতই হোক তাকে আমাদের ভয় কিসের?

এমনি কথা বলতে বলতে সাহস যে আবার কিভাবে ফিরে এলো বলা যায় না। তারা আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তাদের কাঁধে শাবল আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

প্রথম যে লম্বা গাছটার কাছে তারা গেলো সেটা নক্‌শায় দেখানো গাছ নয়। দ্বিতীয়টাও দেখা গেলো তাই। তারপরে তারা এলো সবচেয়ে লম্বা তৃতীয় গাছটার কাছে। প্রকাণ্ড গাছ, প্রায় দু'শ ফিট উঁচু হবে তার মাথা। কিন্তু সেদিকে তখন তাদের মন নেই। তারা ভাবছে, এ গাছেরই ছড়ানো ছায়ায় কোথাও লুকানো আছে সেই গুপ্তধন—সাতলক্ষ পাউণ্ড।

সিলভারও তার ক্রাচে ভর করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছিলো। উত্তেজনায় তার নাকটা যেনো ফুলে ফুলে উঠছিলো। সে আমার দড়ি ধরে জোরে একটা টান দিলো। চোখে তার হিংস্র দৃষ্টি। লুকোনো ধন পাবার আশা যতোই ঘনিয়ে আসছে আগের কথা ততোই সে ভুলে যাচ্ছে। একটু আগে করা তার প্রতিজ্ঞা, ডাক্তারের হুঁশিয়ারি, কিছুই তার মনে নেই। দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছে, সবাইকে মেরে একাই যেনো সে গুপ্তধন নিয়ে জাহাজে উঠে পাড়ি দেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতেই ওদের পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম ওদের দলের মেরি নামে লোকটার চিৎকার।

হঠাৎ দশ গজ খানেক এগিয়ে গিয়ে দলের সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সবার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বের হলো। সিলভারও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেখানে গিয়ে থামলো। আমিও গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আমাদের সামনে বিরাট একটা গর্ত। দেখেই বুঝা যায়, গর্তটা আজকালের নয়, তার ধারগুলো জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে পড়েছে, তলাতে ঘাস গজিয়েছে। সেখানে পড়ে আছে একটা গাঁইতির বাঁটের ভারি দু'টুকরো, কাঠের ভাঙ্গা বাক্সের কয়েকটা টুকরো। একটার গায়ে লেখা ওয়ালরাস—ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের জাহাজের নাম।

মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু দিনের আলোর মতো পরিস্কার হয়ে গেলো। আমাদের আগেই কেউ গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে।

সাত লক্ষ পাউণ্ড এখন তারই দখলে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ রকম আশাভঙ্গ হতে জীবনে কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ। ছ'জন লোকই নিথর দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। শুধু সিলভারই সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা সামলিয়ে উঠেছে। সে একটা দোনলা বন্দুক নীরবে আমার হাতে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললো ঃ জিম, এটা নিয়ে তৈরি থাকো।

দলের আর সবাই চিৎকার আর গালাগালি করতে লাগলো। গালাগালি করতে করতে একজনের পর আরেকজন গর্তে লাফিয়ে পড়ে আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো। মর্গ্যান কুড়িয়ে পেলো দুই গিনির একটা স্বর্ণমুদ্রা। কিছুক্ষণ সেটা হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো। অবশেষে মেরি সেটা সিলভারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো ঃ দু'গিনি! এই বুঝি তোমার সেই সাত লক্ষ পাউণ্ড, কেমন? বোকার হদ্দ কোথাকার!

সিলভার ধীর ভাবে ঠাট্টাচ্ছলে বললো ঃ মন লাগিয়ে খুঁড়তে থাকো সবাই। খুঁড়ে কিছু নাটবল্টু পেলে অবাক হবার কিছু নেই।

তার ঠাট্টার কথা শুনে মেরি চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ নাটবল্টু? শুনেছো তোমরা সবাই? আমি বলতে পারি, এ লোকটা ভেতরে ভেতরে সবই জানতো। ওর মুখ দেখেই তোমরা তা বুঝতে পারবে।

সিলভার তাকে ধমকে উঠলো। কিন্তু বুঝা গেলো, এবার সবাই মেরির দলে। তাকেই তারা সমর্থন করছে। রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে তারা গর্ত থেকে ওপরে উঠে এলো। আমরা দাঁড়িয়ে আছি গর্তের এ-দিকে। ওরা পাঁচজন ও-দিকে। কেউ কোনো কথা বলছে না। সিলভার চেয়ে চেয়ে দেখছে। তার ভেতরে চাঞ্চল্যের কোনো লক্ষণ নেই। সেই সত্যিকার সাহসী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

তখন মেরি বলে উঠলো ঃ ওরাতো মোটেই দু'জন। একটা বুড়ো ল্যাংড়া— সব নষ্টের মূল। আর ঐ তো একটা বাচ্চা ছেলে। কাজেই বন্ধুগণ—

বলে সে-ই প্রথম আক্রমণ করবে ভেবেছিলো, এমন সময় গুড়ুম, গুড়ুম করে তিনবার বন্দুকের আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে মেরি মুখ থুবড়ে পড়লো গর্তের ভেতর। ব্যান্ডেজ বাঁধা আরেকটা লোকও গিয়ে পড়লো তার পাশে। বাকি তিনজন পেছন ফিরে প্রাণপণ দৌড়াতে লাগলো।

গর্তের ভেতর পড়ে আহত মেরি তখনও হাত পা ছুঁড়ছিলো যন্ত্রণায়। চোখের পলক না পড়লে লং জন দু'টা পিস্তলের গুলিতে তাকে ঠাণ্ডা করে দিতো।

ঠিক সেই সময় বন্দুক হাতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার, তাঁর সঙ্গে গ্রে আর বেন গান। তাঁদের বন্দুকের নল দিয়ে তখনও রীতিমতো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ডাক্তার এসেই বলে উঠলেন ঃ শিগগির ওদের পিছু ধাওয়া করো। ওরা যেনো নৌকা নিয়ে পালাতে না পারে।

আমরা তখন পড়িমরি করে ছুটলাম সেই তিনজনের পেছনে। কিন্তু সিলভার ডাক্তারকে ডেকে বললো ঃ তাড়াহুড়োর কোনোই কারণ নেই, ডাক্তার। চেয়ে দেখুন ওরা কোন্ দিকে ছুটছে।

সত্যিই আমাদের ব্যস্ততার কোনো কারণ ছিলো না। নৌকো দু'খানা যেদিকে রয়েছে ওরা তিনজন তার উল্টো দিকে ছুটছে। কাজেই আমরা চারজন তখন বসে পড়লাম। বসে বসে হাঁপাতে লাগলাম। লং জন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এলো আমাদের কাছে।

ডাক্তার গ্রে-কে পাঠালেন একটা গাঁইতি কুড়িয়ে আনতে। জলদস্যুরা দৌড়ে পালাবার সময় সেটা ওখানে ফেলে গেছে।

তারপর উঠে আমরা ধীরে ধীরে নৌকোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এ কয়দিনে যা-কিছু ঘটেছে অল্প কথায় ডাক্তার সব বললেন। সিলভার মনোযোগ দিয়ে সে গল্প শুনে যাচ্ছিলো। এ গল্পের প্রধান নায়কই হলো দ্বীপে পরিত্যক্ত সেই হাবাগোবা ধরনের জাহাজি বেন গান। গল্পের শুরু থেকে শেষ অবধি বেন গানেরই কীর্তি-কাহিনী।

দ্বীপে দীর্ঘদিন ঘোরাফেরা করতে করতে বেন গানই প্রথম ঐ কঙ্কালটা দেখতে পায়। গুপ্তধনের সন্ধানও সে-ই পায়। তারপর একটা গাঁইতি দিয়ে খুঁড়ে সে তা বের করে। তার গাঁইতির ভাঙ্গা বাটই গর্তের মধ্যে পাওয়া যায়।

www.BanglaBook.org

অনেক দিন ধরে সেই গুপ্তধন ঘাড়ে করে বয়ে অনেক কষ্টে সে নিয়ে আসে নিজের গুহায়। দ্বীপের উত্তর-পূব কোণে তার গুহাটা। হিসপানিওয়ালা এ দ্বীপে আসবারও দু'মাস আগে থেকে গুপ্তধন যত্নে রক্ষিত হয়েছে তার সেই গুহায়।

বেন গানের কাছ থেকে গুপ্তধনের এ রহস্য ডাক্তার প্রথম জানতে পারেন জলদস্যুরা যেদিন কাঠের বাড়ি আক্রমণ করে সেদিন বিকেলে।

পরের দিন ভোরে ডাক্তার গিয়ে সিলভারের সঙ্গে দেখা করেন। দেখা করে মানচিত্রটা দিয়ে দেন তাকে। কারণ, গুপ্তধন হাতে পাবার পরে ওটা এখন অকেজো। তাছাড়া খাবারগুলিও ডাক্তার ওদের দিয়ে দিলেন। বেন গানের গুহায় লবণ দেয়া প্রচুর ছাগলের মাংস রয়েছে। সেগুলো খেয়ে শেষ করতেই অনেক দিন লেগে যাবে।

আজ ভোরেই ডাক্তার জানতে পারেন, সিলভারের দল আজই বেরোবে নক্শা নিয়ে গুপ্তধনের সন্ধানে। সে দলে আমাকেও থাকতে হবে তা তিনি বুঝতে পারেন। গুপ্তধন জায়গা মতো না-পেয়ে হতাশ সন্ধানী দল কী রকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে তিনি তাও বুঝতে পেরেছিলেন। সবকিছু জেনে তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে আসেন বেন গানের গুহায়। জমিদার আর ক্যাপ্টেনকে ধনরত্নের পাহারায় রেখে বেন গান আর গ্রে-কে নিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে পড়েন সেই উঁচু পাইন গাছের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন একটা গাছের মাথায় উঠে। সেখান থেকেই বেন গান গান শুনিয়ে বোম্বেটের ভয় দেখিয়েছিলো। তারপর যখন ওদের ভেতর মারামারি বাঁধবার উপক্রম হয়েছে তখন এরাই গুলি চালিয়ে ওদের দু'জনকে সাবাড় করে। বাকি তিনজন প্রাণ নিয়ে পালায়।

সবকিছু শুনে সিলভার বলে উঠলো ঃ ভাগ্যিস্ হকিন্স ছিলো আমার সঙ্গে। তা না হলে ওরা আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করলেও ডাক্তার একটি বার ফিরে তাকাতেন না সেদিকে।

ঃ সত্যিই ফিরে তাকাবার কথা ভাবতাম না। বলে ডাক্তার হেসে উঠলেন।

অবশেষে আমরা নৌকোর কাছে এসে পৌঁছালাম। গ্রে-র হাত থেকে গাঁইতিটা নিয়ে ডাক্তার একটা নৌকোর তলা ফুটো করে অকেজো করে দিলেন। আরেকটা নৌকোয় চড়ে তখন আমরা হিসপানিওয়ালা জাহাজের সন্ধানে চললাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দ্বীপ ঘুরে পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বেন গানের গুহার কালো মুখটা নজরে পড়লো। একজন লোক বন্দুকে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি জমিদার ছাড়া আর কেউ নন। যেতে যেতে আমরা রুমাল উড়িয়ে তিন বার জয়ধ্বনি করে উঠলাম। তখন সিলভারও গলা ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে কসুর করলো না।

আরোও তিন মাইল নৌকো বেয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা খাঁড়ির মুখে হিসপানিওয়ালা জাহাজ খুঁজে পেলাম। জাহাজ তখন নিজে নিজেই ভেসে বেড়াচ্ছে। জাহাজটা চড়ায় ঠেকেছিলো, জোয়ার এসে তাকে পানিতে ভাসিয়েছে। তেমন বাতাস থাকলে কোথায় যে এ জাহাজ চলে যেতো তার হদিস আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ।

জাহাজে উঠে নোঙ্গর করেই আমরা তীরে নেমে এলাম। যেখানে নামলাম সেখান থেকে বেন গানের গুহা বেশি দূরে নয়। গ্রে আমাদের নামিয়ে দিয়ে একাই আবার জাহাজের পাহারায় ফিরে গেলো। রাতটা তাকে একা কাটাতে হবে জাহাজে।

সমুদ্রের তীর থেকে একটা রাস্তা ওপর দিকে উঠে গেছে বেন গানের গুহা অবধি। সে রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে আমাদের দেখা হলো জমিদারের সঙ্গে। তিনি আমার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করলেন। পালিয়ে গিয়েছিলাম বলে বকাঝকা করলেন না।

সিলভার নিতান্ত বিনীতভাবে তাকে স্যালুট করতেই তাঁর মুখ-চোখ একটু লাল হয়ে উঠলো। তিনি বলে উঠলেন ঃ জন সিলভার যে! তুমি একটি শয়তান, তবু এ-যাত্রা রেহাই পেয়ে গেলে।

আবার স্যালুট করে সিলভার বললো ঃ অশেষ ধন্যবাদ, স্যার।

আমরা তারপর সবাই গিয়ে গুহায় ঢুকলাম। বেশ বড়ো একটি গুহা। ভেতরে দিব্যি হাওয়া খেলে। একটা ঝর্ণা আর একটা পুকুরও রয়েছে দেখলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুহার মেঝেটা বালির। প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে ক্যাপ্টেন স্মোলেট শুয়ে আছেন। এক কোণের দিকে চোখে পড়লো স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণের চৌকো টুকরোর স্তূপ। আগুনের আভায় সেগুলো চক্‌চক্ করছে। এই সেই ফ্লিন্টের গুপ্তধন যার সন্ধানে আমরা এতো দূর এসেছি! যার জন্যে একে একে দলের সতেরো জন জাহাজি প্রাণ হারিয়েছে।

আমাকে দেখে ক্যাপ্টেন বললেন ঃ এসো জিম, এসো! তুমি সত্যিই একটি ভালো ছেলে। আবার একসঙ্গে আমরা যাত্রা করবো কখনো ভাবিনি। তুমি আবার কে হে? জন সিলভার কি? তুমি আবার এখানে কেনো?

ঃ আবার আপনাদের সেবা করতে ফিরে এলাম, স্যার।

ক্যাপ্টেন জবাবে শুধু বললেন ঃ ও, তাই!

তিনি আর কিছুই বললেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘরে ফেরার পালা

পরদিন খুব ভোর বেলা থেকেই আমাদের কাজে লেগে গেলাম। প্রায় মাইল খানেক দূরে সমুদ্রের তীরে স্বর্ণের স্তূপ বয়ে নেয়ার কাজ। সেখান থেকে আবার তিন মাইল নৌকোয় গিয়ে তবে হিসপানিওয়ালা জাহাজ। অল্প ক'জন লোকের পক্ষে কাজটা কঠিন হলেও দ্রুতগতিতে কাজ চলতে লাগলো।

বেন গান আর গ্রে স্বর্ণ বোঝাই নৌকো নিয়ে জাহাজে আসা যাওয়া করতে লাগলো। সবাই গুহা থেকে বয়ে এনে স্বর্ণ ভর্তি থলে সমুদ্রের তীরে জড়ো করে রাখতে লাগলো। আমার কাজ হলো রুটির থলেতে স্বর্ণ মুদ্রাগুলি বোঝাই করা।

দিনের পর দিন এ কাজ চলতে লাগলো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি স্তূপ জমে ওঠে স্বর্ণ মুদ্রার। এ সময়ের ভেতর পলাতক তিনজন লোকের কোনো খবরই কানে এলো না। একদিন রাত্রে, সম্ভবতঃ সেটা তৃতীয় রাত, তীরে চিৎকার শোনা গেলো। ডাক্তার তাই শুনে বললেন ঃ জলদস্যুদের গলা শোনা যাচ্ছে।

এরপর ওদের কোনো কথা আর শুনিনি। একদিন বন্দুকের আওয়াজ শুনেছিলাম, অনেক দূরে। মনে করলাম, ওরা শিকার করছে। আমাদের বৈঠক বসলো। ঠিক হলো, ওদের জাহাজে না-নিয়ে দ্বীপেই ছেড়ে যেতে হবে। ওদের জন্যে গুহার ভেতর প্রচুর মাংস, কিছু ওষুধ-পত্র, যন্ত্র-পাতি, কাপড়-জামা, দড়ি-দড়া এবং বন্দুকের গোলা-বারুদ রেখে এলাম। ডাক্তারের ইচ্ছানুসারে কিছু তামাকও বেচারাদের জন্যে রাখা হলো। লোক তিনটা হাত জোড় করে আমাদের কাছে প্রার্থনা জানালো তাদেরকেও সঙ্গে নেয়ার জন্যে।

এ কাজটাই সে দ্বীপে আমাদের শেষ কাজ। তার আগেই আমরা গুপ্তধন যেখানে রাখবার রেখেছি। লবণ মাখানো ছাগলের মাংস এনে জাহাজে তুলেছি। অবশেষে একদিন ভোরে নোঙ্গর তুলে ইংলন্ডের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

রওয়ানা হবার কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলাম, জাহাজে লোকজন আমাদের খুবই কম। এতো কম লোকের সাহায্যে এ জাহাজ চালিয়ে নেয়া সহজ কাজ নয়। আমাদের সবাইকে কিছু না কিছু কাজ করতে হচ্ছে। অবশেষে স্প্যানিশ আমেরিকার এক বন্দরে আমরা জাহাজ ভেড়ালাম জন কয়েক লোক সংগ্রহের জন্যে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জাহাজ ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো আর মেক্সিকোর লোকেরা ছোটো নৌকোয় এসে জাহাজ ঘিরে ধরলো। ফল আর তরিতরকারি

www.BanglaBook.org

বিক্রি করতে এসেছে তারা। টাকা-পয়সা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলে সমুদ্রে ডুব দিয়ে সে সব তারা তুলে আনে।

এতোদিন আমরা যেভাবে কাটিয়ে এসেছি তার তুলনায় এতোগুলো লোকের হাস্যোজ্জ্বল মুখ, বন্দরের ঝলমলে অসংখ্য আলো আমাদের কাছে মনে হলো অমূল্য সম্পদ।

ডাক্তার লিভ্‌জি ও জমিদার আমাকে নিয়ে সন্ধ্যা রাত্রে নেমে গেলেন তীরে। সেখানে একটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হলো আমাদের। তাঁর জাহাজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তায় ডাক্তার ও জমিদার এমন ভাবে মেতে উঠলেন যে আমরা যখন হিসপানিওয়ালায় ফিরে এলাম তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

একা বেন গানকে দেখতে পেলাম দাঁড়িয়ে আছে ডেকের ওপর। আমরা যেতেই সে খবর দিলো, সিলভার পালিয়ে গেছে। সে আরো স্বীকার করলো, ওকে পালিয়ে যেতে সে নিজেই সাহায্য করেছে। কারণ, ঐ এক ঠ্যাঙওয়ালা লোকটাকে নিয়ে রওয়ানা দিলে কাউকে আর বেঁচে থাকতে হতো না। কিন্তু যাবার সময় সে একেবারে খালি হাতে যায়নি। তিন শ' গিনির একটি থলে চুরি করে নিয়ে গেছে।

মনে হলো, এতো সহজে ভয়ঙ্কর লোকটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে সবাই মনে মনে খুশি।

যাক, সংক্ষেপে বলতে গেলে, জাহাজে কয়েকজন লোক নিয়ে আমরা নিরাপদেই ইংলন্ডের ব্রিস্টল বন্দরে এসে পৌঁছালাম। যতোগুলো লোক একদিন যাত্রা করেছিলাম তার ভেতর মাত্র পাঁচজন আমরা ফিরে এলাম।

ধনরত্ন যা-কিছু আমরা এনেছিলাম সবই ভাগাভাগি করে নেয়া হলো। ভাগ করে নিয়ে যার যেমন খুশি খরচ করতে লাগলো। ক্যাপ্টেন স্মোলেট আবার অবসর গ্রহণ করলেন। বুদ্ধিমান গ্রে তার ভাগের সবগুলো টাকাই বাঁচিয়েছে। সে এখন একটি জাহাজের আধা-মালিক। বেন গান পেয়েছিলো এক হাজার পাউণ্ড তার ভাগে। কিন্তু সে সবই উড়িয়ে দেয় তিন সপ্তাহে। তারপরেই তাকে রাস্তায় দেখা গেলো ভিক্ষে করছে। আজও সে বেঁচে আছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলে তার পিছু পিছু ছোটে। সে এখন প্রতি রোববারে গির্জায় প্রার্থনা সঙ্গীত গায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলভারের আর কোনো খবরই আমরা পাইনি।

যতোটা জানি, ফ্লিন্টের রাখা রূপোর তাল আর যন্ত্রপাতি সেই দ্বীপেই পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেই অভিশপ্ত দ্বীপে আর কোনোদিন আমি ফিরে যেতে চাই না।

আমি এখনো মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি, সমুদ্রের ঢেউ প্রচণ্ড গর্জন করে আছড়ে পড়ছে তীরে। জেগে আমি বিছানায় উঠে বসি। কানে যেনো বাজতে থাকে টিয়ে পাখি ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের সেই সুতীব্র চিৎকারঃ আট মোহর! আট মোহর!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG